مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◇ ১৬ অক্টোবর ২০২৩ ◇ সোমবার ◇ বর্ষ: ৬৫ ◇ সংখ্যা: ০৩-০৪

আল-জামিয়া-তুস-সালাফিয়া, বারানসী, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল– ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৫
✱ সংখ্যা : ০৩-০৪
✱ বার : সোমবার

◈ ১৬ অক্টোবর-২০২৩ ঈসায়ী
◈ ৩১ আশ্বিন-১৪৩০ বঙ্গাব্দ
◈ ৩০ রবিউল আউয়াল-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০৩
- আল কুরআনুল হাকীম :
  - ❖ মানুষের মাঝে দৃশ্যমান শয়তানের যেসব কর্মকাণ্ড
    আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- হাদীসে রাসূল ﷺ :
  - ❖ ঈমানের তিনটি শাখা
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ১০
- প্রবন্ধ :
  - ❖ আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা
    আবু সা‘আদ ড. মো. ওসমান গনী- ১৫
  - ❖ পাপ মোচনের দশটি ‘আমল
    সংক. ও ভাষা. : শা. মু. ইব্‌রাহীম আ. হালিম মা.- ১৮
  - ❖ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর শাসনব্যবস্থা
    মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি
    ভাষান্তর : তানযীল আহমাদ- ২০
  - ❖ ইসলামের দৃষ্টিতে সবর : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা
    অধ্যাপক আহমাদুল্লাহ- ২৪
- আলোকিত জীবন :
  - ❖ বিশিষ্ট মুহাক্কিক শায়খ ওয়ায়ের শামস (রাহিমাহুল্লাহ)
    সংকলনে : মুহাম্মাদ আরমান- ২৭
- ক্বাসাসুল হাদীস :
  - ❖ কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতকারীর পিতা-মাতার রয়েছে বিশেষ মর্যাদা
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৯
- বিশেষ মাসায়িল ৩০
- আত্মগঠন :
  - ❖ ক্যারিয়ার : শিক্ষক নিবন্ধনের প্রস্তুতির ধরন ও বিষয়াবলি
    ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ- ৩৩
- কিশোর ভুবন :
  - ❖ হে যুবক! মহান আল্লাহকে ভয় করো
    আবু তাসনীম- ৩৫
- কবিতা ৩৬
- জমঈয়ত সংবাদ ৪৬
- শুব্বান সংবাদ ৩৭
- ফাতাওয়া ও মাসায়েল ৩৯
- প্রচ্ছদ রচনা ৪৭

সম্পাদকীয়

শান্তি, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা

আমরা প্রত্যেকেই শান্তি চাই। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সব ক্ষেত্রে শান্তি চাই এটা সকলের কাম্য। কোথায় শান্তির খোঁজ পাওয়া যাবে? এ জন্য মানুষ পাগলপারা। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী নিজ নিজ ধর্মীয় রীতনীতি ও আচার অনুষ্ঠান মেনে শান্তি পাওয়ার চেষ্টায় রত। ধর্মহীনতার প্রবক্তা ও প্রকৃতিবাদীরাও প্রবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমে শান্তির অন্বেষায় ব্যাকুল। কিন্তু শান্তি কি সমাজে বিরাজমান? এ প্রশ্নের সদুত্তর হয়তো অনেকের কাছে নেই। কারণ শান্তির ছোঁয়া থেকে এ সমাজের অবস্থান বহুদূরে। অথচ ইসলাম আমাদেরকে জানিয়েছে– শান্তির উৎস সুমহান আল্লাহ তা'আলা। তিনিই শান্তি এবং তাঁর পক্ষ হতে শান্তি আসে। অতএব শান্তি পেতে হলে তাঁরই দিকে ধাবিত হতে হবে। অরণ্যে রোদন করলে যেমন কোনো ফল পাওয়া যায় না; ঠিক তেমনি সৃষ্টি হয়ে সৃষ্টির কাছে শান্তির জন্য দৌড়ালে কোনো লাভ হবে না। অবশেষে ষোলআনা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরতে হবে। বর্তমান সমাজের বাস্তবতায় যা প্রতীয়মান, মানুষ আজ শান্তির নেশায় অশান্তির পথে ধাবমান। অথচ এ ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ মানুষের উত্তম প্রতিষেদক– যা বিক্ষুব্ধ আরব সমাজকে শান্ত করেছিল– আর তা হলো, ওহীর বিধানের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলিয়ে যাওয়া। আর তা হতে হবে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) কর্তৃক আনীত ইসলামী শরিয়ত যথাযথভাবে প্রতিপালন করার মাধ্যমে; অন্য কোনো পথ ও পদ্ধতির দ্বারা এ জাতির কল্যাণ আদৌ সাধন সম্ভব না।

শৃংখলা সফলতার আবশ্যকীয় শর্ত। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য সু-শৃংখল বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা চাইলেই একটি নির্দেশের মাধ্যমে মানব সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে পারতেন। কেননা তিনি যা চান তা-ই করেন এবং করতে সক্ষম। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি মানুষ সৃষ্টিতে চারটি ধাপ রেখেছেন। আর তা হচ্ছে– শুক্রবিন্দু, জমাটবাঁধা রক্ত, মাংসপিণ্ড অতঃপর পরিপূর্ণ আকৃতি প্রদান। এ ধাপসমূহের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, জগতসংসারে মানুষকে শৃংখলা মেনে চলতে হবে। তবেই মানুষ তার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয়; বেড়ে ওঠা, জীবন-সংসার এবং 'ইবাদত-বন্দেগীসহ সর্বক্ষেত্রে এ শৃংখলার বিধি বিদ্যমান। এ সব থেকে যারা শিক্ষা নিয়ে জীবন পরিচালনা করেছেন বা করছেন, তারাই প্রকৃত সফল মানুষ। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অনিয়ম ও বিশৃংখলা। দ্বিধাহীনচিত্তে আমরা বলতে পারবো না– আমাদের দেশের সর্বত্র সু-শৃংখল পরিবেশ বিরাজমান। তাইতো যতসব বিড়ম্বনা।

নৈতিকতা যেন আজ জাদুঘরে। বিবেক-বুদ্ধি যেন বিকারগ্রস্ত। জাগতিক স্বার্থের কাছে আজ সব কিছুই যেন শিকলবন্দি। মহান আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু মানুষ পাপাচারে লিপ্ত। কসম করে মানুষ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। প্রতারণার জালে ফেলে অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ছে। মানুষ গড়ার কারিগরদের কাছেও আজ মানুষ নিরাপদ নয়। সর্বত্র অরাজকতা ও অনৈতিক কার্যকলাপ দৃশ্যমান। যাদের কাছে সান্ত্বনা পাওয়ার আশায় ধর্না দিচ্ছে, নেপথ্যে যেন তারাই অশান্তি সৃষ্টির কারিগর। আদর্শের দীক্ষাগুরুগণও যেন খেই হারিয়ে ফেলছে। বিচার প্রার্থী হয়ে বিচারকের কাছে গেলে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। নীতি ও আদর্শের ফেরিওয়ালাগণ উপদেশ ফেরি করে অর্থবিত্ত কামিয়ে নিচ্ছে। আর এ দিকে জাতির ভাগ্যাকাশে দেখাদিয়েছে দুর্যোগের ঘনঘটা। খুন-খারাবি ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতকেও হার মানিয়ে দিচ্ছে। নৈতিক অবক্ষয় থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে আল্লাহমুখী হতে হবে। পরকালে জবাবদিহিতার চিন্তা মনে সদা জাগ্রত রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, মরণ একদিন আসবেই। শান্তি যদি কাম্য হয়, সফলতা যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে ন্যাকামি বাদ দিয়ে সত্যসেবী হতে বাধা কোথায়? বিপত্তিতো এখানেই। আমরা উপদেশ ফেরি করতে জানি; কিন্তু উপদেশ মেনে নিজ জীবনকে ধন্য করতে রাজি নই। ফলে আমাদের মাঝে মানুষ আছে, মনুষ্যত্ব নেই। নীতি আছে, সফল প্রয়োগ নেই। সমাজ আছে, সামাজিকতা নেই। শিক্ষাঙ্গন আছে, প্রকৃত শিক্ষা নেই। 'ইবাদত আছে, কিন্তু 'ইবাদতকারীর মধ্যে সেটির প্রভাব নেই। আদর্শ ও নৈতিকতার মুক্তামালা পুঁথিতে আছে; বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন নেই। তাইতো সাত নকলে আসল খাস্তা।

আসুন! আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাই। সঠিক দ্বীনী 'ইল্‌ম অর্জন ও পরিচর্যা করি। নিয়মিত আত্মজিজ্ঞাসা করে শুদ্ধি লাভ করি। মনুষ্যত্ব চর্চার মাধ্যমে সর্বপ্রকার অনৈতিকতা, অরাজকতা, অপকর্ম ও জিগাংসাকে না বলি! দেখবেন একদিন আমার ও আমার দ্বারা পরিচালিত সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও সমাজ আদর্শ এবং শান্তিময় হয়ে উঠেবে। জীবন-যুদ্ধে আমরা হারমানা জাতি নই। সফলতা ও বিজয়ের সোনালি স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করবে। সেদিন আমরা উচ্চৈঃস্বরে বলব– "সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসারিত"। মহান আল্লাহই তাওফিক্ব দাতা। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

মানুষের মাঝে দৃশ্যমান শয়তানের যেসব কর্মকাণ্ড

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ﴾

সরল বাংলায় অনুবাদ

"হে বিশ্বাসীগণ নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ এগুলোর প্রত্যেকটিই শয়তানের অপবিত্র কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। অতএব এগুলো থেকে বিরত থাক। তাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। নিশ্চয়ই শয়তান চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পরস্পরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। এরপরেও তোমরা কি এগুলো হতে নিবৃত থাকবে না?"[১]

বিষয়বস্তু

উপরোক্ত আয়াতে মদসহ আরো তিনটি বস্তু হারাম হওয়ার নির্দেশ রয়েছে এবং এগুলো থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এটি মদের ব্যাপারে তৃতীয় নির্দেশ। প্রথম ও দ্বিতীয় নির্দেশে মদ থেকে মানুষকে শতর্ক করা হলেও পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়নি। তাই এই আয়াতে জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীরসহ মদকে হারাম করে এগুলো থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সূরায়ে মায়িদাহ্ কুরআনুল কারীমের শেষদিকে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। অতএব এখানে যে বিধানগুলো ঘোষিত হয়েছে সেগুলো পরবর্তীতে মানসূখ হয়নি। ফলে এ বিধানগুলো চিরন্তন। অর্থাৎ- মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ চিরকালের জন্য হারাম। এগুলো শুধু হারামই নয় বহু হারামের উৎস। শয়তানের নিকৃষ্ট কর্মসমূহের মধ্যেও এগুলো অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এগুলো থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেকেরই ঈমানী দায়িত্ব।

অবতরণের প্রেক্ষাপট

একদা আতবান ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কয়েকজন সাহাবীকে নিমন্ত্রণ করেন, যাদের মধ্যে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর তাদের মাঝে মদপান করার প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্বপুরুষদের অহংকারমূলক বর্ণনা আরম্ভ হয়। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসাকীর্তন করা হয়। ফলে একজন আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ডদেশের একটি হাড় সা'দের মাথায় ছুড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে সা'দ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আ করলেন–

اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا.

অর্থ : হে আল্লাহ! শরাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার বর্ণনা ও বিধান দান করুন।[২] এরই প্রেক্ষিতে সূরায়ে মায়িদার উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের বিস্তারিত বিধান সম্পর্কিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

শাব্দিক অর্থ ও বিশ্লেষণ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا-হে বিশ্বাসীগণ, اِنَّمَا-নিশ্চয়ই যা/কিন্তু, اَلْخَمْرُ-মদ, 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– মদ তাই, যা মানুষের বিবেককে আচ্ছন্ন করে। কোনো কোনো বর্ণনায় আসছে– মদ হলো আঙ্গুরের কাঁচা রস যখন পচে গরম হয় এবং ফুলে ফেনা ধরে যায় এবং চূড়ান্ত নেশাকর অবস্থায় পৌঁছে যায়। এছাড়াও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পচা-সড়া জিনিস দিয়ে মদ তৈরি হয়। যেমন- পচা খেজুরের রস, তালের রস ও পান্তা ভাত ইত্যাদি। وَ-এবং, اَلْمَيْسِرُ-জুয়া, যে কোনোভাবে প্রতারণা করে অন্যের মাল-সম্পদ সহজে অর্জন করার নামই 'মাইসির' জুয়া। মাইসির জুয়া আবার দুই ধরনের।

** **প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক**, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯০-৯১।

[২] সহীহ মুসলিম- হা. ১৭৪৮; বায়হাক্বী- ৮/২৮৫।

একটি হলো খেলা-ধুলা। যেমন- নারদ 'পাশা খেলা', শাতরাঞ্জ 'দাবা খেলা' ও খেলা-ধুলা নিয়ে কোনো বাজি ধরা ইত্যাদি। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) দাবা খেলাকে মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন কুরতুবী, তাফসীরে ইবনু কাসীর। اَلْاَنْصَابُ-আনসাব হলো নিদর্শন হিসেবে দাঁড় করানো কোনো পাথর বা স্তম্ভ, শহীদ বেদী, শহীদ মিনার ও স্মৃতীসৌধ। اَلْاَزْلَامُ-এটি বহুবচন। একবচনে زَلَمٌ বা زُلَمٌ অর্থ ভাগ্য নির্ধারণী তীর। যার মাধ্যমে জাহেলী যুগের আরবরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করত। رِجْسٌ-অপবিত্র। مِّنْ-হতে বা থেকে। عَمَلِ الشَّيْطٰنِ-শয়তানের কাজ। فَاجْتَنِبُوْهُ-অতএব তোমরা তা পরিহার করো। لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত/নিশ্চয়। تُفْلِحُوْنَ-তোমরা সফল হবে। يُرِيْدُ-সে চায়। اَنْ يُّوْقِعَ-ছড়াতে/সৃষ্টি করতে। بَيْنَكُمُ-তোমাদের মাঝে। اَلْعَدَاوَةَ-শত্রুতা। اَلْبَغْضَآءَ-বিদ্বেষ। وَيَصُدَّكُمْ-এবং সে তোমাদেরকে বিরত রাখে। عَنْ-হতে। ذِكْرِ اللهِ-আল্লাহর জিকির/আল্লাহর স্মরণ। اَلصَّلٰوةِ-নামায। فَهَل-অতঃপর কী। اَنْتُم-তোমরা। مُّنْتَهُوْنَ-তারা নিবৃত হবে না।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ﴾

অর্থাৎ- "হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ এগুলোর প্রত্যেকটিই শয়তানের অপবিত্র কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত।"

আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ সুস্পষ্টভাবে হারাম। এগুলো শয়তানের অপবিত্র কর্ম। নিম্নে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো–

মদ-এর শরয়ী বিধান : আমরা পূর্বেই জেনেছি মদ পানকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পর্যায়ক্রমে হারাম করেছেন।

প্রথমে সূরায়ে বাক্বারার ২১ নং আয়াতে সাহাবাদের মদপান সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঘোষণা করেন–

﴿قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا﴾

অর্থাৎ- "হে রাসূল! তুমি বলে দাও। এতে রয়েছে মহা পাপ এবং রয়েছে কিছুটা উপকারিতা। তবে উপকারের চেয়ে পাপটাই বেশি।"[৩]

তারপর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সূরা আন্ নিসার ৪৩ নং আয়াত নাযিল করলেন। সেখানে বিশেষ করে নামাযের সময়ে মদপানকে নিষিদ্ধ করা হলো। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বললেন–

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى﴾

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না।"

এতে নামাযের সময়ে মদ পানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ে তার অনুমতি ছিল। কিন্তু সূরায়ে মায়িদার ৯০ নং আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপানকে নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেওয়া হয়েছে।[৪]

এই বিষয়ে শরিয়তের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাশ ত্যাগ করা বিশেষতঃ নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।[৫]

এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন আনাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) এক মজলিশে মদ্যপানে সাকীর/পরিবেশনের কাজ করছিলেন। আবূ ত্বালহাহ্, আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনু জাররাহ্, উবাই ইবনু কা'ব, সোহাইল (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) প্রমূখ নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ সে মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌছার সাথে সাথে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, এবার সমস্ত মদ ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাঁড়ি ভেঙে ফেলো।[৬]

কিন্তু আফসোস হয় যখন সাম্প্রতিককালের তথাকথিত কিছু চিন্তাবিদ বলেন মদকে কোথায় হারাম বলা হয়েছে? নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে যে কেউ দেখতে পাবে উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে মদ হারাম হওয়ার নয়টি দলিল রয়েছে–

১. এগুলোকে رِجْسٌ অপবিত্র বলা হয়েছে, যা হারাম।

২. এই কাজগুলো হলো শয়তানের কর্মগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ﴾

---

[৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২১৯।*
[৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[৫] *ফাতহুল কাদীর।*
[৬] *আহমদ- ৩/১৮১; বুখারী- হা. ৪৬২০; মুসলিম- ১/৯৮০।*

“আর শয়তানের কর্মকাণ্ডের অনুকরণ করা সুস্পষ্টরূপে হারাম।”[৭]

৩. তারপর আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন–

﴿فَاجْتَنِبُوْهُ﴾

“অতএব তোমরা তা পরিহার করো।”[৮] আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা যা পরিহার করতে বলেন তা সুস্পষ্টরূপে হারাম।

৪. তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

অর্থাৎ- “এগুলো ছাড়ার মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।”[৯] যেগুলো পরিহার করাতে কল্যাণ রয়েছে সেগুলো যে হারাম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৫. নিশ্চয়ই এগুলোর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ﴾

“আর যার মাধ্যমে মানুষের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয় তা করা সুস্পষ্টরূপে হারাম।”[১০]

৬. আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ﴿وَالْبَغْضَآءَ﴾ “এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।”[১১] বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী কোনো কিছু গ্রহণ করা হারাম।

৭. আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ﴾

অর্থাৎ- “এগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে বিরত থাকে।”[১২] যেগুলো মানুষকে আল্লাহর জিকির থেকে বিরত রাখে সেগুলো গ্রহণ করা মানুষের জন্য হারাম।

৮. আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ﴿وَعَنِ الصَّلٰوةِ﴾

“এবং নামায থেকে বিরত রাখে।”[১৩] যেগুলো মানুষকে নামায থেকে বিরত রাখে সেগুলো গ্রহণ করাও হারাম।

৯. আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ﴾

অর্থ : “তোমরা নিবৃত হও।”[১৪]

আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা যে কাজ হতে নিবৃত থাকতে বলেন নিঃসন্দেহে তা হারাম। তাছাড়া হাদীসে মদকে সুস্পষ্টরূপে হারাম উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে এরকম কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো–

ইবনু ‘আব্বাস (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যা-ই বিবেকশূন্য করে তা-ই মদ। আর সমস্ত মাদকতাই হারাম। যে ব্যক্তি কোনো মাদক সেবন করলো। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায অসম্পূর্ণ থাকবে কবুল হবে না।[১৫]

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

অর্থাৎ- প্রত্যেক নেশার বস্তুই মদ বা মদ জাতীয়। আর প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই হারাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে– প্রত্যেক মদ জাতীয় বস্তুই হারাম।[১৬]

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ‘উমার (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) মিম্বরে উঠে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দুরূদ পাঠের পর বললেন–

نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

অর্থাৎ- মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই মদ তখন পাঁচটি বস্তু দিয়ে তৈরি করা হতো। আর তা হচ্ছে– আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম এবং যব। তবে মদ বলতে এমন সব বস্তুকেই বুঝানো হয় যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রমত্ত করে।[১৭]

জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

অর্থাৎ- প্রতিটি নেশার বস্তুই হারাম। আর যা বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে নেশা হয় তার অল্প পরিমাণ গ্রহণ করাও হারাম।[১৮]

আনাস ইবনু মালেক ও ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

---

[৭] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯০।*
[৮] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯০।*
[৯] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯০।*
[১০] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯১।*
[১১] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯১।*
[১২] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯১।*
[১৩] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯১।*
[১৪] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯১।*

[১৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ২০০২।*
[১৬] *মুসলিম- হা. ২০০৩; ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৪৫০ ও ৩৪৫৩।*
[১৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩০৩২।*
[১৮] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৪৫৫ ও ৩৪৫৬।*

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فِيْ الْخَمْرِ عَشَرَةً : عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ.

অর্থাৎ- রাসূল (ﷺ) মদের ব্যাপারে দশজন ব্যক্তিকে লানত করেছেন। যে মদ বানায়, যে মূল কারিগর, যে পান করে, মদ বহনকারী, যার নিকট বহন করে নেওয়া হয়, যে অন্যকে পান করায়, বিক্রেতা, যে মুনাফা/লাভ খায়, যে ক্রয় করে এবং যার জন্য ক্রয় করে।[১৯]

মদ হারাম বলেই তো মদ পানকারীর মধ্যে ঈমান থাকে না। রাসূল (ﷺ) বলেছেন–

وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

অর্থাৎ- কোনো মদ্যপায়ী যখন মদ পান করে তখন তার মধ্যে ঈমান থাকে না।[২০]

মদ শুধু হারামই নয় নবীজি (ﷺ) এটিকে সকল অকল্যাণের মূল বলেছেন। রাসূল (ﷺ) বলেন, মদ হলো–

مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

অর্থাৎ- সকল অনিষ্টের মূল।[২১] অন্য বর্ণনায় রাসূল (ﷺ) মাদকে নির্লজ্জতার উৎস (উম্মুল ফাওয়াহেশ) বলেছেন। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ : الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ.

অর্থাৎ- আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, মদ হলো সকল নির্লজ্জতার উৎস এবং সকল পাপের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ। যে ব্যক্তি মদ পান করে, সে তার মা, খালা, ফুফু সকলের উপর পতিত হয়।[২২]

যে ব্যক্তি মদ পান করে তার মাঝে তখন ঈমান বিদ্যমান থাকে না। একটি বর্ণনায় এসেছে–

فَإِنَّهَا وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيْمَانُ وَالْخَمْرُ إِلَّا لَيُوْشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই মদ ও ঈমান কখনো একত্রে থাকতে পারে না; বরং একটি অন্যটিকে বের করে দেয়।[২৩]

মদপানের দুনিয়াবী শাস্তি : ইসলামী দণ্ডবিধির লক্ষ্য হলো ব্যক্তির নৈতিক সংশোধন। সুতরাং দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য তাওবাহ্ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং পরে যেন সে ব্যক্তি আর ঐ পাপ না করে সমাজে এই রকম পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। মদপানকারীর জন্য ইসলামী শরিয়তে দণ্ডের পরিমাণ নির্দিষ্ট করেনি। অপরাধীর অপরাধের মাত্রা অনুসারে দণ্ডের পরিমাণ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হবে। যেমন- হাদীসে এসেছে– জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন–

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فِيْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ- قَالَ : ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ (ﷺ) بَعْدَ ذٰلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِيْ الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মদ পান করে তাকে বেত্রাঘাত করো। (এরূপ তিনবার বেত্রাঘাতের পরেও যদি সে তা হতে নিবৃত না হয়) সে যদি চতুর্থবার পান করে তবে তাকে হত্যা করো। তিনি বলেন পরে অনুরূপ একজন ব্যক্তিকে রাসূল (ﷺ)-এর নিকট আনা হলে তিনি তাকে প্রহার করেন। কিন্তু হত্যা করেননি।[২৪]

সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) ও আবূ বকরের যুগে এবং ‘উমারের যুগের প্রথম দিকে কোনো মদ্যপায়ী আসামি এলে তাকে আমরা হাত দিয়ে, চাদর দিয়ে ও জুতা দিয়ে পিটাতাম। অতঃপর ‘উমারের যুগের শেষ দিকে তিনি মদপানের জন্য ৪০ বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন। কিন্তু তারপরও যখন মদপানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। তখন তিনি তার শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত নির্ধারণ করলেন।[২৫]

উল্লেখ্য যে, অবিবাহিত যিনাকারের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত যেহেতু কুরআন দ্বারা নির্ধারিত। তাই ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদ্যপানের শাস্তি তার নীচে রেখেছেন। সুতরাং মদপানের দুনিয়াবি শাস্তির দণ্ডবিধি নির্ধারণ আদালতের এখতিয়ারাধীন বিষয়।

মদপানের পরকালীন শাস্তি : যে ব্যক্তি মদপান করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূল (ﷺ) বলেছেন–

[১৯] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৪৪৩ ও ৩৪৪৪।*
[২০] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৭৫, ৬৭৭২।*
[২১] *ইবনু মাজাহ্- মাকতাবাতুশ্ শামেলা, ২/১১১৮, হা. ৩৩৭১, ৪০৩৪, সহীহ, হাসান; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৮০/১৭।*
[২২] *দারকুতনী- হা. ৪৫৬৫।*
[২৩] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৫৬৬৬।*
[২৪] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৪৪৪।*
[২৫] *সহীহুল বুখারী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৩৬১৬।*

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِيْ أَهْلِهِ الْخَبَثَ.

অর্থাৎ- তিন প্রকার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। মদপানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও দাইয়ূস (দাইয়ূস হলো এমন ব্যক্তি যে পরিবারকে অশ্লীলতার কাজে বাধা প্রদান করে না)।[২৬] জাবের ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ : عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াদাবদ্ধ যে ব্যক্তি নেশার বস্তু পান করে তাকে তিনি "ত্বীনাতুল খাবাল" পান করাবেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সেটা কি? তিনি বললেন : "ত্বীনাতুল খাবাল" হলো জাহান্নামীদের দেহের ঘাম অথবা তাদের দেহনিঃসৃত রক্ত-পূজ।[২৭]

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদপান করবে আর তা থেকে সে তাওবাহ্ করবে না। সে জান্নাতের সুরা/শরাব পান থেকে বঞ্চিত হবে।[২৮]

জুয়া : প্রত্যেক এমনসব মুয়ামালাকে জুয়া বলা হয়, যা লাভ ও লোকসানের মাঝে ঝুলন্ত ও সন্দেহযুক্ত থাকে।[২৯] অর্থাৎ- প্রত্যেক এমন কাজ, যাতে পুরোটাই লাভ বা পুরোটাই লোকসানের বাজির উপর থাকে। জুয়া একটি সামাজিক ব্যাধি। এর দ্বারা পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়, সামাজিক অবক্ষয় নেমে আসে।

জুয়া-এর শরয়ী বিধান : ইসলামী শরিয়তে জুয়া হারাম। কুরআনুল কারীমের এ আয়াতে এটিকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

﴿قُلْ فِيْهِمَآ إِثْمٌ كَبِيْرٌ﴾

অর্থাৎ- "হে রাসূল! তুমি বলে দাও। এতে রয়েছে মহা পাপ।"[৩০]

হাদীসে এসেছে–

১. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া ও বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন।[৩১]

২. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন– পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়ায় অংশগ্রহণকারী, খোটাদাতা ও মদ্যপায়ী জান্নাতে যাবে না।[৩২]

৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন– তোমাদের কেউ লাত-উজ্জার শপথ ইত্যাদি বললে সে যেন সঙ্গে সঙ্গে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে। আর কেউ যদি অন্যকে প্রস্তাব দিয়ে বলে এসো আমরা জুয়া খেলি (বা বাজি ধরি) তাহলে সে যেন (জরিমানাস্বরূপ) দান-সাদাক্বাহ্ করে।[৩৩]

৪. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'তীর নিক্ষেপে বাজিধরা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।[৩৪]

বর্তমান সময়ে গ্রাম-গঞ্জেও বসছে জুয়ার আসর। কৃষক, তরুণ, শ্রমিক, ব্যবসায়ী এমনকি শিক্ষার্থীরাও জড়িয়ে পড়ছে মরণনেশা এ জুয়ায়। এসব আসরে উড়ছে লাখ-লাখ, কোটি-কোটি টাকা। মাদকের মতোই জুয়ার গ্রাস এখন সর্বত্র দৃশ্যমান। বিশ্বকাপ ফুটবল-ক্রিকেট ও বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় অনেকেই বাজি ধরে যা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। মনে রাখতে হবে জুয়া-বাজি থেকে প্রাপ্ত সকলকিছুই গ্রহণ করা হারাম।

জুয়া-এর শাস্তি : ফুদাইল ইবনু মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাবুল কাসর থেকে বের হলে তিনি দাবা-পাশা খেলোয়াড়দের দেখতে পান। তিনি তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত বন্দি করে রাখেন। তাদের মধ্যে কতককে তিনি দুপুর পর্যন্ত আটকে রাখেন। বর্ণনাকারী বলেন, যারা অর্থের আদান-প্রদানের ভিত্তিতে খেলেছিল, তিনি তাদের রাত পর্যন্ত বন্দি করে রাখেন। আর যারা এমনি খেলেছিল তাদেরকে দুপুর

[২৬] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৫৬২; মিশকাত- হা. ৩৬৫৫।*
[২৭] *সহীহ মুসলিম; মিশকাতুল মাসা-বীহ- হা. ৩৬৩৯।*
[২৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২০০৩।*
[২৯] *জাওয়াহিরুল ফিক্বহ- ২/৩৩৬।*
[৩০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২১৯।*
[৩১] *বায়হাক্বী- হা. ৪৫০৩; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৩০৪।*
[৩২] *আদ্ দারেমি- হা. ৩৬৫৩।*
[৩৩] *বুখারী; সহীহ মুসলিম; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৫৪৫।*
[৩৪] *ফাতহুল কাদির- হা. ১২৭২।*

পর্যন্ত আটকে রাখেন। তিনি জনগণকে নির্দেশ দিতেন কেউ যেন তাদেরকে সালাম না দেয়।[৩৫]

পূজার বেদী : পূজা-অর্চনা কিংবা সম্মান জানানোর জন্য কোনো প্রতিমা বা স্মৃতিস্তম্ভ কে যে উঁচু স্থানে স্থাপন করা হয় তাকে বলা হয় বেদী। শহীদ মিনারের পদমূলকেও বেদী বলা হয়। বেদী শব্দটির অর্থ 'হিন্দুদের যজ্ঞ বা পূজার জন্য প্রস্তুত উচ্চভূমি।'[৩৬]

বেদীতে শ্রদ্ধা জানানোর বিধাণ এবং এর শাস্তি : এই বেদীতে শ্রদ্ধানিবেদন করা, পুষ্পস্তবক অর্পণ করা কিংবা তাকে সম্মান দেখিয়ে নগ্নপদে তাতে আরোহণ করা এই সবই বিজাতীয় সংস্কৃতি অর্থাৎ- হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি। যা পালন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর উলুহিয়্যাতে অংশীদার স্থাপন করা হয়। এটি সম্পূর্ণরূপে শির্ক। এটি এতবড় পাপ যে, এ পাপ আল্লাহ তা'আলা কিছুতেই ক্ষমা করেন না। তাছাড়া অন্যান্য সকল পাপ তিনি ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দেন। আর শির্কে নিপতীত ব্যক্তির শাস্তি সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সুস্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে–

﴿إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوٰىهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই যারা শির্ক করে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর এমন অত্যাচারীর জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।"[৩৭]

ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ– জাহেলী যুগে ভাগ্য নির্ধারণের জন্য তিন ধরনের তীর ছিল। একটি তীরে লেখা থাকত- اِفْعَلْ, অর্থ : তুমি করো। আর একটিতে লেখা থাকত- لَا تَفْعَلْ, অর্থ : তুমি করবে না। অন্যটিতে কিছুই লেখা থাকত না। অতঃপর যে ব্যক্তি যেটা তুলত সে সেটাকেই মহান আল্লাহর নির্দেশ মনে করত। কিন্তু যখন খারিটা হাতে উঠত, তখন সে পুনরায় লটারি করত। যতক্ষণ না আদেশ কিংবা নিষেধের তীর হাতে আসত।[৩৮]

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ﷺ) কা'বা গৃহে প্রবেশ করে ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈলের মূর্তিতে তাদের হাতে ধরা ভাগ্যতীর দেখতে পান। তিনি সেগুলোকে হটিয়ে দিয়ে বলেন–

لَقَدْ عَلِمُوْا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ.

অর্থ : তারা অবশ্যই জানে যে, এই দুইজন ব্যক্তি কখনোই এভাবে ভাগ্য নির্ধারণ করতেন না।[৩৯]

কুরআনুল কারীমে একে فِسْقٌ অর্থাৎ- পাপকর্ম বলা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ﴾

অর্থাৎ- "জুয়ার তীর দ্বারা যেসব অংশ তোমরা নির্ধারণ করে থাকো। এ সবই পাপ কর্ম।"[৪০]

ইবনু কাসীর বলেন– الاستقسام অর্থ طلب القسم অংশ দাবি করা। বর্তমান যুগে পাখির মাধ্যমে বা রাশি গণনার মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়। কেউ শান্তির প্রতীক মনে করে পায়রা উড়ায়। কেউ বিশেষ কোনো দিন বা সময়কে শুভ বা অশুভ মনে করে। কেউ মৃত পীরের খুশি বা নাখুশিকে, কেউ আবার ঝড়-বৃষ্টি ও ভূমিকম্পকে মঙ্গল ও অমঙ্গলের কারণ বলে ধারণা করে থাকে। এই সবই اَلْأَزْلَامِ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এগুলো সুস্পষ্টরূপে শির্কের অন্তর্ভুক্ত নিষিদ্ধ ও হারাম।

শিক্ষা ও করণীয়

উল্লেখিত আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হলো যে, মদ, জুয়া, বেদী ও ভাগ্য নির্ধারণের তীর শয়তানের নিকৃষ্টতম অপবিত্র কৃতকর্ম। আর শয়তান হলো মানব জাতীর চির দুশমন-প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই মানুষের জন্য শয়তান প্রকাশ্য শত্রু।"[৪১]

সুতরাং শয়তানের ফাঁদে পরে এই সকল অপকর্মে লিপ্ত হওয়া কোনো মানুষের জন্য উচিত নয়। তাছাড়া শয়তানের অনুসরণ করতে সরাসরি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিষেধ করে বলছেন–

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

[৩৫] *আদাবুল মুফরাদ- হা. ১২৮০।*
[৩৬] *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।*
[৩৭] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৭২।*
[৩৮] *ইবনু কাসীর।*
[৩৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪২৮৮।*
[৪০] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩।*
[৪১] *সূরা ইস্রা : ৫৩।*

অর্থাৎ- “হে বিশ্বাসীগণ তোমরা শয়তানে পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে কেউ শয়তানের অনুসরণ করলে শয়তান তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের আদেশ করে।”[৪২] ❑

[৪২] *সূরা আন্ নূর : ২১।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

ঈমানের তিনটি শাখা

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ- أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ- شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ».

সরল অনুবাদ

“আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : ঈমানের সত্তরের বেশি অথবা বলেছেন, ষাটের বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যেসবের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে, ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা‘বূদ/ইলাহ্ নেই’ –একথা বলা এবং সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা থেকে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা হলো ঈমানের একটি শাখা।”[৪৩]

রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র নামের ব্যপারে অনেক অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল ‘আব্দুশ্ শামস বা আবদে ‘উমার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় ‘আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মায়মুনাহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ নামে নামকরণ : একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়ালটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে রসিকতা করে– ‘হে বিড়ালের পিতা’! বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহার্‌রম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি মতান্তরে ৫৩৭৫টি। ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্‌ফা এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু : ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

«اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ- أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ- شُعْبَةً»

“ঈমানের সত্তরের চেয়ে বেশি অথবা বলেছেন ষাটের চেয়ে বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে।” হাদীসের কিতাবসমূহে শাখা-প্রশাখার সংখ্যার ভিন্নতা বর্ণিত হয়েছে। বুখারী’র বর্ণনায় ষাটের ঊর্ধ্বে এবং তিরমিযী’তে চল্লিশের ঊর্ধ্বে উল্লেখিত হয়েছে।

কাযী ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সকল হাদীস ও বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সম্পূর্ণতা হলো ‘সত্তরের ঊর্ধ্বে’ সংখ্যাটি।[৪৪] আর আধিক্য সংবলিত বর্ণনা পরিগৃহীত হওয়া যথার্থই বৈধ।

البضع والبضعة সংখ্যাতে بضع শব্দটি দিয়ে ৩ থেকে ১০ কিংবা ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত বুঝানো হয়।[৪৫]

«فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

“সেসবের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো মা‘বূদ/ইলাহ নেই, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ” –একথা বলা। অর্থ হলো– এই কালিমাটি অন্তরের সবটুকু বিশ্বাস থেকে স্বীকৃতি জ্ঞাপনপূর্বক উচ্চারণ করা। এর পরিপূর্ণতা ঘটে ‘আমল ও আনুগত্যের মাধ্যমে।[৪৬] নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈমানের সর্বাগ্রে তাওহীদকে সুনির্দিষ্ট করে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাওহীদ ছাড়া ঈমানের অন্য কিছুই বিশুদ্ধতা পেতে পারে না এবং আল্লাহ তা‘আলার কাছে তা পরিগৃহীতও হয় না।

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর মর্যাদাবিষয়ক কয়েকটি আয়াত ও হাদীস হলো–

[৪৩] *সহীহুল বুখারী- মা. শা., হা. ৯; সহীহ মুসলিম- ১ম খণ্ড, ৪৭ পৃ., মা. শা., হা. ৫৮/৩৫।*

[৪৪] *আস্ সহীহ লি মুসলিম শারহু লিন নওয়ারী- ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।*
[৪৫] *আস্ সহীহ লি মুসলিম শারহু লিন নওয়ারী- ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।*
[৪৬] *আস্ সহীহ লি মুসলিম শারহু লিন নওয়ারী- ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।*

১. সব নবী-রাসূলের দাওয়াত : পূর্ববর্তী সব নবী ও রাসূল (আলাইহিস সালাম)-এর দাওয়াত ছিল তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপাস্য নেই।[৪৭]

২. সুপারিশের ক্ষমতা : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারী পরকালে সুপারিশের অধিকার পাবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾

"দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না।"[৪৮] তাফসীরবিদরা বলেন, উল্লিখিত আয়াতে 'যার কথা তিনি পছন্দ করবেন' দ্বারা কালেমা পাঠকারী উদ্দেশ্য।

৩. শাফা'আত লাভ :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِيْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ".

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের ব্যাপারে কে সবচেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হবে? আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আবূ হুরাইরাহ্! আমি মনে করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার পূর্বে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না। কেননা আমি দেখেছি হাদীসের প্রতি তোমার বিশেষ লোভ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে একনিষ্ঠচিত্তে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই) বলে।[৪৯]

৪. জান্নাত লাভ : রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে বলল, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫০]

৫. সর্বোত্তম যিক্‌র : রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ".

সর্বোত্তম যিক্‌র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম দু'আ 'আল-হামদুলিল্লাহ'।[৫১]

«وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ».

"আর সর্বনিম্ন হলো– রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া।" ঈমানদার ব্যক্তি সব সময় কল্যাণের প্রতীক হয়ে সমাজে বসবাস করে। সে অপরের কল্যাণে নিজেকে সর্বদাই নিয়োজিত রাখে। ভালো কাজ হলেই তা সম্পাদনে তার ঈমান তাকে উদ্বুদ্ধ করে। পথে পড়ে থাকা ইট, পাথর, কষ্টদায়ক ময়লা, আবর্জনা যা মানুষকে চলার পথে কষ্ট দেয় এসব অপসারণ করাটাও তার ঈমানের তাগিদ হয়ে উঠে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِيْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِيْ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ، وَوَجَدْتُ فِيْ مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ».

"আমার নিকট আমার উম্মাতের ভালো ও মন্দ কাজ পেশ করা হয়েছে। তাতে আমি পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত দেখলাম এবং মাসজিদে পতিত থু থু মাটিতে পুতে না ফেলা মন্দ কাজের অন্তর্ভুক্ত পেলাম।[৫২]

বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর এক বর্ণনায় রয়েছে– "একটি লোক রাস্তার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি গাছের ডাল পথের উপর থেকে সরিয়ে দিলো। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর রহম করলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন।[৫৩]

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা ঈমানের শাখা, পাপমোচনকারী, সৎকর্ম এবং সাদাক্বাও। একজন মুসলিমের জন্য সমাজের কল্যাণমূলক গুরুত্বপূর্ণ যতগুলো সৎকর্ম আছে তার মধ্যে রাস্তার আদবও একটা। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'একদা আমার কাছে উম্মতের ভালো ও মন্দ 'আমল পেশ করা হলো। তার ভালো 'আমলগুলোর অন্তর্ভুক্ত একটি 'আমল দেখলাম, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা...।'[৫৪]

একদা সাহাবী আবূ বার্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন একটি 'আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারব। তিনি বললেন, মুসলিমদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করো।'[৫৫] ভেবে দেখুন, একজন সাহাবিকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপকৃত হওয়ার জন্য রাস্তার কষ্টদায়ক বস্তু দূর করার নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ- এই কাজটি কত উঁচু লেবেলের ভালো কাজ!

---

[৪৭] *সূরা আল আ'রাফ : ৫৯।*
[৪৮] *সূরা ত্ব-হা- : ১০৯।*
[৪৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯৯।*
[৫০] *মুসনাদে আবূ ই'আলা- ৬/১০।*
[৫১] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮০০।*
[৫২] *আস্ সহীহ লি মুসলিম; মুসলিম- মা. শা., হা. ৫৭/৫৫৩।*
[৫৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫২; সহীহ মুসলিম- হা. ৬৬৬৯।*
[৫৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১২৬১।*
[৫৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৮৩৯।*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ)، أَنَّهُ قَالَ : نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيْقِ إِمَّا كَانَ فِيْ شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوْعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : এক ব্যক্তি কখনো কোনো ভালো কাজ করেনি, শুধু একটি কাঁটাযুক্ত ডাল রাস্তা থেকে সরিয়েছিল। হয় তো ডালটি গাছেই ছিল, কেউ তা কেটে ফেলে রেখেছিল অথবা রাস্তায়ই পড়ে ছিল। সে তা সরিয়ে ফেলেছিল। আল্লাহ তার এ কাজ গ্রহণ করলেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।[৫৬]

রাস্তায় কষ্ট দেওয়ার বিভিন্ন রূপ : রাস্তায় এমনভাবে দাঁড়ানো বা বসা কিংবা এমন যে কোনো কাজ করা, যা যাতায়াতকারীর কষ্ট হয়, পথচলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। যেমন– রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা ফেলে কষ্ট দেওয়া, রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলা, টায়ার জ্বালানো, অহেতুক রাস্তা বন্ধ করা, রাস্তা কেটে রাখা, ফলের খোসা-ময়লা-আবর্জনা ও উচ্ছিষ্ট খাবার ফেলা, পানের পিক ফেলা, দুর্গন্ধ ছড়ায় এমন কোনো জিনিস ফেলে রাখা, দোকান বা হোটেল পরিষ্কার করে ময়লা রাস্তায় ফেলা, গ্যারেজ পরিষ্কারের ময়লা পানি রাস্তায় ঢেলে দেওয়া, রিজার্ভ পানির ট্যাঙ্কি পরিষ্কার করে ময়লা পানি রাস্তায় ফেলা, ছাদ থেকে পানি নিষ্কাশনের পাইপ রাস্তায় দেওয়া, ইট-বালু, সুরকি-পাথর, রড ইত্যাদি বাড়ি নির্মাণসামগ্রী রাস্তায় স্তুপ করে রাখা; এসব কষ্ট দেওয়ার নানা উপায়।

ফুটপাত দখল করে মানুষকে কষ্ট দেওয়া : ফুটপাত দখল করে ক্রয়-বিক্রয় করা, দোকানঘর তৈরি করা বা দোকানের মালপত্র রাখা, যার কারণে চলাচলের পথ সংকীর্ণ হয়, এটাও কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। দোকানের সীমানা বাড়াতে বাড়াতে রাস্তার মধ্যে চলে যাওয়া, অথবা বাড়ির প্রাচীর বাড়িয়ে দেওয়া; যে কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় বা সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটাও কষ্টের কারণ। সাধারণত বাজার কিংবা মার্কেটগুলোতে দেখা যায়, দোকানের অর্ধেক ভেতরে আর অর্ধেক বাইরে-ফুটপাতে। মনে হয় যেন ফুটপাত দোকানদারের কেনা! অথচ সবাই জানে এটা দোকানের অংশ নয়; ক্রেতাদের জন্য অথবা চলাচলকারীদের জন্য বানানো হয়েছে, যাতে যাতায়াত সহজ হয়। কিন্তু এখন ফুটপাতই দোকান হয়ে গেছে। অনেকে তো ফুটপাতে তাঁবু টানিয়ে, ঘর বানিয়ে, শাটার লাগিয়ে রীতিমতো মার্কেট বানিয়ে ফেলে। কেউ আবার মালসামানা এমনভাবে রাখে, যার দ্বারা রাস্তা আর দেখা যায় না। চলাচল করা যায় না। অনেকে আবার ফুটপাত দখল করে দোকান খুলে বসে। এতেও রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়। অথচ এটা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। এ কারণে বাজারে আসা-যাওয়া কিংবা চলাচলের সময় সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। রাস্তায় যানজট দেখা দেয়, নানাবিধ দুর্ঘটনা ঘটে। অথচ মানুষ যদি রাস্তার হক্ব আদায় করে চলে, তাহলে রাস্তাগুলো প্রশস্ত থাকে, চলাচল নির্বিঘ্ন হয়।

গাড়ি পার্কিং করে মানুষকে কষ্ট দেওয়া : রাস্তায় কষ্টদায়ক কাজের অন্যতম হলো– যত্রতত্র সাইকেল, মোটরসাইকেল, গাড়ি পার্ক করে রাখা। নিষিদ্ধ জায়গায় গাড়ি পার্ক করা অন্যায়। চাই সেই জায়গা খালি থাকুক কিংবা অব্যবহৃত। নিষেধ সর্বাবস্থায় মানতে হবে। আর যেখানে গাড়ি পার্কিংয়ের অনুমতি আছে, সেখানেও এমনভাবে গাড়ি পার্ক করা, যেন অন্য গাড়িওয়ালার কষ্ট না হয়। অনেক সময় দেখা যায়, কারও দোকানের সামনে এমনভাবে গাড়ি রাখছে, যে কারণে দোকান বন্ধ হয়ে যায়, ক্রেতা-গ্রাহক আসতে পারে না কিংবা আসতে কষ্ট হয়। এটাও অনুচিত কাজ। আবার দেখা যায়, যাদের দোকান নেই তারা ফুটপাত দখল করে ভ্যান দাঁড় করিয়ে দোকান খুলে বসে। এতে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়। পথচারীকে পথচলায় সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অথচ এটি সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। আইন থাকতেও আমাদের এই অবস্থা।

বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে মানুষকে কষ্ট দেওয়া : রাস্তায় বেশি জোরে গাড়ি চালানো, রংসাইডে চলাচল কিংবা গাড়ি চালানোর সময় অকারণে ভেঁপু বাজিয়ে, বিকট আওয়াজে হর্ন বাজিয়ে শব্দদূষণ করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে রাস্তায় ধুলো ও কাদা-পানি ছিটিয়ে মানুষকে কষ্ট দেওয়া। এগুলো মানুষের কষ্টের কারণ, মানুষ এগুলো পছন্দ করে না। এক কথায়, গাড়ি এমনভাবে চালাতে হবে, যেন কোনো মানুষ ও প্রাণী কষ্ট না পায়। কারও কোনো পেরেশানি না হয়।

«وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ».

অর্থাৎ- “আর লজ্জা হলো ঈমানের অঙ্গ।” হায়া বা লজ্জাশীলতা মানুষের স্বভাবগত বিষয় হওয়া সত্ত্বেও এটি ঈমানের একটি শাখা হওয়ার কারণ হলো– এটি ব্যক্তির অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর আনুগত্যপূর্ণ কাজ করার ক্ষেত্রে এবং পাপাচারমূলক কাজ বর্জন করার ক্ষেত্রে এর রয়েছে মুখ্য ভূমিকা।[৫৭] তাই লজ্জা এবং ঈমান দু'টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

লজ্জা বাংলা শব্দ। ইংরেজি প্রতিশব্দ Shame, আর ইংরেজিতে এটির সমার্থবোধক নামবাচক শব্দ হিসেবে

[৫৬] *মুসনাদে আহমাদ; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫২৪৫; ইবনু হিব্বান; আত্ তারগীব- হা. ৬৬১।*

[৫৭] *ফাতহুল বারী- হা. ২ নং-এর ব্যাখ্যা।*

যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে রয়েছে hesitation, humiliation, mortification। ডিকশনারিতে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– a painful feeling of humiliation or distress caused by the consciousness of wrong or foolish behavior. অথবা, a regrettable or unfortunate situation or action. ।

লজ্জা-এর আরবি প্রতিশব্দ حياء। এটি حي মাসদার বা শব্দমূল হতে উদ্ভূত। **অর্থ :** লজ্জা, শরম ইত্যাদি। ডিকশনারিতে এটির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

الحياء لغة مصدر حي وهو : تغير وانكسار يعتري الانسان من خوف ما يعاب به ويذم.

অর্থাৎ- যে কাজ করলে মানুষ নিন্দনীয়, অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা করে সেই কাজ থেকে বিরত থাকা।

শরিয়তের পরিভাষায় লজ্জার সংজ্ঞা হলো–

خلق يبعث على اجتناب القبيح من الافعال والاقوال ويمنع من التقصير في حق ذي الحق.

অর্থাৎ- হায়া তথা লজ্জা এমন এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা মানুষকে সকল খারাপ কথা ও কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং হক্বদারকে তার হক্ব পৌঁছে না দেওয়ার অপরাধ থেকে বিরত রাখে।[৫৮] মানুষের তিরস্কার বা ভর্ৎসনার আশংকায় ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্ট বিশেষ পরিবর্তনই লজ্জা। যে মানবীয় গুণ মানুষকে যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে শরিয়তের পরিভাষায় সেই গুণকে লজ্জা বলে। ইমাম রাগেব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন– কোনো অপছন্দনীয় কাজ করতে গেলে অন্তর যে বাধা আসে সেটিই মূলত লজ্জা।

লজ্জাশীলতা মু'মিনের ভূষণ। লজ্জা ও সম্ভ্রম মানুষের এমন একটি স্বভাবজাত গুণ; যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বহুবিদ নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি লজ্জাশীলতাকে ঈমানের অঙ্গ বলেছেন। লজ্জাশীলতা সম্পর্কে আর কী বলেছেন নবীজি (ﷺ)?

মানুষের মধ্যে লজ্জাশীলতার কারণেই স্বচ্ছতা ও নির্মলতার বিকাশ ঘটে। মানুষের মধ্যে তৈরি হয় জবাবদিহিতার আগ্রহ। এমনকি যাবতীয় জটিলতা, কুটিলতা, পাপ-পংকিলতা ও মলিনতা থেকে লজ্জা বা সম্ভ্রমের কারণেই মুক্ত থাকা যায়। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন :

«اَلْحَيَاء وَالْإِيْمَان قرناء جَمِيْعًا فَإِذا رفع أَحدهمَا رفع الآخر».

[৫৮] *আল মাউসূয়াতুল ফিকহিয়্যা- খণ্ড ১৮, পৃ. ২৫৯।*

অর্থ : লজ্জা ও ঈমান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই এর একটি তুলে নেয়া হলে অপরটাও তুলে নেয়া হয়।[৫৯]

বস্তুতঃ অন্যান্য আল্লাহ প্রদত্ত দীনসমূহের মতো ইসলামে লজ্জাশীলতারও অশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : মানুষ আজ লজ্জাহীন হয়ে পড়ায় তারা আজ দুশ্চরিত্র। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

"إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ".

পূর্ববর্তী নবুওয়াতী বাণীসমূহ হতে পরবর্তী লোকেরা যা পেয়েছে তা হলো তুমি যখন নির্লজ্জ হয়ে যাবে তখন তোমার যা ইচ্ছা তাই করো।[৬০]

লজ্জা বলতে আমরা সাধারণত মানুষে মানুষে পারস্পরিক লজ্জার কথাই বুঝি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই, কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) আমাদেরকে লজ্জাশীলতার এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা মহান আল্লাহর সঙ্গে যথাযথ লজ্জা অবলম্বন করো। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলহামদু লিল্লাহ, আমরা লজ্জা অবলম্বন করি। নবীজী (ﷺ) তখন বললেন,

«لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ».

আমি তো এটা বলিনি; বরং আল্লাহর সঙ্গে যথাযথ লজ্জা হবে এমন- তুমি মাথা হিফাযত করবে, মাথা যা কিছু ধারণ করে তাও হিফাযত করবে, পেট হিফাযত করবে, পেট-সংলগ্ন যা কিছু আছে তাও হিফাযত করবে, আর মৃত্যুকে স্মরণ করবে, স্মরণ করবে (মৃত্যু পরবর্তী সময়ে) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাওয়াকেও। আর যে পরকাল কামনা করে সে তো দুনিয়ার জৌলুস বর্জন করে। এগুলো যে করতে পারল সে-ই আল্লাহর সঙ্গে যথাযথ লজ্জা অবলম্বন করল।[৬১]

হাদীসের বাণী দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে পূর্ণ লজ্জাশীল আচরণ করতে চাইলে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সব রকম গুনাহের কাজ থেকে। আল্লাহ ছাড়া অন্য

[৫৯] *আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- মা. শা., হা. ২৬৩৬, সহীহ।*
[৬০] *বুখারী- মা.শা., হা. ৬১২০; মিশকাত- মা.শা., হা. ৫০৭২/৫।*
[৬১] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৪৫৮, হাসান।*

কারও সামনে যেমন মাথা নুইয়ে দেয়া যাবে না, তেমনি রুকূ'-সাজদাহ্ তথা নামায হতে হবে সম্পূর্ণ রিয়া ও লৌকিকতা মুক্ত। পাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে মাথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জিহ্বা চোখ নাক কানকেও। পেটে যেন কোনো হারাম খাবার না ঢুকে সেদিকে যেমন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, তেমনি পেট-সংলগ্ন অঙ্গসমূহ যেমন, লজ্জাস্থান হাত পা ইত্যাদিকেও হিফাযত করতে হবে সব রকম নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে। স্মরণ করতে হবে অনিবার্য মৃত্যুকে, মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাওয়াকে। মৃত্যর স্মরণ যদি তাজা থাকে, তাহলে মানুষ পাপ ছাড়তে বাধ্য। সর্বশেষ কথা, পরকালীন সফলতা আর দুনিয়ার চাকচিক্য তো একসঙ্গে থাকতে পারে না। কেউ কেউ তো এ দুটো বিষয়কে দুই সতীনের সঙ্গেই তুলনা করেছেন। পরকালে মুক্তি পেতে হলে দুনিয়ার চাকচিক্য ছাড়তে হবে। এভাবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিজের প্রতিটি অঙ্গকে যে পাপমুক্ত রাখতে পারবে, কেবল সে-ই তো আল্লাহর সঙ্গে লজ্জা অবলম্বন করল।

আল্লামা আবূ মূসা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি যখন অন্ধকার ঘরে গোসল করি তখন আমার পিঠ সোজা করি না, যতক্ষণ না প্রভুর লজ্জায় আমি কাপড় গ্রহণ করি।'[৬২]

লজ্জার উপকারিতা

১. লজ্জা মহান রব্বুল 'আলামীনের বিশেষ গুণ :

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ.

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত লজ্জাশীল ও গোপনকারী। তিনি লজ্জা ও অন্তরালকে পছন্দ করেন।[৬৩]

২. লজ্জা ঈমানের নিদর্শন :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ঈমানের ষাটেরও অধিক শাখা আছে। আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা।[৬৪]

৩. লজ্জা ইসলামের স্বভাব :

قَالَ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) "إِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا، وخُلُق الإِسْلَامِ الْحَيَاءُ".

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেক ধর্মের একটি বিশেষ স্বভাব আছে। আর ইসলামের স্বভাব হল লজ্জা।[৬৫]

৪. লজ্জা মানবের ভূষণ : আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন :

مَا كَانَ الْفُحْشُ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ.

কোনো কিছুতে অশ্লীলতা, তাকে শুধুমাত্র কলুষিত করে আর কোনো কিছুতে লজ্জা, তাকে শুধুমাত্র সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।[৬৬]

যেসব ক্ষেত্রে লজ্জা নিন্দনীয়

১. জ্ঞানার্জনে লজ্জা :

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : «نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ».

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জ্ঞানার্জনে লজ্জা না করায় আনসারী নারীদের প্রশংসা করে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৬৭]

২. সত্য প্রকাশে লজ্জা : ﴿وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ﴾

"আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না।"[৬৮]

লজ্জাশীলতা যদি কারও মাঝে না থাকে, তাহলে সে আর কোনো অন্যায়কেই পরোয়া করবে না। অনৈতিক কিংবা পাপের কোনো কাজ করতে গিয়ে সে মনে মনে সংকুচিত হবে না। কেউ তাকে দেখে ফেলে কি না- এমন কোনো আশংকাও তার মনে থাকবে না। ফলে পাপকর্ম কিংবা অসামাজিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থেকে ভালো পথে চলার মতো কোনো প্রেরণা নিজের পক্ষ থেকে সে পাবে না। ভালো-মন্দের বাছ-বিচার হারিয়ে সে তখন যা ইচ্ছা তা-ই করবে। কোনো অসহায়কে দেখে পকেট থেকে টাকা বের করে তার হাতে তুলে দিতে পারে, আবার কারও কাছে টাকা দেখলে সে টাকা লুট করার জন্য তার ওপর হামলাও করতে পারে। কেউ কিছু বলবে কি না, কেউ দেখে ফেলল কি না- এমন কোনো চিন্তা তো আর তার মাথায় নেই। লজ্জাশীলতা এভাবেই মানুষকে কল্যাণের পথে টেনে আনে।

হাদীসের শিক্ষা

০১. ঈমানের সর্বোত্তম শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
০২. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা এবং রাস্তার হক্ব আদায় করা।
০৩. লজ্জাশীলতা মানুষের চরিত্রের উত্তম ভূষণ।
০৪. সকল কাজে লজ্জাশীলতার প্রকাশ ঘটালে ব্যাপক বেহায়াপনা কমে আসতে বাধ্য। ❑

---

[৬২] *ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী- ১/৩৩৮।*
[৬৩] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৭০, মা. শা., হা. ৪০১২, সহীহ।*
[৬৪] *সহীহ মুসলিম- ১/১২, হা. ৩৫; আহমাদ- হা. ৯৩৭২।*
[৬৫] *মুয়াত্তা মালেক- হা. ১৩৩১; আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- মা. শা., হা. ২৬৩২, সহীহ।*
[৬৬] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১১৮।*
[৬৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৮, মা. শা., ১/৩৮।*
[৬৮] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৫৩।*

প্রবন্ধ

মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা

-আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[পর্ব- ০৫]

শরয়ী বিধান লংঘিত হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাগান্বিত হন। আবার সৃষ্টিকুলের কেউ ঔদ্ধত্য কিংবা অহংকার পোষণ করলে সে তাঁর বিরাগভাজন হন। ফলে কখনো কখনো তাদের উপর গজব নিপতিত হয়। ভাবীকালের মানুষের শিক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা সাধারণত এরকমটি করে থাকেন। গজবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের আরও একটি হলো আসহাবে ফীল বা হস্তিওয়ালাদের দল বা বাহিনী, এর নেতৃত্বে ছিলেন আবরাহা সাবাহ হাবশি। এ লোকটিকে কেন্দ্র করেই আসহাবে ফিলের বিপর্যয়ের ঘটনা। তিনি ইয়েমেনের গভর্ণর ছিলেন।

আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সৈন্যবাহিনীর শক্তিমত্তা একজন শাসকের যোগ্যতার মাপকাঠি। বিশেষ ও ব্যতিক্রমী স্থাপনার দ্বারা শাসক তাঁর শৌর্য তুলে ধরতে প্রয়াস পায়। আবরাহা সানাতে কুল্লাইস নামে একটা গির্জা নির্মাণ করেন। তৎকালীন বিশ্বে যার সমতুল্য ও সদৃশ কোনো ঘর ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন গির্জাটি কাবার বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলতে তাঁর প্রত্যাশা ছিল আরবরা কা'বার পরিবর্তে ঐ গির্জাকে হজ্জের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করুক। আবরাহা তার ভাবনার প্রতিফলন ঘটালেন, তদীয় রাজা নাজাসীকে পত্র লিখে। লিখলেন : 'হে রাজা, আমি আপনার জন্য এমন একটি গির্জা গড়েছি, যার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না।' আরবদের হজ্জের অনুষ্ঠান গির্জাতেই হবে মর্মে দম্ভ প্রকাশ করে আরো লিখলেন- আরবদের হজ্জকে আমি এই গির্জার এলাকায় স্থানান্তরিত না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবো না।" তার এ দাম্ভিকতা আল্লাহ পছন্দ করেননি। ঘটনার সূত্র বাস্তবায়নের পরিক্রমায় তাকে নিপাত হতে হয়েছে।

আবরাহার দুরভিসন্ধির কথা জানাজানি হওয়ার পর আরববাসী অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। বনী কিনানা গোত্রের নাসায়াহ[৬৯] শাখার মানুষেরা আরো বিরক্ত ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে। তাদেরই একজন লোক গোপনে গিয়ে আরবাহার ঐ গির্জায় মলত্যাগ করে নিজ বসতিতে ফিরে আসে। অপমানকর সংবাদটি অবগত হয়ে আবরাহার অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে এবং কা'বা সে ধ্বংস করবে মর্মে শপথ গ্রহণ করে। হাবশীদেরকে তার অভিপ্রায় জানানো হয়। হাবসীরা সমুদয় উপকরণ ও সরঞ্জাম দিয়ে তাকে প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। তারা যথারীতি সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে কা'বা ধ্বংসের হীন উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু কা'বাতো আল্লাহর ঘর। সে ধারণা থেকে অনেকে ছিলেন যারা আরবাহার দাম্ভিকতা পছন্দ করেননি। এদের মধ্যে ইয়েমেনের সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী নাগরিক যু'নফর ও খাসয়াসী গোত্রের নুফাইল ইবনু হাবীব আল খাসয়ামী ছিলেন অন্যতম। এঁরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। কিন্তু বিশাল বাহিনীর নিকট গোত্রীয় প্রস্তুতি ও প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। যু'নফর ও নুফাইল পরাজিত ও বন্দী হন। পরে আবরাহা নুফাইলকে মুক্তি দিলে সে তার পথ প্রদর্শক হিসেবে অভিযানে সঙ্গ দেন। তায়েফবাসী দূর্বিনীত আবরাহার কৃপা দৃষ্টি লাভের জন্য আবূ রিগাল নামক জনৈক পাপিষ্ঠকে দ্বিতীয় পথ প্রদর্শক হিসেবে পাঠান। আবূ রিগাল আবরাহা ও তার দলবলকে সাথে নিয়ে মুগাম্মাস[৭০] নামক স্থানে উপনীত হলে সেখানে প্রাণ ত্যাগ করে।[৭১]

আবূ রিগালের অপমৃত্যু ও পদে পদে প্রতিরোধের ধ্বনি আবরাহাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এজন্য তার অগ্রযাত্রায় সতর্কতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুগাম্মাসে উপনীত হওয়ার পর আবরাহা যাত্রাবিরতি করেন। তিনি জনৈক আসওয়াদ বিন মাকসুদ হাবশিকে মক্কা পরিদর্শনে পাঠান। মাকসুদ পরিস্থিতি অবলোকন করেন এবং আবরাহাকে খুশি করার জন্য তিহামা উপত্যকায় চারণভূমিতে বিচরণশীল কুরাইশ ও

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৬৯] রক্তপাত নিষিদ্ধ হওয়ার মাসসমূহকে (জিলক্বদ, জিলহজ্জ ও মুহাররম) রক্তপাত ঘটানোর লক্ষ্যে হালাল করণের প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী গোষ্ঠী বিশেষ। তারা চাইত মুহাররম মাসটাকে হালাল করা হোক (অর্থাৎ- নর হত্যা লুটতরাজ যেন করতে পারে)। তার বদলে সফর মাস নিষিদ্ধ বলে গণ্য করো। কেননা এক নাগাড়ে তিনমাস নিষিদ্ধ যাপন তাদের নিকট বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল।

[৭০] তায়েফের পথে মাক্কার নিকটবর্তী স্থানের নাম।

[৭১] পরবর্তীকালে আরববাসী আবূ রিগালের কবরে পাথর নিক্ষেপ করতো। আজও মুগাম্মাসে তার কবরে লোকেরা পাথর নিক্ষেপ করে থাকে।

অন্যান্য গোত্রের গবাদিপশু ধরে নিয়ে আসে। এসব গবাদি পশুর মধ্যে আব্দুল মুত্তালিব ইবনু হাশিমের[৭২] দু'শো উটও ছিল। তিনি ঐ সময় কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বড় নেতা ছিলেন। গবাদি পশু ধরে নিয়ে আসার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ঐ এলাকার কুরাইশ, কিনানা ও হুযাইল গোত্র আবরাহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু আবরাহার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে তদীয় সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে সে ইচ্ছা পরিহার করেছিলেন। আবরাহা পূনর্বার হুনাতাহ আল হিমায়রী নামক জনৈক দুতকে মক্কা প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য তাদের নেতার সাথে মতবিনিময় করা ও যুদ্ধের অনিবার্যতা নিয়ে ভীতির সঞ্চার করা।

হুনায়তাহ মক্কায় প্রবেশ করে আব্দুল মুত্তালিব ইবনু হাশিমের সাথে দেখা করলেন। তিনি আবরাহার অভিপ্রায় তুলে ধরলে বুদ্ধিদীপ্ত আব্দুল মুত্তালিব তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন। ফরমান মোতাবেক তিনি এক পুত্রকে নিয়ে আবরাহার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আক্রমণকারী আবরাহার সাথে বিনীত কথপকথনের এক পর্যায়ে বললেন, "আমি শুধু উটেরই মালিক, আমার দু'শো উট ফেরৎ দেয়া হোক। আর কাবা গৃহের মালিক আর একজন আছেন, তিনিই তাঁর ঘর রক্ষা করবেন এটি তার ঘর ও হারাম।" দাম্ভিক আবরাহা বললো, "আমার আক্রমণ থেকে তিনি এ ঘর ঠেকাতে পারবেন না।" আব্দুল মুত্তালিব বললেন, "সেটা আপনার আর কাবা ঘরের মালিকের ব্যাপার।"

আবরাহা আব্দুল মুত্তালিবের উট ফিরিয়ে দিলো। আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশদের কাছে গেলেন এবং আনুপূর্বিক বিষয়টা জানালেন। তিনি তাদেরকে মক্কা থেকে বেরিয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড় পর্বতে গোপন গুহাগুলোতে আশ্রয় নিয়ে আবরাহার সম্ভাব্য নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব নিজে কুরাইশদের একদল লোককে সাথে নিয়ে কাবার দরজার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর কাছে আবরাহা ও তার সৈন্য সামান্তের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সানুনয় সাহায্য কামনা করে দু'আ করতে লাগলেন।[৭৩] এরপর আব্দুল মুত্তালিব কাবার দরজার চৌকাঠ ছেড়ে দিলেন এবং তিনি ও তাঁর কুরাইশ সঙ্গীরা পর্বত গুহায় আশ্রয় নিলেন। সেখানে বসে তারা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, আবরাহা মক্কায় ঢুকে কী করে?

পরদিন প্রত্যুষে আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তার হস্তীবাহিনী ও সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণের জন্য পুরা প্রস্তুত করে। আবরাহার হাতীর নাম ছিল মাহমুদ। হাতী বাহিনীর সেরা হাতী। আবরাহার সংকল্প ছিল, প্রথমে কা'বাকে ধ্বংস করবে, অতঃপর ইয়েমেন ফিরে যাবে।

ইত্যবসরে খাসয়ামী গোত্রের নুফাইল মক্কা অভিমুখি হাতী মাহমুদের কান ধরে বললো, 'হাঁটু গেড়ে বসে পড়ো। নচেৎ যেখান থেকে এসেছে ফিরে যাও। জেনে রেখো, তুমি আল্লাহর পবিত্র নগরীতে এসেছো।' অতঃপর কান ছেড়ে দিতেই হাতী হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। শুঁড়ের ভেতর লোহার আঁকাবাঁকা বড় ঢুকিয়ে রক্তাক্ত করা সত্ত্বেও অগ্রসর হলো না। কিন্তু সিরিয়ার দিকে মুখ ফেরালে দ্রুততার সাথে চলা শুরু করে। ইতোমধ্যে আল্লাহ সমুদ্রের দিক হতে এক ধরণের কালো পাখি পাঠালেন। প্রতিটি পাখির সাথে তিনটি করে পাথরের নুড়ি ছিল। একটা তার ঠোঁটে আর দু'টো দু'পায়ে। পাথরগুলো কলাই কিংবা বুটের মতো ছিল। যার গায়ে পড়তে লাগলো, সেই তৎক্ষনাৎ ইহলীলা সংবরণ করা শুরু করলো। লোকেরা যেখানে সেখানে পড়ে মরতে লাগলো। আবরাহার গায়েও একটি পাথর নিপতিত হয়। তার লোকেরা তাঁকে সানায় নিয়ে যায়। পথিমধ্যে তার আঙুলের গিট একত্রে করে খসে পড়ে। যখন সে সানায় পৌছে, তখন সে পাখির ছানার মতো (দুর্বল) হয়ে যায় ও সবিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যায়। এ পাথর বা কাঁকর দ্বারা সকলেই আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল, তা নয়; কিন্তু এ আলৌকিক ঘটনায় সকলেই ভীষনভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং প্রাণভয়ে পলায়নের উদ্দেশ্যে যখন দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করলো, তখন পদতলে পিষ্ট হয়ে পলকে বীর পুরুষগণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলো।

---

[৭২] আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন মহানবী (ﷺ)-এর পিতামহ ও 'আব্দুল্লাহর পিতা। সে সময়কার শ্রেষ্ঠতম সুদর্শন ও অতি গন্যমান্য ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। মক্কার বনিক সমাজের নেতা। মক্কা উপত্যকায় মানুষকে ও পর্বতশীর্ষের বন্যপশুর খাদ্য যোগান দাতা হিসেবে দেশময় সুখ্যাতি ছিল।

[৭৩] হাশিমী গোত্র কিন্তু পৌত্তলিক ছিলেন না। মহান আল্লাহর একত্বে তাদের প্রবল বিশ্বাস ছিল। দরজার চৌকাঠ ধরে যাচঞা করলে বঞ্চিত হবেন না এ বিশ্বাসও তাদের ছিল। তিনি দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! একজন বান্দাও তার দলবলকে রক্ষা করে থাকে। অতএব তুমি তোমার অনুগত লোকদেরকে রক্ষা করো। ওদের ক্রুশবলবিক্রম যেন তোমার শক্তির উপর জয়যুক্ত না হয়। আমাদের কিবলাকে তুমি যদি ওদের করুণার উপর ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো, তাহলে যা খুশি করো।" কার্যত তাই-ই হয়েছিল। এখনও মুসলমানরা হজ্জ পালন করতে গিয়ে কাবার দরজার চৌকাঠ ধরে দু'আ করে থাকেন। ইসলামী পরিভাষায় এটিকে 'মুলতাযাম' বলে।

আল্লাহ পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষণীয় উদাহরণ তুলে বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾

অর্থ : "তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হাতীওয়ালাদের সাথে কি রকম আচরণ করেছিলেন।"[৭৪]

আবরাহার বিবিধ চক্রান্তও কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾

অর্থ : "তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি।"[৭৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ○ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ﴾

অর্থ : "তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিসমূহ প্রেরণ করেছিলেন। যারা তাদের ওপর পোড়ামাটির কংকর নিক্ষেপ করেছিল।"[৭৬]

আল্লাহ তাদের কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকেন। তিনি তাদেরকে চর্বিত ভূষি বা ঘাসের মতো বানিয়ে দিয়েছিলেন।[৭৭] এইভাবে মহান রাব্বুল 'আলামীন আবরাহার দম্ভকে নস্যাৎ করে তার শ্রেষ্ঠত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরাইশদের সম্মান বৃদ্ধি পায় ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে চরম প্রভাব ফেলে। হাবশিয়া যখন আজাবে পতিত হয় ও ধ্বংস হয় এবং মক্কাকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন তখন আরবরা কুরাইশদের সম্মান করে ও বলে আল্লাহ তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছেন এবং শত্রুকে ধ্বংস করেছেন। আবরাহার অনুসারীদের নিষ্পিষ্ট ও ধ্বংস হয়ে প্রমাণিত হলো–

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"তুমি বলো : হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন; আপনারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ, নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।"[৭৮]

[চলবে ইনশা-আল্লাহ]

[৭৪] সূরা আল ফীল : ১।
[৭৫] সূরা আল ফীল : ২।
[৭৬] সূরা আল ফীল : ৩-৪।
[৭৭] ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾ (সূরা আল ফীল : ৫)।
[৭৮] সূরা আ-লি 'ইমরান : ২৬।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাসনব্যবস্থা

[২৩ পৃষ্ঠার পর]

আবূ উবাইদ (মৃ. ২২৪ হি.) তার *"কিতাবুল আমওয়াল"*[৭৯] নামক গ্রন্থে অর্থব্যবস্থা যেমন গনিমত, ফাই, জিযিয়া, সাদাক্বাহ্, খারাজ ইত্যাদি সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি তথ্য পরিবেশন করেছেন; বরং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, *কিতাবুল আমওয়াল*-এর লেখক সর্বপ্রথম ইসলামের ইতিহাসের প্রারম্ভিক অবস্থার অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। আবূ উবাইদ হাদীস এবং ফিকহ উভয় শাস্ত্রকে একত্রিত করেছেন। তিনি সনদ সম্বলিত রিওয়ায়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন এবং একই সাথে সেগুলোর শরঈ বিধান উল্লেখ করেছেন। আয়াত, হাদীস, সাহাবা এবং খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে আসারসমূহ সনদসহ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সেগুলোর মর্মার্থ স্পষ্ট করেছেন, কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এবং কখনো আলোচিত বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের একাধিক মতকেও উল্লেখ করেছেন। দলিল বর্ণনায় আবূ উবায়দের অবস্থান খুবই মজবুত। তিনি হাদীস এবং আসার বর্ণনা করে সেগুলোর সনদ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন এবং কোন্ আসার দিয়ে কোন্ মাসআলা সাব্যস্ত হয় সে সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন অতঃপর গ্রহণযোগ্য রায় প্রদান করেছেন। মাঝেমধ্যে দুর্বল সনদের পর্যালোচনা করে সেগুলোর দুর্বলতার কারণ উল্লেখ করেছেন। নসগুলো যেভাবে এসেছে তিনি সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। সন্দেহ হলে বলেছেন, شك أبو عبيد-*আবূ 'উবাইদ সন্দেহ করেছে*[৮০], অথবা বলেছেন, كلام هذا معناه-*এ কথার অর্থ এমন*।[৮১] এগুলোই প্রমাণ করে যে, তিনি দলিল বর্ণনা ও পর্যালোচনায় কত সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন।

ইমাম মাওয়ারদী (মৃ. ৪৫০ হি.) তার বিশ্ববিখ্যাত কিতাব আল *আহকাম সুলতানিয়াহয়* (২৭) গভর্নরদের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট, হজ্জের দায়িত্ব, সলাতের দায়িত্ব, খারাজ, জিযিয়া, যাকাত এবং যাকাত ব্যয়ের খাত, বিচার, জবাবদিহিতা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা করেছেন। তবে তিনি তার আলোচনাকে তার যুগের সাথে বিশিষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। নববী যুগের ঘটনাবলী নিয়ে তিনি আলোচনা করেননি। তবে কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে তিনি সেই সময়ের বিভিন্ন ঘটনা দিয়ে দলিল দিয়েছেন। সুতরাং যদি ইসলামী ইতিহাসের প্রথম দিকের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে কেউ গবেষণা করতে চান তাহলে তাকে এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। *[চলবে ইনশা-আল্লাহ]*

[৭৯] *আল আমওয়াল- আবূ 'উবাইদ, পৃ. ৪, ১৫ ১৭, ৪৫৫, ৪৫৬।*
[৮০] *ঐ- পৃ. ১১৪, ২১৭, ৩২২, ৩৩৮, ৩৬৩, ৪০০।*
[৮১] *ঐ- পৃ. ২৭৬।*

পাপ মোচনের দশটি ‘আমল

সংকলন ও ভাষান্তর : শাইখ মুহা. ইব্রাহীম আ. হালিম মাদানী*

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মানব ও দানবকে তাঁর ‘ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

“আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ ও মানুষকে এ জন্যে যে, তারা আমারই ‘ইবাদত করবে।”[৮২] সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর এবং তাঁর পরিবার, সাথীদের উপর। অতঃপর হে দ্বীনী ভাই ও বোনেরা! আমাদের চলাফেরাতে অনেক পাপ হয়ে থাকে, সে পাপগুলো মোচনের অনেক উপায় শরিয়তে আছে, সেগুলোর মধ্যে হতে দশটি পাপ মোচনের ‘আমল আপনাদের জন্য পেশ করলাম–

١. قَالَ ﷺ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ : «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا (الثوبَ)، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : নতুন কাপড় পরিধান করে যে ব্যক্তি বলবে– **উচ্চারণ :** “আলহামদুলিল্লা-হিল্লা-যী কাসানী হাজা-স সাওবা ওয়া রাঝাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নি ওয়া-লা কুওয়্যাহ”, **অর্থ :** “সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমার কোনো কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীতই আমাকে এ কাপড় পরিধান করালেন”। তার আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৮৩]

٢. قَالَ ﷺ : مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ : «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : খাওয়ার পরে যে ব্যক্তি বলবে– **উচ্চারণ :** “আলহামদুলিল্লা-হিল্লা-যী আত‘আমানী হাযা-ত্ব‘আমা ওয়ারাঝাকা-নিহী মিন গাইরি হাওলিম মিন্নি ওয়ালা কুওয়্যাহ”, **অর্থ :** “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ খাদ্য খাওয়ালেন এবং আমার পক্ষ হতে কোনো কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীতই রিয্ক দান করলেন”। তার আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে।[৮৪]

٣. قَالَ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

৩. রাসূল (ﷺ) বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি আমার এ ওযূর ন্যায় ওযূ করে দু’রাক‘আত সলাত আদায় করবে এবং তার মধ্যে অন্য কোনো চিন্তা মনে আনবে না, আল্লাহ তার পূর্বকৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।’[৮৫]

٤. قَالَ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّأَ فأسبغ الْوُضُوءَ ثمّ مَشى إِلَى صَلَاة مَكْتُوْبَة فَصلاهَا مَعَ الْإِمَام غفر لَهُ ذَنبه».

৪. নবী (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওযূ করবে, অতঃপর ফর্‌য সালাতের উদ্দেশ্যে হেঁটে গিয়ে ইমামের সাথে (জামা‘আতে) সালাত আদায় করবে, তার পাপগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৮৬]

٥. قَالَ ﷺ : «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

৫. নবী (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি আযান শুনার পরে বলবে– **উচ্চারণ :** “আশ হাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ-দাহু লা শারীকা লাহু, ওয়াশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু, রাদ্বিতু বিল্লাহী রাব্বা-ও ওয়াবী মুহাম্মাদান রাসূলাহ, ওয়াবী-ল ইসলামা দ্বীনা”, **অর্থ :** “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তার কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল। আমি মহান আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে, আর

* *বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[৮২] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ৫৬।*

[৮৩] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪০২৩, হাসান।*

[৮৪] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪০২৩।*

[৮৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২২৬।*

[৮৬] *সহীহুত্ তারগীব : হা. ৩০০, মা. শা., হা. ৪৬২।*

ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি"। তার পাপগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৮৭]

٦. قَالَ ﷺ : «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

৬. নবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলবে (এভাবে হলো ৯৯ বার), অতঃপর ১০০ পূরণ করার জন্য বলবে– **উচ্চারণ :** "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া-হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর", **অর্থ :** "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোনো ইলাহ নেই, তার কোনো শরিক নেই, সকল ক্ষমতা তাঁরই জন্য এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান"। তবে তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা রাশির সমান হয়।[৮৮]

٧. قَالَ ﷺ : «مَنْ قالَ حين يأوي إلى فراشِه : "لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَه لا شريكَ لهُ، له الملكُ، وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قَديرٌ، ولا حولَ ولا قوَّة إلا بالله، سبحانَ اللهِ، والحمدُ لله، ولا إلهَ إلا الله، واللهُ أكبرُ". غُفِرت له ذنوبُه- أو قالَ : خطاياهُ، شكّ مِسعَر- وإن كانَت مثلَ زَبَدِ البحرِ.

৭. নবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বীয় বিছানায় গমন কালে বলল– **উচ্চারণ :** "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার", **অর্থ :** "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোনো ইলাহ নেই, তার কোনো শরিক নেই, সকল ক্ষমতা তারই জন্য এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই"। তবে তার পাপ রাশি ক্ষমা করে দেওয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয়।[৮৯]

٨. قَالَ ﷺ : «مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كَفَّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

৮. নবী (ﷺ) বলেছেন : পৃথিবীবাসীর যে কেউ বলবে– **উচ্চারণ :** "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওলা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ", **অর্থ :** "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোনো ইলাহ নেই, তিনি সুউচ্চ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই"। তবে তার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয়।[৯০]

٩. قَالَ ﷺ : «مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

৯. নবী (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার **উচ্চারণ :** "সুবহানাল্লাহী ওয়া-বি হামদিহী", **অর্থ :** "আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা এবং তার প্রশংসা করছি" পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয়।[৯১]

١٠. قَالَ ﷺ : «مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ».

১০. নবী (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি **উচ্চারণ :** "আস্তাগফিরুল্লাহিল আযীম আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি", **অর্থ :** "আমি সেই মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, আমি তার কাছে ক্ষমা চাই" পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে; যদি সে যুদ্ধ থেকে পলায়নও করে![৯২]

উপসংহার : হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে উপরে উল্লেখিত 'আমলগুলোর উপর 'আমল করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

---

[৮৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩৮৬।*

[৮৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৯১, মা. শা., হা. ১৪৬/৫৯৭।*

[৮৯] *সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ৩৪১৪।*

[৯০] *সহীহ জামে'- হা. ৫৬৩৬।*

[৯১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৯১; সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা. ১৫৯০/৫।*

[৯২] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫৭৭, সহীহ।*

রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা

মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি
ভাষান্তর : তানযীল আহমাদ*

[প্রথম পর্ব]

রাসূল (ﷺ) মদীনা কেন্দ্রিক যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন তার প্রশাসনিক রূপরেখা কেমন ছিল তা জানার আগ্রহ আমার প্রবল। আমার বিশ্বাস এমন আগ্রহ সকল মুসলিমের। কারণ বিশ্ব ইতিহাসে এমন ইনসাফপূর্ণ, জনকল্যাণমুখী, দ্রুত বর্ধনশীল ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র নেই বললেই চলে। কুরআন সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত তৎকালীন সময়ের অনুল্লেখযোগ্য, বৈশ্বিক রাজনীতির মানচিত্রে একেবারেই অপরিচিত, ধু ধু মরুর বুকে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রের পরিচালনার নীতিমালা ও রূপরেখা কেমন ছিল তা জানতে কার না মন চায়। হাদীসের দারসে যখনই সেসব চিত্র বিক্ষিপ্তাকারে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখনই মন হারিয়ে যায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর আগে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সকল ধরনের প্রযুক্তি ছাড়াই কিভাবে একটি রাষ্ট্র এত সুচারুরূপে চলতে পারে এবং অতি অল্প সময়েই বিশ্বের তাবৎ সুপার পাওয়ারকে তার সম্মুখে মাথা নত করতে বাধ্য করে। এর কারণ হিসাবে একদিকে তো ছিল নবী (ﷺ)-এর নিজ হাতে গড়া একটি নৈতিকতাসম্পন্ন, বিশুদ্ধ চিত্তের অধিকারী, পুণ্যাত্মা ও জানবাজ প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী। এটি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত। অপরদিকে ছিল নবী (ﷺ)-এর দূরদর্শী, বাস্তবসম্মত, উচ্চমনোবলসম্পন্ন সুপরিকল্পিত রূপরেখা। আর তা জানার জন্য আমি অনেক বইয়ের সন্ধানও করতে থাকি। আমি এমন একটি বইয়ের সন্ধান করছিলাম যা রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিবে। সবশেষে আমি ফিলিস্তিনি লেখক ও বিদগ্ধ গবেষক ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামির গবেষণাপত্র الإدارة في عصر الرسول (ﷺ) আল ইদারাতু ফি আসরির রাসূল বা রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা নামক একটি অভিসন্দর্ভের সন্ধান পাই। বইটিতে একনজর দৃষ্টি বুলিয়েই আমি আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি সকলের সাথে ভাগাভাগি করতে ইচ্ছা পোষণ করি। আর এজন্যই এর অনুবাদে হাত দেয়া। আশা করি আমি এর অনুবাদ শেষ করতে পারব এবং বিজ্ঞ পাঠকমহলের নিকটে তা সাদরে গৃহীত হবে। মহান আল্লাহই উত্তম তাওফীক্বদাতা।

রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা জানার জন্য কুরআনুল কারীম, তাফসীর, সুন্নাহ ও এর ব্যাখ্যা, সিরাহ, ফিকহ, তবাকাত, বংশনামা, মাগাযী বা যুদ্ধকাহিনি, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোর উপর নির্ভর করতে হয়। বিশেষ করে তাফসীর, হাদীস, সিরাহ ও ফিকহের প্রাচীন গ্রন্থগুলো এর প্রধানতম উৎস।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সাধারণ নিয়মনীতি নিয়ে পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিতমূলক বক্তব্য দেয়া হলেও তাফসীরের কিতাবগুলো সেসবের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। ইসলাম পূর্ব মক্কায় নগর পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে তাফসীর গ্রন্থগুলো আলোচনা করেছে। যেমন- হাজীদের পানি পান করানো, যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া, পতাকা বহন, মাসের হিসাব রাখা ইত্যাদি।[৯৩] তেমনি মক্কাবাসীর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ, ব্যবসার জন্য বিদেশ যাত্রা, পরামর্শ সভা, ইনসাফ কায়েম, নেতৃত্বের আনুগত্য এবং ইসলামী রাজনীতির সুবিন্যস্ত মৌলিক কাঠামোর নিয়মনীতিও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর অর্থনৈতিক বিধিবিধান সংবলিত আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন- গনিমত ও তার বণ্টননীতি, জিযিয়া (ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকদের থেকে আদায়কৃত কর), ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ), যাকাত ও তার ব্যয়ের খাত ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল আয়াত খুবই সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতমূলক বক্তব্য দিয়েছে। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এবং ব্যাখ্যা হাদীসে এসেছে। এজন্য মুফাস্সিরগণ তাফসীরের ক্ষেত্রে হাদীস ও সাহাবীদের (যারা ওহী নাযিলের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং ইসলামের বিধিবিধান ক্রমান্বয়ে কিভাবে সুবিন্যস্ত হচ্ছিল ও ইসলামী রাষ্ট্র বিনির্মাণে পোক্ত হচ্ছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন) উক্তির প্রতি ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম ইবনু জারীর আত্ তবারির (মৃ. ৩১০ হি.),[৯৪] ইমাম যামাখশারীর (মৃ. ৫৩৮ হি.),[৯৫] ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর (মৃ. ৬০৬ হি.),[৯৬] ইমাম কুরতুবীর (মৃ. ৬৭০ হি.)[৯৭] এবং ইমাম সুয়ূতির (মৃ. ৯১১ হি.)[৯৮] সমধিক প্রসিদ্ধ। তেমনি হাদীসের প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলী বিভিন্ন অধ্যায়ে বিশেষ করে বিচার-ফয়সালার অধ্যায় ও অর্থনৈতিক

* *শিক্ষক : মাদ্রাসা দারুস সুন্নাহ-মিরপুর; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

[৯৩] *যেমন- সূরা আল বাক্বারাহ্'র ৪৩, ৮৩, ১১০, ১৭৭, ২৭৭; সূরা আ-লি 'ইমরানের ১৫৯; সূরা আত্ তাওবাহ্'র ৬০; সূরা আয্ যা-রিয়াতের ১৯ এবং সূরা আল মা'আ-রিজের ২৪ ও ২৫ নং আয়াত উল্লেখযোগ্য।*

[৯৪] *তবারি- তাফসীর, খ.- ১৩, পৃ.- ৪৯৪-৪৯৬।*

[৯৫] *যামাখশারী- কাশশাফ, খ.- ৩, পৃ.- ৩৮৪।*

[৯৬] *রাযী- তাফসীর, খ.- ২৭, পৃ.- ২০৬।*

[৯৭] *কুরতুবী- আল জামি, খ.- ১৬, পৃ.- ৭৫।*

[৯৮] *সুয়ূতি, আদ্ দুররুল মানসুর, খ.- ৪, পৃ.- ১৪৪, ১৪৫।*

ব্যবস্থাপনার অধ্যায়ে রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। যেহেতু হাদীসের কিতাবগুলো রাসূল (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনার উপরে অনেকাংশেই নির্ভরশীল ছিল। মুহাদ্দিসগণ রাসূল (ﷺ)-এর জীবনের বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার করেছেন এবং তাদের কিতাবে *আল মাগাযি ওয়াস সিআর (যুদ্ধ-অভিযান)* শিরোনামে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তারা রাসূল (ﷺ)-এর যুদ্ধ অভিযান সম্পর্কিত বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলো প্রচুর পরিমাণে নিয়ে এসেছেন। ঐতিহাসিকগণ হাদীসের কিতাবের এই অধ্যায়েই বেশিরভাগ নির্ভর করে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মাধ্যমেই তারা রাসূল (ﷺ)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হতে পেরেছেন। সেই সাথে ঐতিহাসিকগণ হাদীসের কিতাবের বিভিন্ন অধ্যায় যেমন আল-ইমারাহ, আল-আহকাম, আল-ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, আল-হাজ্জ, আল-জিহাদ, আল বুয়ূ- ব্যবসা-বাণিজ্য, আল-গনাইম- যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, আল-ফাই- যুদ্ধ না করেই প্রাপ্ত সম্পদ, আল-জিযিয়া- অমুসলিম নাগরিকদের থেকে প্রাপ্ত কর, আস-সাদাক্বাহ্, আল-আকযিয়া- বিচার ফায়সালা, আশ-শাহাদা- সাক্ষ্য, আল-হুদুদ, আত্ তাফসীর ও আল-ওসাইয়া ইত্যাদি অধ্যায় থেকেও রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা, শাসনপদ্ধতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা কেমন ছিল তা সহজেই নির্ধারণ করতে পেরেছেন। হাদীসের উল্লেখযোগ্য কিতাবগুলো হলো ইমাম আহমাদের (মৃ. ২৪১ হি.) *মুসনাদে আহমাদ*, ইমাম বুখারীর (মৃ. ২৫৬ হি.) *সহীহুল বুখারী*, ইমাম মুসলিমের (মৃ. ২৬১ হি.) *সহীহ মুসলিম*, ইমাম আবূ দাউদের (মৃ. ২৭৫ হি.) *সুনান আবূ দাউদ*, ইমাম ইবনু মাজার (মৃ. ২৭৫ হি.) *সুনান ইবনু মাজাহ্*, ইমাম আত্ তিরমিযীর (মৃ. ২৭৯ হি.) *সুনান আত্ তিরমিযী* এবং ইমাম আন্ নাসায়ীর (মৃ. ৩০৩ হি.) *সুনান আন্ নাসায়ী*। সিয়ার ও তবাকাতের কিতাবগুলো রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা জানার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইবনু ইসহাক (মৃ. ১০১ হি.) সিরাহ লিখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম মদিনার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। তার *কিতাবুস্ সিরাহ*[৯৯] মদিনার তৎকালীন অবস্থা এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করেছে। বিশেষ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো জানার জন্য সিরাতে ইবনু ইসহাক একটি মৌলিক গ্রন্থ। সিরাহ সম্পর্কিত অধিকাংশ রিওয়ায়াত তিনি গ্রহণ করেছেন 'উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়ের (মৃ. ৯২ হি.) এবং ইবনু শিহাব যুহরী (মৃ. ১২৪ হি.) থেকে। যুদ্ধাভিযান বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি নির্দিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। প্রথমেই তিনি একটি যুদ্ধের বিষয়বস্তু বা সারাংশ বর্ণনা করেছেন। এরপরে قالوا-*তারা বলেছেন* বলে বিভিন্ন রাবীর বর্ণনা নিয়ে এসেছেন এবং সর্বশেষ ওই যুদ্ধ সম্পর্কে যার বর্ণনা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং মূল বর্ণনা বিস্তারিত আকারে নিয়ে এসেছেন। ওয়াকিদি (মৃ. ২০৭ হি.) তার '*আল-মাগাযি*' কিতাবে নবী (ﷺ)-এর যুদ্ধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। বিশেষ করে যুদ্ধপদ্ধতি ও যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা, যুদ্ধের কষ্ট, যুদ্ধে ব্যবহৃত পতাকা, যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত এবং তার বণ্টন সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিশদ বিবরণ তিনিই দিয়েছেন। যুদ্ধাভিযান বর্ণনায় তিনিও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। প্রথমে যুদ্ধের সাল উল্লেখ করেছেন, এরপর যুদ্ধের কাহিনি, ফিরে আসার তারিখ-সাল, যুদ্ধকালীন সময়ে মদিনায় নবী (ﷺ)-এর প্রতিনিধির নাম, যুদ্ধ সম্পর্কিত কবিতা এবং কুরআনের আয়াত থাকলে তা উদ্ধৃত করেছেন। সর্বশেষ মুজাহিদদের নামের তালিকাও পেশ করেছেন। ইবনু সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.) তার '*কিতাবুত তবাকাতে*'[১০০] মাক্কী জীবনের ঘটনাবলী পরিপূর্ণ আকারে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মদিনায় নবী (ﷺ)-এর প্রতিনিধিদের নাম বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। যেমন- তিনি তার গ্রন্থে বিচারপতি, বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর, বিভিন্ন যুদ্ধের সেনাপতিদের নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু সা'দ যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের প্রশাসনিক দায়িত্বের কথাও তুলে ধরেছেন। তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির যে জীবনী উল্লেখ করেছেন সেগুলোর বিস্তারিত অধ্যয়নে সে সময়ের ঘটনাবলী গভীরভাবে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ- সে সময়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব, মানুষের রাজনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবনাচার এবং সামরিক অবস্থা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। ইবনু সা'দ ওয়াকিদীর (মৃ. ২০৭ হি.) অন্যতম ছাত্র। তিনি মুহাদ্দিসদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন এবং তার তবাকাতের বিভিন্ন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন মতনের ভিন্ন ভিন্ন সনদ সাব্যস্তকরণে এবং শ্রুত রিওয়ায়াতগুলোকে লিখিত কিতাবাদীর সাথে মিলিয়ে নিতে হাদীসের মূলনীতিকে অনুসরণ করেছেন। ইবনু সা'দ সিরাহ এবং সাহাবীদের জীবনী বর্ণনা করেছেন শা'বী (মৃ. ১০৩ হি.), যুহরী (মৃ. ১২৪ হি.), ইবনু ইসহাক (মৃ. ১৫১ হি.) হিশাম আল কালবি (মৃ. ২০৪ হি.) এবং আল

[৯৯] *ইবনু হিশাম মুহাম্মদ বিন ইসহাকের কিতাবুস সিরাহ সুবিন্যস্ত করে রাসূল (ﷺ)-এর জীবনী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিবরণমূলক কিতাব লিখেছেন। যা সিরাতে ইবনু হিশাম নামে প্রসিদ্ধ। দেখুন : সিরাত ইবনু হিশাম- খণ্ড : ১, পৃ. ১১১- ১১৩, ১২৫, ১৩০, ৫৫০, ৫৬৬, ৬৪২, খণ্ড : ২, পৃ. ২৬৬, ৫৩০।*

[১০০] *আত্ তবাকাত- ইবনু সা'দ, খণ্ড : ২, পৃ. ১৫, ৬৯, ৬০৬।*

ওয়াকিদি (মৃ. ২০৭ হি.) থেকে। তিনি অন্যান্য জীবনীকারের চেয়ে ব্যতিক্রম হয়েছেন সনদ পর্যালোচনায়। কেননা তিনি বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করার পরে সেগুলোর সনদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেছেন। যেমন- তিনি বলেছেন, এটি এই কারণে অধিক নির্ভরযোগ্য[১০১] অথবা বলেছেন নির্ভরযোগ্য হলো এমনটি।[১০২]

তারিখের কিতাবগুলোও নবী (ﷺ)-এর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছে। খলিফা ইবনু খইয়াত (মৃ. ২৪১ হি.)[১০৩] তার ইতিহাস গ্রন্থে গভর্নর এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি নবী (ﷺ)-এর যুগের লেখক, বিচারপতি, যাকাত আদায়ের কর্মচারী এবং গভর্নরদের নামের তালিকা প্রদান করেছেন। আবার মক্কার ঐতিহাসিক আযরাকী (মৃ. ২৪৫ হি.) তার কিতাব *'আখবারে মক্কা'য়*[১০৪] মক্কা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। বিশেষ করে কাবা ও বাইতুল্লাহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দায়িত্ব যেমন- হাজীদের পানি পান করানো, হাজীদের মেহমানদারী করা, কাবা ঘরের বিশেষ দায়িত্ব (কাবা ঘর খোলা ও বন্ধ করা) ইত্যাদি দায়িত্বাবলী যেগুলো কুরাইশ ও কুরাইশের বিভিন্ন শাখা গোত্রের মধ্যে বণ্টিত ছিল। সেই সাথে আযরাকী (মৃ. ২৪৫ হি.) মক্কার ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যবসার মৌসুম, বাজার ব্যবস্থাপনা, সামরিক ব্যবস্থাপনা এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়েও বিস্তারিত আকারে আলোচনা করেছেন। যেমন- যুদ্ধের ময়দানে তাঁবু নির্মাণ, সৈন্যবাহিনীকে একত্রিতকরণ, ঘোড়া প্রস্তুতকরণ, নেতৃত্ব ও পতাকা বহন। ইতিহাসের এই কিতাবটি নগর ইতিহাস জানার একটি প্রাচীনতম কিতাব। নবী (ﷺ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পরের ঘটনাবলী বর্ণনায় লেখক নির্ভরযোগ্য সনদের উপরে নির্ভর করেছেন এবং তিনি এ সকল ঘটনাবলী যুহরী (মৃ. ১২৪ হি.) এবং ইবনু ইসহাক (মৃ. ১৫১ হি.) থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার বর্ণিত নবুওয়াত প্রাপ্তির আগের ঘটনাগুলো পুরোপুরি বিশ্বস্ত নয় এবং সেগুলোর অধিকাংশই বিনা সূত্রে বর্ণিত। তেমনি ইবনু হাবিব (মৃ. ১৫০ হি.) তার দু'টি গ্রন্থ *'আল মুহাব্বার'*[১০৫] ও *'আল মুনাম্মাক'*[১০৬]-এ ইসলামপূর্ব এবং ইসলাম পরবর্তী মক্কার অনেক ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে কাবা ও বাইতুল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দায়িত্ব, সে সময়ে সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তি ও সংগঠন যেমন *হিলফুল ফুজুল ওয়াল মুত্তায়াবিন* নিয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। ইবনু হাবিব জাহেলি যুগে এবং ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে মক্কায় যারা শিক্ষা দানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাদের তালিকা প্রণয়ন করে একটি ব্যতিক্রম কাজ করেছেন। বালাযুরি (মৃ. ২৭৯ হি.) তার বিখ্যাত কিতাব *'ফুতুহুল বুলদানে'*[১০৭] অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক তথ্যের সমাহার ঘটিয়েছেন। তিনি বিজয়াভিযান সম্পর্কে, প্রশাসনিক দায়িত্ব, চিঠিপত্র এবং সীলমোহর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বালাযুরি (মৃ. ২৭৯ হি.) ফিকহ এবং খারাজ সংক্রান্ত কিতাবাদী থেকে তথ্য নিয়েছেন; ফলে অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পেয়েছেন। ঘটনা বর্ণনায় রিওয়ায়াতের সহযোগিতা নিয়েছেন এবং সনদকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও তা অনেক ক্ষেত্রেই সুসাব্যস্ত ও স্থায়িত্বের গুণ হারিয়ে ফেলেছে। এজন্য আপনি তার কিতাবের অনেক ক্ষেত্রেই অপরিচিত ব্যক্তির থেকে রিওয়ায়াত পাবেন। তিনি এমন অনেক ব্যক্তি থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যাদের নাম উল্লেখ করেননি। যেমন- তিনি বলেছেন, আমাকে অমুকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তায়েফের কতিপয় শায়েখ থেকে বর্ণনা করেছেন।[১০৮] অন্যদিকে তিনি রিওয়ায়াত উল্লেখ করলেও প্রাধান্যতম মত উল্লেখ করেননি। আবার কখনো কোনো রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কোনোটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও এসবের ক্ষেত্রে তার বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত। যেমন- তিনি কোনোটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বলেছেন *প্রথমটি অধিক বিশুদ্ধ*[১০৯] অথবা *সেটি বেশি বিশুদ্ধ*[১১০] অথবা *প্রথমটি বেশি সহীহ ও বেশি বিশুদ্ধ।*[১১১] যাই হোক, *'ফুতুহুল বুলদান'* ইসলামের বিজিত প্রদেশ সম্পর্কে এবং সেগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য একটি মৌলিক গ্রন্থ। বালাযুরি (মৃ. ২৭৯ হি.) মৌলিকভাবে ওয়াকিদি (মৃ. ২০৭ হি.) অতঃপর যুহরির (মৃ. ১২৪ হি.) রিওয়ায়াতের অনুসরণ করেছেন। অন্যদিকে তার *'আনসাবুল আশরাফ'*[১১২] গ্রন্থটি বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনীমূলক গ্রন্থ। এর প্রথম খণ্ডে তিনি রাসূল (ﷺ)-এর জীবনী এবং উল্লেখযোগ্য সাহাবায়ে কিরামের জীবনী উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি তাদের ব্যক্তিগত তথ্য যেমন- জন্ম, বংশ, বেড়ে ওঠা, অতঃপর রাসূল (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় তারা কে কী কাজ করতেন সেসব সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর নবী (ﷺ)-এর গভর্নর, প্রশাসক,

[১০১] *ঐ- খণ্ড : ২, পৃ. ৬।*
[১০২] *ঐ- খণ্ড : ২, পৃ. ২৪।*
[১০৩] *তারিখ- খলিফা ইবনু খইয়াত, খণ্ড : ১, পৃ. ৬১, ৬২।*
[১০৪] *আখবারে মক্কা- আল আযরাকী, খণ্ড : ১, পৃ. ৪৪-৪৬, ৫৯, ৬৩-৬৬।*
[১০৫] *আল মুহাব্বার- ইবনু হাবীব, পৃ. ২৬৩-২৬৮, ২৪৬, ২৩৩।*
[১০৬] *আল মুনাম্মাক ফি আখবারি কুরাইশ- পৃ. ৮৩, ৮৪।*
[১০৭] *ফাতহুল বুলদান- বালাযুরি, পৃ. ২৪, ২৮, ৬৭, ৮১, ৮৫, ৯৩, ৯৪।*
[১০৮] *ঐ- পৃ. ৭৫।*
[১০৯] *ঐ- পৃ. ১২৮, ১৪১, ১৪৬।*
[১১০] *ঐ- পৃ. ১৩৩, ১৪১, ১৬৬।*
[১১১] *ঐ- পৃ. ১৬৯, ৩১৭, ৩৫৩।*
[১১২] *আনসাবুল আশরাফ- বালাযুরি, খণ্ড : ১, পৃ. ২৯৩, ৩৪৩, ৩৪৬।*

যাকাত আদায়ের কর্মচারী, মুয়াজ্জিন, কবি এবং বিচারপতিদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। এসব বর্ণনার অধিকাংশই সনদ সংবলিত এবং তিনি তার বর্ণনায় যুহরী, ইবনু ইসহাক ও ওয়াকিদি প্রমুখের উপরে নির্ভর করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি যে রিওয়ায়েতকে সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করতেন অথবা বিশুদ্ধতার সবচেয়ে কাছাকাছি মনে করতেন সেগুলোকেই নিয়ে এসেছেন। *'তারিখে ইয়াকুবি'*র[১১৩] দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে নবী (ﷺ)-এর জন্মের বিবরণ দিয়ে। এতে তার রিসালাত ও নবুওয়াতপ্রাপ্তিও আলোচিত হয়েছে। ইয়াকুবি কেবল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী উল্লেখ করে ক্ষান্ত থেকেছেন। তবে তিনি গভর্নর, বিচারপতি এবং যাকাত আদায়ের কর্মচারী- যাদেরকে নবী (ﷺ) বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করতেন তাদের তালিকা প্রণয়ন করেছেন। এখানে মনে রাখা উচিত, ইয়াকুবি সনদের ব্যাপারে অনেকটাই উদাসীন ছিলেন। তিনি অনেক ঘটনাকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেননি এবং একাধিক মতের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেননি। শিয়াপ্রীতির কারণে তিনি মূলত শিয়াদের উৎস থেকে ইতিহাস গ্রহণ করেছেন। আমি এই বইয়ের সকল অধ্যায়ে ইবনু জারীর আত-তবারির (মৃ. ৩১০ হি.) *'তারিখে তবারী'* থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছি। কারণ এই কিতাবটি ইসলামের ইতিহাসের মৌলিক উৎস। যে সকল গবেষক ইতিহাস লিখতে চান অথবা নবী (ﷺ)-এর প্রশাসন সম্পর্কে লিখতে চান তাদের সকলকেই এই কিতাব থেকে ফায়দা নিতে হবে; কারণ ইতিহাসের এই কিতাবটি নববী জীবনের চারপাশের অনেক ঘটনাকে বর্ণনা করেছে। বিশেষ করে যেসব ঘটনা বিভিন্ন গভর্নরদের সাথে সম্পৃক্ত, তাদের অপসারণ, বিচারপতি নিয়োগ, সেনাপতি নির্ধারণ, কোন্ বছরে কে হজের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই বছরে কোন্ যুদ্ধ হয়েছিল ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা। যুদ্ধের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া, যুদ্ধ করা, গনিমত বণ্টন করাসহ বিশদ বিবরণ এতে এসেছে। ইমাম তবারির লিখিত ইতিহাসের উৎস বেশ সমৃদ্ধ। তিনি কুরআনুল কারীম, সুন্নাহ, সিরাহ, ফিকহ, আরবী কবিতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করেছেন। ইমাম তবারী হাদীস শাস্ত্রে খুব আকৃষ্ট ছিলেন। ফলে তিনি ঐতিহাসিকগণের একটি ঘটনা বর্ণনায় সনদের ভিন্নতাসহ উল্লেখ করেছেন। যেমন- শা'বী (মৃ. ১০৩ হি.), ক্বাতাদাহ্ (মৃ. ১১৮ হি.), যুহরী (মৃ. ১২৪ হি.), ইবনু ইসহাক 'উমার ইবনু শাইবার ভিন্ন ভিন্ন রিওয়ায়াত একত্রিত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। কখনো কখনো তিনি কোনো একটি সনদকে অন্যটির উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন, তবে সব ক্ষেত্রেই যে তিনি একটি ঘটনার বিপরীতে একাধিক রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন তা নয়। বিদগ্ধ পাঠকদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা গবেষণা করে প্রকৃত সত্য জানতে পারে।

[১১৩] *তারিখ- আল ইয়াকুবি, খণ্ড : ২, পৃ. ৮০, ৮১, ৮৩।*

এই গবেষণা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফিকহের কিতাবগুলোর অনেক বড় ভূমিকা আছে। বিশেষ করে আবূ ইউসুফ (মৃ. ২৪৫ হি.) রচিত *'কিতাবুল খারাজ'*। নববী জীবনের অর্থব্যবস্থা জানার জন্য এই কিতাবের কোনো বিকল্প নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ গনিমত, সাদাক্বাহ্, জিযিয়া, খারাজ, উশর, সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে ইসলামের ইতিহাসে এটি সর্বপ্রাচীন স্বতন্ত্র কিতাব। এরপরে অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কিতাবাদী লেখা হয়েছে; যেগুলো অর্থব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যে ভরপুর। তবে *কিতাবুল খারাজ*-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো– এটি প্রশ্নোত্তর আকারে লিখিত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ ফাতাওয়া বর্ণনায় কুরআনের আয়াত, হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের কর্ম এবং তাবেঈনদের মত উল্লেখ করেছেন। তিনি মুত্তাসিল (নিরবিচ্ছিন্ন), মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) এবং মুরসাল (সাহাবীর উল্লেখ নেই এমন সনদ) সব সনদেই ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। তিনি ফিকহি এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন এবং তার যুগে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার বেশ কিছু ভুল পন্থার সমালোচনা করেছেন। নববী যুগের সামরিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা বর্ণনায় ইমাম শাইবানীর (মৃ. ১৮৯ হি.) *'শারহুস সিয়ার আল কাবীর'*[১১৪] গ্রন্থটি বেশ উল্লেখযোগ্য। তিনি যুদ্ধের রসদ, সেনাপতি নির্বাচন, সেনাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিষয়ে ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। যুদ্ধের পতাকা, চিহ্ন, বিভিন্ন যুদ্ধের বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন, যুদ্ধের পদ্ধতি ও নিয়ম ইত্যাদি নিয়ে উপকারী আলোচনা করেছেন। ইমাম শাইবানী হাদীস এবং ফিকহ উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য সূত্র সংবলিত রিওয়ায়াত উল্লেখ করে সেগুলো থেকে বিস্তারিত আকারে ফিকহি বিধিমালা সাব্যস্ত করেছেন। আমি ইয়াহ্ইয়া বিন আদাম (মৃ. ২০৩ হি.) রচিত *'কিতাবুল খারাজ'*[১১৫] থেকেও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ফায়দা নিয়েছি। বিশেষ করে খারাজ এবং জিযিয়া সম্পর্কিত বিষয়ে।

[১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[১১৪] *কিতাবু শারহিস সিয়ার আল কাবীর- আশ্ শাইবানী, খণ্ড : ১, পৃ. ১৫, ১৭, ১১৯, ২১৪।*
[১১৫] *কিতাবুল খারাজ- ইয়াহিয়া বিন আদাম, পৃ. ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪২, ৭২।*

ইসলামের দৃষ্টিতে সবর : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

–অধ্যাপক আহমাদুল্লাহ★

[পর্ব- ০২]

সবরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : মানব জীবনে সবরের গুরুত্ব অপরিসীম। সবরের কারণেই মানুষ সমাজে নন্দিত হন। অপরপক্ষে সবরহীন মানুষ সমাজে বিভিন্নভাবে নিন্দিত, অপমানিত, ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকেন। মানবীয় এ গুণের মাধ্যমে একজন মানুষ সমাজে তার ব্যক্তিত্বকে আরো মার্জিতভাবে গড়ে তুলতে পারেন। নিম্নে সবরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো।

মহান আল্লাহর নির্দেশ : ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রকে উন্নত ও আদর্শবান করার জন্য সবর একটি অনন্য গুণ। সবরের মাধ্যমে ব্যক্তির চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জিত হয়। আল্লাহর আদেশ পালনে, বিভিন্ন বিপদ-আপদ মোকাবিলায়, শত্রুর মোকাবিলায় ধৈর্যের ভূমিকা অপরিসীম। এজন্য আল্লাহ ধৈর্যের প্রশিক্ষণ দিতে বলেছেন এবং এ ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, এ কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো, (শত্রুর মোকাবিলায়) সুদৃঢ় থাকো, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।"[১১৬]

মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন : যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ধৈর্যের সাথে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবশ্যই ভালোবাসেন। বিভিন্ন বিপদ-আপদে তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ﴾

"আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।"[১১৭]

সবর মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য : মুত্তাকি হতে হলে সবরকারী হতে হয়। সবর অর্জন ছাড়া মুত্তাকি হওয়া সম্ভব নয়। কেননা তাক্বওয়া সবরের অন্যতম গুণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَالصَّابِرِيْنَ فِيْ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ﴾

"যারা ক্ষুধা-দারিদ্রের সময় ও দুর্দিনে (যুদ্ধের সময়) ধৈর্য ধারণ করে, এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরা প্রকৃত আল্লাহভীরু।"[১১৮]

সবর সাহসিকতাপূর্ণ কাজ : বিপদ-আপদ ও মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করা খুবই কঠিন কাজ। যারা অস্থির চিত্তের মানুষ তাদের সবর বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না। যারা দৃঢ় ও মানসিকভাবে শক্তিশালী তারাই সবরের ক্ষেত্রে সফল হয়। এ জন্য লুক্বমান (আলাইহিস সালাম) তাঁর সন্তানকে সবর করার উপদেশ দিয়ে বলেন, এ কাজটি বীরত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ﴾

"হে আমার বৎস! তুমি সলাত প্রতিষ্ঠা করো, ভালো কাজের আদেশ দাও, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করো আর তোমার উপর কোনো বিপদ-আপদ আসলে তার উপর ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয় এ কাজটি একটি বড়ো সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।"[১১৯]

অফুরন্ত কল্যাণ লাভ : সবরকারীগণ ইহকালেই বিভিন্ন ধরনের কল্যাণ লাভ করে থাকেন। সবর করার কারণে অনেক অকল্যাণ থেকে বেঁচে যান এবং নিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়ে যান। আর পরকালেও তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার লাভ করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

"ধৈর্যশীলদের পরকালে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।"[১২০]

সবর ঈমানের অর্ধেক : ঈমানকে পূর্ণতা দানের জন্য 'আমল আবশ্যক। আর 'আমল করার জন্য, ঈমানের পথে টিকে থাকার জন্য সবর আবশ্যক। সবর বা ধৈর্য না থাকলে 'আমলের ধারাবাহিকতা সম্ভব নয়। সবর না থাকলে

★*পি. এইচ. ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সহ-সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী পশ্চিম জেলা শাখা।*

[১১৬] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ২০০।*

[১১৭] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৪৬।*

[১১৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৭৭।*

[১১৯] *সূরা লুক্বমা-ন : ১৭।*

[১২০] *সূরা আয্ যুমার : ১০।*

গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ইসলামের পথে থাকলে অনেক সময় অত্যাচার নিপীড়ন আসবে আর এ সময় সবর না থাকলে ঈমানহারা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ধৈর্য ছাড়া ঈমানের উপর টিকে থাকা অসম্ভব।

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ.

ধৈর্য হলো ঈমানের অর্ধেক।[১২১]

উত্তম প্রশান্ত দান : আল্লাহ মানুষকে অনেক কিছু দান করেছেন। নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করার জন্য অনেক গুণাগুণ দান করেছেন। এর মধ্যে ধৈর্য অন্যতম। সবরের মাধ্যমে মানুষ ক্ষতি থেকে বেঁচে যায় এবং কল্যাণ লাভ করে। আর তাই আল্লাহর দেয়া সকল অবদানের মধ্যে ধৈর্য হলো সর্বোত্তম ও প্রশস্ত অবদান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

من يصبر يصبره الله ومن يستغن يغنه الله ومن يسألنا نعطه وما أعطى أحد رزقا أوسع له من الصبر.

যে ব্যক্তি ধৈর্যের পথে অগ্রসর হয় আল্লাহ তা'আলা তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান করেন। যে ব্যক্তি অপরের মুখাপেক্ষি থেকে মুক্তি পেতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে মুখাপেক্ষি থেকে মুক্তি দান করেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের নিকট চায় আমরা তাকে তা দিয়ে থাকি। মহান আল্লাহর রিয্কের মধ্যে ধৈর্য শক্তির চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত অবদান আর কিছু নেই।[১২২]

মহান আল্লাহর সাহায্য লাভের উপায় : আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। এ কারণে তাদেরকে সাহায্য করতে চান। তবে সাহায্য চাইতে হবে সলাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন। এটি তার ওয়াদা। অল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[১২৩]

সামাজিক গুরুত্ব : পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে ইসলামের বিধি-বিধান, আইন-কানুন পালনের জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। সকলে মিলে ধৈর্যের সাথে অন্যায়-অপরাধে, ঝগড়া-বিবাদে মীমাংসায় এগিয়ে আসতে হবে। একে আপরের ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতে হবে। অন্যথায় সমাজে অন্যায়, জুলুম ও খুন-খারাবিতে ভরে যাবে। সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

"সময়ের কসম, মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে সত্যের উপর অটল থাকার তাগিদ দিয়েছে এবং একে অপরকে সবরের উপদেশ দিয়েছে।"[১২৪]

জান্নাত লাভ : যারা পৃথিবীর জীবনে দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক মুকাবিলা করে ধৈর্যধারণ করে তারাই সফলকাম। তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ ○ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾

"আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দিব, যার তলদেশে প্রস্রবনসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কতই না উত্তম পুরস্কার কর্মীদের। যারা সবর করে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে।"[১২৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

الصبر ثوابه الجنة.

সবরের পুরস্কার জান্নাত।[১২৬]

সবরকারীদের জন্য রয়েছে সীমাহীন প্রতিদান : সবরকারীগণ মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তা'আলা পরকালে সবরকারীদের উত্তম প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

[১২১] *মুস্তাদরাক লিল হাকিম- চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩১, হা. ৪, মা. শা., হা. ৩৬৬৬; শু'আবুল ঈমান- হা. ৪৮।*
[১২২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৪৫; জামিউল কাবীর লিস সুয়ূতী- অধ্যায় : মিম, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১/২৪৮২৮।*
[১২৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৩।*
[১২৪] *সূরা আল 'আসর : ১-৩।*
[১২৫] *সূরা আল 'আনকাবূত : ৫৮-৫৯।*
[১২৬] *ইবন খুযাইমাহ্- হা. ১৮৮৭; শু'আবুল ঈমান- হা. ৩৬০৮।*

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

“তোমাদের কাছে যা আছে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা কখনো শেষ হবে না। আর যারা সবর করে, আমরা তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দিব, তাদের কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করতো।”[১২৭]

তিনি আরো বলেন−

﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

“হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো। যারা দুনিয়াতে সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে পূণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা ধৈর্যশীল তাদের বেহিসাবি পুরস্কার দেওয়া হয়।”[১২৮] তিনি আরো বলেন,

﴿أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾

“তাদেরকে তাদের সবরের কারণে প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতে কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় অভিবাদন ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থান স্থল ও বাসস্থান হিসেবে কতই না উত্তম।”[১২৯]

সবরকারীগণ কেবল সৎকাজ করতে পারে এবং তারাই সৌভাগ্যবান : সৎ ‘আমল সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়, অর্থ ব্যয় করতে হয়, সময় কুরবানি করতে হয়, প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে সবর করলেই কেবল সৎকাজ করা সম্ভব হয়। আর যারা সব কাজ উপেক্ষা করে সৎকাজ করে, তারাই সৌভাগ্যবান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন−

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِيْ زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُوْنُ إِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○ وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُوْنَ﴾

[১২৭] *সূরা আন্ নাহ্ল : ৯৬।*
[১২৮] *সূরা আয্ যুমার : ১০।*
[১২৯] *সূরা আল ফুরক্বা-ন : ৭৫-৭৬।*

“অতঃপর কারূণ জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো, তারা বলল, হায়! কারূণ যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের যদি তা দেওয়া হতো। নিশ্চিয় সে বড় ভাগ্যবান। আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদের যারা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাদের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া সওয়াবই উৎকৃষ্ট। এটা তারাই পায় যারা ধৈর্যশীল।”[১৩০]

ধৈর্যশীলরা সৌভাগ্যের অধিকারী মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন−

﴿وَلَا تَسْتَوِيْ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ○ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ﴾

“ভালো ও মন্দ সমান নয়। তুমি মন্দকে প্রতিহত করো ভালো দ্বারা। দেখবে তোমার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং চরিত্রের অধিকারী তারাই হয় যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।”[১৩১]

আল্লাহ তা‘আলা ধৈর্যশীলদের ক্ষমা করবেন : মানুষ সবর করলে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন−

﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ○ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّيْ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ○ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ﴾

“যদি আমরা মানুষকে আমাদের রহমতের স্বাদ গ্রহণ করতে দিই, অতঃপর তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেই, তাহলে সে হতাশ ও কৃতঘ্ন হয়। আর যদি তার উপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পর তাকে সুখভোগ করতে দিই, তবে সে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে, আর সে আনন্দে আত্মহারা হয়, অহংকারে উদ্ধত হয়ে পড়ে। তবে যারা ধৈর্যধারণ করে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে।”[১৩২] *[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]*

[১৩০] *সূরা আল ক্বাসাস : ৭৯-৮০।*
[১৩১] *সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্ : ৩৪-৩৫।*
[১৩২] *সূরা হূদ : ৯-১১।*

আলোকিত জীবন

বিশিষ্ট মুহাক্কিক শায়খ ওযায়ের শামস (রাহিমাহুল্লা-হ)

সংকলনে : মুহাম্মাদ আরমান*

ভূমিকা : মাওলানা মুহাম্মাদ উযায়ের শামস মুসলিম বিশ্বের একজন প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত মুহাক্কিক আলেমে দীন। তিনি জ্ঞান-গবেষণার সুমিষ্ট সাগরে অবগাহন করেছেন অত্যন্ত নীরবে-নিভৃতে। পড়াশুনা ও গবেষণাই ছিল তাঁর জীবন একমাত্র লক্ষ্য। জামিয়া সালাফিয়া বানারসে ছাত্রত্বকালীন বই পড়া ও গবেষণার যে নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তা অটুট ছিল। মাস্টার্স ও ডক্টরেট পর্যায়ে তিনি প্রতিদিন প্রায় দুইশত পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করতেন বলে জানা যায়। তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির অধিকারী এই গবেষক তার মেধা, গভীর অধ্যবসায় ও বৈদগ্ধ্যের মাধ্যমে মাখতুতাত বা পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ হিসেবে গবেষণার জগতে নিজের মজবুত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর মাখতুতাত বা পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার; এক্ষেত্রে তিনি সফলও ছিলেন। এজন্য আরব শাইখরা শাইখ উযায়েরকে গুরু জানতেন।[১৩৩]

জন্ম : মুহাম্মাদ উযায়ের বিন শামসুল হক বিন রিযাউল্লাহ ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সালেহডাঙ্গায় এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা শামসুল হক সালাফী (১৯১৫-১৯৮৬) ভারতের অন্যতম খ্যাতিমান আলেম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি জামিয়া সালাফিয়া বানারসের দ্বিতীয় শাইখুল হাদীস ছিলেন। শাইখ উযায়েরের বাবা ছিলেন উর্দুভাষী। কিন্তু মা ছিলেন মুর্শিদাবাদের বাঙালি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েল সাবেক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মুজিবর রহমানের নিকটাত্মীয়। শাইখ উযায়ের বাংলা বলতে পারলেও বাংলা বর্ণ চিনতেন না।[১৩৪]

শিক্ষাজীবন : ১৯৬৬ সালে মাদ্রাসা ফাইযে আম, মৌ-এ তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। সেখানে তিনি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর বিহারের প্রখ্যাত আহলে হাদীস মাদ্রাসা দারভাঙ্গায় অবস্থিত "দারুল উলুম আহমাদিয়া আস-সালাফিয়্যাহ"-তে ভর্তি হয়ে আরবি শিক্ষা শুরু করেন। পরের বছর তার পিতার ইস্তফার কারণে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় অবস্থিত "দারুল হাদীস মাদ্রাসা"-তে তিনি দোসরি জামা'আত শেষ করেন। অতঃপর জামিয়া সালাফিয়া বানারসের শাইখুল হাদীস মাওলানা আযাদ রহমানী যখন তার পিতাকে পুনরায় বানারসে ডেকে পাঠান, তখন ১৯৬৯ সালে জামিয়া রহমানিয়া বেনারসে তেসরি জামা'আত থেকে চৌথি জামা'আত পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি আলিমিয়্যাত-এর ৪ বছর এবং ফাযিলিয়্যাতের ২ বছর মারকাযী দারুল উলুম খ্যাত "জামিয়া সালাফিয়া বানারাস" থেকে ১৯৭৬ সালে ফারেগ হন। অতঃপর তিনি ১৯৭৮ সালে মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা অনুষদে ভর্তি হন। ১৯৮১ সালে তিনি হাজারের মধ্যে ৯৯৬ মার্কস পেয়ে অনার্স শেষ করেন। এরপর তিনি মক্কা শহরে অবস্থিত "উম্মুল কুরা" বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৮৫ সালে মাস্টার্স শেষ করেন। এমফিলে তার থিসিসের বিষয় ছিল : التأثير العربي في شعر حالي ونقده "হালির কবিতায় আরবীয় প্রভাব ও তার সমালোচনা"। পি. এইচ. ডি-তে তার গবেষণার শিরোনাম ছিল : الشعر العربي في الهند دراسة نقدية "ভারতে আরবি কবিতা : একটি পর্যালোচনা"। ১৯৯০ সালে থিসিস জমাদানের সময় সুপারভাইজারের সাথে তার মতোবিরোধের কারণে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ থেকে বঞ্চিত হন। এভাবেই তার শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১৩৫]

ওস্তাদবৃন্দ : দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে তিনি জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। হিন্দুস্তানী শিক্ষকগণের মধ্যে অন্যতম হলেন তার সম্মানিত পিতা শামসুল হক সালাফি। তার নিকটে তিনি মুয়াত্তা মালিক, সহীহুল বুখারীসহ অন্যান্য কিতাব অধ্যয়ন করেন।

➢ শাইখ মুহাম্মাদ রঈস নদভী (তার নিকটে জামে' আত্ তিরমিযী পড়েছেন)। ➢ মুহাম্মাদ ইদরীস রহমানী (তার নিকটে সহীহ মুসলিমের ১ম খণ্ড পড়েছেন)। ➢ শায়েখ আব্দুল মুঈদ বানারসী (তার নিকটে সুনান আন্ নাসায়ী পড়েছেন)। ➢ শাইখ আব্দুস সালাম রহমানী (তার নিকটে বুলুগুল মারাম পড়েছেন)। ➢ শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী। ➢ আব্দুস সালাম মাদানী। ➢ আব্দুন নূর নদভী। ➢ আব্দুল ওয়াহিদ রাহমানী (তার নিকটে সহীহ মুসলিমের ২য় খণ্ড পড়েছেন)। ➢ আইনুল হক সালাফী (চাচা) (তার নিকটে নাহু-সরফ পড়েছেন)। ➢ শাইখ আবিদ হাসান রহমানী (তার নিকটে সুনান আবূ দাউদ পড়েছেন)। ➢ শাইখ আব্দুস সালাম বাসাউয়ী। ➢ শায়েখ আব্দুস সালাম ত্বীবী (তার নিকটে মিশকা-তুল মাসা-বীহ প্রথম খণ্ড পড়েছেন)।[১৩৬]

---

* *শিক্ষার্থী, দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স, রাজশাহী।*

[১৩৩] *একেএম শামসুল আলম স্যারের টাইমলাইন থেকে ১৬ অক্টোবর'২২।*

[১৩৪] *মাকতাবাতুশ্ শামিলাহ্; একেএম শামসুল আলম স্যারের টাইমলাইন থেকে।*

[১৩৫] *মাকতাবাতুশ্ শামিলাহ্; সাক্ষাৎকার : মাসিক মুহাদ্দিস মে, ২০১৬ বানারস, ভারত।*

[১৩৬] *মাকতাবাতুশ্ শামিলাহ্।*

ইযাযতকারী শাইখগণ : ➢ তার সম্মানিত পিতা শাইখ শামসুল হক সালাফী। ➢ শাইখ আবু মুহাম্মাদ আলিমুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বাংলাদেশী।[১৩৭]

লেখনীসমূহ– ➢ হায়াতুল মুহাদ্দিস শামসুল হক ওয়া আসারুহু (বানারস, হিন্দ থেকে প্রকাশিত)। ➢ হায়াতুল মুহাদ্দিস শামসুল হক (উর্দু) (করাচী থেকে প্রকাশিত)। ➢ ই'লামু আহলাল হাদীস ফিল হিন্দ (উর্দু) (অপ্রকাশিত)। ➢ মুআল্লিফাত ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম।[১৩৮]

তাহক্বীক্বসমূহ– ➢ রাফউল ইলতিবাস আন বা'দান নাস লি আযীমাবাদী। ➢ গয়াতুল মাকসুদ ফি শারহু সুনান আবূ দাঊদ লি আযীমাবাদী (১ম খণ্ড)। ➢ মাজমাআ'তুল ফাতাওয়া লি শাইখ আযীমাবাদী (উর্দু- ফার্সি)। ➢ রুদ্দুল ইশরাক লি শাহ ইসমাঈল শহীদ দেহলভী। ➢ জুস ফি ইসতিদরাক উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আলাস সাহাবা লি আবি মনসুর আল বাগদাদী। ➢ মাজমাআ'তু রাসায়েল লি ইমাম ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (অপ্রকাশিত)। ➢ আল জামিউ লি সিরাতি শাইখুল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যাহ্। ➢ জামিউল মাসায়েল (৬ খণ্ড) তার জীবনের অন্যতম কীর্তি।

এছাড়াও তিনি কিছু কিতাব আরবি থেকে উর্দুতে অনুবাদ করেছেন। লিখেছেন উর্দু এবং আরব বিশ্বের বিভিন্ন আরবি পত্রিকাতে। তার কলম ছিল সৈনিকী কলম, যা দিয়ে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

মনীষীদের প্রশংসায় শাইখ উযায়ের (রাহিমাহুল্লাহ) : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান এবং শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ)'র ক্লাসমেট (উম্মুল কুরা) প্রফেসর এ কে এম শামসুল আলম তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন, উযায়ের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সেখানে হাজারের মধ্যে ৯৯৬ মার্কস পেয়ে আরবি সাহিত্যের উপর অনার্স সম্পন্ন করেন। মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় আমাদের পাঠ্যে আব্দুল কাহের জুরজানীর বিখ্যাত গ্রন্থ اسرار البلاغة ونظم القران الكريم। পড়েছিলাম। শিক্ষক ছিলেন মিশরের ড. আহমাদ মাক্কী আল আনসারী। জটিল কঠিন ইবারত, এক পর্যায়ে ওস্তাযের সাথে উযায়ের দ্বিমত পোষণ করেন, ওস্তায পড়া বন্ধ করে চলে গেলেন, পরদিন সকালে ওস্তায হাসিমুখে এসে বললেন, আমি গতকাল ভুল বলেছিলাম,

كنت غلتان تعال يا عزير انا أفتخر بل فوقك ههنا اشار الى صفحة مذكورته اليومية.

আহমাদ মাক্কী আল আনসারী জামে' আযহারের একজন ব্যাকারণ বিশেষজ্ঞ, তার বাপ-দাদা সাত পুরুষ জামে' আযহারের ব্যাকারণবিদ, অথচ তিনি ছাত্রের কাছে ভুল স্বীকার করে নিজ ডায়রি এগিয়ে দিয়ে বললেন, এসো এতে (ডায়রি) একটা স্বাক্ষর করো, আমি তোমাকে নিয়ে গর্ব করি, ভবিষ্যতে তুমি একজন স্মরণীয় ও খ্যাতিমান ব্যক্তি হবে।[১৩৯]

শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ)'র খ্যাতিমান সহপাঠীগণ : ➢ রিযাউল্লাহ মুবারকপুরী, বিশিষ্ট মুহাক্কিক আলেম। ➢ শেখ সালাউদ্দিন মাকবুল আহমাদ, লেখক। ➢ বদরুজ্জামান মুহাম্মাদ শফিক নেপালী।[১৪০]

মৃত্যু ও দাফন : শাইখ উযায়ের শামস ২০২২ সালের ১৫ অক্টোবর 'ইশার সালাতের পর হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন ১৬ অক্টোবর বাদ ফজর মাসজিদুল হারামে জানাযা শেষে তাঁকে মক্কার মু'আল্লা কবরস্থানে দাফন করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, শাইখ উযায়ের (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন খ্যতিমান একজন মুহাক্কিক। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ ও ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)'র হাতের লেখা নাকি বেশ জটিল ছিল। তার হস্তলেখা বুঝা ও উদ্ধার করা সবার জন্য ছিল অত্যন্ত জটিল। কিন্তু এ কাজে আল্লামা উযাইর শামস ছিলেন পারদর্শী।

তার শুধু প্রতিটি গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম, লেখকের মৃত্যুসাল মুখস্থ ছিল না; বরং প্রতিটি কিতাবের মধ্যকার আলোচনা প্রায় মুখস্থ থাকতো। তাই তার ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির কথা উপযুক্ত যিনি তাকে 'জীবন্ত গ্রন্থাগার' বলেছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের কিবারুল উলামার অন্যতম একজন ছিলেন তিনি। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাকার বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য ছিল অতুলনীয়। তার কিছু ইন্টারভিউ দেখেছি এবং বিস্মিত হয়েছি। সেগুলোতে প্রতিটি ছাত্রের জন্য বিশাল খোরাক রয়েছে।

বর্তমান আহলে হাদীস আলেমদের মধ্যে এমন ধারার বিদগ্ধ গবেষক আর নেই বললে মোটেই ভুল হবে না। এই প্রখ্যাত মুহাক্কিককে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দিয়ে সম্মানিত করুন –আমীন। ❑

[১৩৭] *মাকতাবাতুশ্ শামিলাহ্।*
[১৩৮] *মাকতাবাতুশ্ শামিলাহ্।*
[১৩৯] *স্মৃতিচারণ : প্রফেসর একেএম শামসুল আলম স্যারের টাইমলাইন থেকে।*
[১৪০] *মাকতাবাতুশ্ শামিলাহ্।*

ক্বাসাসুল হাদীস

কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতকারীর পিতা-মাতার রয়েছে বিশেষ মর্যাদা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

কুরআনের তিলাওয়াত মু'মিনের হৃদয় আলোকিত করে। কুরআন তিলাওয়াত করলে জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে, কুরআন তিলাওয়াতে অশান্ত হৃদয়ে প্রশান্তি মিলে। কুরআনুল কারীমই একমাত্র কিতাব, যা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে আল্লাহ তা'আলার ভয় সৃষ্টি হয়। যারা সব কিছুতে আল্লাহর ওপর ভরসা করেন, তারা কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করে আনন্দ পান। নিজের সন্তানদেরকে কুরআন মাজীদ শিক্ষাদানকারী পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন এমন মূল্যবান পোশাক পরিধান করানো হবে, যার মোকাবিলায় পৃথিবী এবং তার মাঝে বিদ্যমান সমস্ত সম্পদ তুচ্ছ মনে হবে। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে–

“বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বসেছিলাম, আমি তাঁকে বলতে শুনলাম তিনি বললেন : সূরা আল বাক্বারাহ্ শিখো। কেননা তা শিখার মধ্যে বরকত রয়েছে, আর তা না শিখা আফসোসের কারণ, জাদুকররা এতে কোনো প্রতিক্রিয়া করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে বললেন : সূরা আল বাক্বারাহ্ এবং সূরা আ-লি ‘ইমরান শিখো, কিয়ামতের দিন এই উভয় সূরা তার পাঠকারীর উপর উজ্জ্বল ছায়া হয়ে ঘিরে থাকবে, বাদল বা ছাতির ন্যায় বা সারিবদ্ধ পাখির ঝাঁকের ন্যায়। কিয়ামতের দিন কুরআন তিলাওয়াতকারীর কবর বিদীর্ণ করা হবে তখন কুরআন মাজীদ তার সাথে হালকা পাতলা লোকের আকৃতিতে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে তুমি কি আমাকে চিনো? কুরআন তিলাওয়াতকারী বলবে– আমি তোমাকে চিনি না, কুরআন বলবে– আমি তোমার সাথী কুরআন, যে গরমের সময়ে তোমাকে পিপাসিত রেখেছে, রাত জাগিয়ে রেখেছে, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যবসায়ী লাভবান হওয়ার জন্য ব্যবসা করে আর আজ তুমি অন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী, তাই তার ডান হাতে বাদশাহী এবং বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতী হওয়ার নির্দেশনামা দেয়া হবে, আর তার মাথায় সম্মান এবং শান্তির তাজ পরিধান করানো হবে, আর তার পিতা-মাতাকে দু'টি মূল্যবান পোশাক পরিধান করোনো হবে, যার মোকাবিলায় পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তুচ্ছ মনে হবে। কুরআন তিলাওয়াতকারীর পিতা মাতা বলবে– এই পোশাক আমাদেরকে কোনো ‘আমলের কারণে দেয়া হলো? তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তানকে কুরআন শিখানোর কারণে, এরপর কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে যে, কুরআন তিলাওয়াত করো এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদাজনক স্থানে আরোহণ করো, যতক্ষণ কুরআন তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াত করতে থাকবে ততক্ষণ সে উপরে উঠতে থাকবে চাই দ্রুত তিলাওয়াত করুক আর আস্তে আস্তে”।[১৪১]

“আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কিয়ামতের দিন কুরআন মাজীদ কোনো দুর্বল লোকের ন্যায় এসে তার তিলাওয়াতকারীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে আমাকে কি চিনো? আমিই সে যে তোমাকে রাত্র জাগিয়েছে, আর তোমাকে গরমে পিপাসিত রেখেছে, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যবসাকারী স্বীয় ব্যবসার ফল ভোগ করতে চায়। আর আজ আমি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ছেড়ে তোমার নিকট এসেছি, অতএব কুরআন তিলাওয়াতকারীকে তার ডান হাতে বাদশাহী দেয়া হবে, আর বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকার আদেশনামা। *[৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[১৪১] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২২৯৫০।*

বিশেষ মাসায়িল

ইকামতে দ্বীন বলতে কি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা বুঝায়?

“রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক :

‘ইকামতে দ্বীন’-এর প্রকৃত অর্থ

বর্তমানে আমাদের সমাজে ‘দ্বীন কায়েম’ প্রসঙ্গে যথেষ্ট বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিধায় বিষয়টি স্পষ্ট করা আবশ্যক মনে করছি। তাই প্রথমে আমরা দ্বীন কায়েম প্রসঙ্গে কুরআনের ব্যাপক আলোচিত একটি আয়াত পেশ করে যুগে যুগে মুফাস্‌সিরগণ তার কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা তুলে ধরব। তারপর দ্বীন কায়েম মানে কি ইসলামী হুকুমত (ইসলামী রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠা না কি অন্য কিছু এবং কিভাবে প্রকৃত দ্বীন কায়েম করা সম্ভব তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করব ইন্‌শা-আল্লাহ। وما توفيقى إلا بالله

ইকামতে দ্বীন (দ্বীন প্রতিষ্ঠা) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى ۖ أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ﴾

“তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহ্‌কে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা ও ‘ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।”[১৪২]

উপরোক্ত আয়াতে “দ্বীন প্রতিষ্ঠা” দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উপরোক্ত আয়াতে ‘দ্বীন কায়েম’ দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা মুফাস্‌সিরগণের বক্তব্যের আলোকে তুলে ধরা হলো–

১. জগদ্বিখ্যাত মুফাস্‌সির ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

"أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ" وَهُوَ تَوْحِيْدُ اللهِ وَطَاعَتُهُ، وَالْإِيْمَانُ بِرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَبِيَوْمِ الْجَزَاءِ، وَبِسَائِرِ مَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ بِإِقَامَتِهِ مُسْلِمًا.

‘দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা’র অর্থ হলো– “মহান আল্লাহর তাওহীদ ও আনুগত্য করা, নবী-রাসূল ও প্রতিদান দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মুসলিম হিসেবে যা কিছু কর্তব্য সেগুলো বাস্তবায়ন করা।”[১৪৩]

২. তাফসীর শাস্ত্রের আরেক দিকপাল ইমাম ত্বাবারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

أَنِ اعْمَلُوْا بِهِ عَلٰى مَا شَرَعَ لَكُمْ وَفَرَضَ.

“দ্বীন কায়েম করো” অর্থ : তোমাদের জন্য যা শরিয়ত সম্মত ও ফর্‌য করা হয়েছে তদনুযায়ী ‘আমল করো।”[১৪৪]

৩. সর্বজন স্বীকৃত তাফসীরে ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

اَلدِّيْنُ الَّذِيْ جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ كُلُّهُمْ هُوَ : عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْ ○ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾ (الْأَنْبِيَاءِ : ٢٥). وَفِيْ الْحَدِيْثِ : "نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلات دِيْنُنَا وَاحِدٌ" أَيْ : الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمْ هُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ شَرَائِعُهُمْ وَمَنَاهِجُهُمْ.

“সকল নবী-রাসূল যে দ্বীন নিয়ে আগমন করেছিলেন তা হলো– একমাত্র আল্লাহর ‘ইবাদত করা। যেমন- আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْ ○ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾

“আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ‘ইবাদত করো।”[১৪৫] আর হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে–

"نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ دِيْنُنَا وَاحِدٌ".

‘আমরা নবীরা হোলাম বৈমাত্রেয় ভাইস্বরূপ। আমাদের সকলের দ্বীন একটাই।’[১৪৬] অর্থাৎ- যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলের মধ্যে যে বিষয়টি এক ও অভিন্ন ছিল তা হলো– লা শারিক এক মহান আল্লাহর ‘ইবাদত করা-যদিও তাদের শরিয়ত ও পদ্ধতিগত বিষয়ে ভিন্নতা ছিল।[১৪৭]

৪. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীর তাফসীরে বিন সা’দিতে বলা হয়েছে–

---

[১৪২] *সূরা আশ্ শূরা- : ১৩।*

[১৪৩] *তাফসীর কুরতুবী- সূরা আশ্ শূরা-’র ১৩ নং আয়াতের তাফসীর।*

[১৪৪] *তাফসীরে ত্বাবারী- সূরা আশ্ শূরা-’র ১৩ নং আয়াতের তাফসীর।*

[১৪৫] *সূরা আল আম্বিয়া- : ২৫।*

[১৪৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৪২।*

[১৪৭] *তাফসীরে ইবনু কাসির- সূরা আশ্ শূরা-’র ১৩ নং আয়াতের তাফসীর।*

أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم، وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان.

“তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা দ্বীনের মূল ও শাখা গত বিষয়গুলো নিজেরা বাস্তবায়ন করবে এবং অন্যদের উপর বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবে। তোমরা নেকি ও আল্লাহ ভীরুতার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এবং গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের বিষয়ে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে না।”[১৪৮] এছাড়া বিখ্যাত হাদীসে জিবরীল এ ইসলাম ও তার ৫টি রোকন, ঈমান ও তার ৬টি রোকন এবং ইহসানকে ‘দ্বীন’ বলা হয়েছে।[১৪৯] সুতরাং একজন মানুষ যদি ইসলাম ও ঈমানের রোকনগুলো বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি ইহসান পর্যায়ে উপনিত হতে পারে তাহলে এর চেয়ে বড় দ্বীন কায়েম আর কী হতে পারে?

মোটকথা, দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলতে বুঝায়, তাওহীদ বা একাত্মবাদ বাস্তবায়ন করা তথা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার ‘ইবাদত করা এবং তার বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধগুলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে চলা।

সুতরাং শরিয়তের ছোট-বড় সকল প্রকার কাজই দ্বীন কায়েমের অন্তর্ভুক্ত। যেমন-

▪ তাওহীদের আলোকে ঈমান-‘আক্বিদাহ্ ঢেলে সাজানো।

▪ সুন্নাহর আলোকে ‘আমল-আখলাক পরিশুদ্ধ করা।

▪ শিরক এবং বিদআত থেকে দূরে থাকা এবং মানুষকে এগুলো থেকে সতর্কতা করা।

▪ সকল প্রকার ‘ইবাদত তথা নামায, রোযা, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি সঠিক নিয়মে বাস্তবায়ন করা।

▪ সকল ক্ষেত্রে হালাল-হারাম মেনে চলা।

▪ হালাল পন্থায় আয়-উপার্জন করা এবং হারাম সম্পদ থেকে দূরে থাকা।

▪ পুরুষদের দাড়ি রাখা, টাখনুর উপর কাপড় পরা, মহিলাদের পর্দা করা ইত্যাদি।

▪ নিজে দ্বীন পালনের পাশাপাশি স্ত্রী-পরিবারকে মহান আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পরিচালনা করা।

▪ মানুষের কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া।

▪ দ্বীন শিক্ষা করা এবং মানুষকে শিক্ষা দেয়া।

▪ আল্লাহ তা‘আলা বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য ও রাষ্ট্রপরিচালনা করা ইত্যাদি।

মোটকথা, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া শরিয়তের বিধি-বিধানগুলো বাস্তবায়ন করাটাই ইকামতে দ্বীন।

ইকামতে দ্বীন কি কেবল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা?

আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি বিশেষ মতবাদ হলো– ইকামতে দ্বীন মানে কেবল ইসলামী হুকুমত (রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠা করা। আর নামায, রোযা, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি হলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রেনিং মাত্র। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হলে ‘ইকামতে দ্বীন’ হলো না। এদের মতে, “সব ফর্‌যের বড় ফর্‌য দ্বীন কায়েম তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।” আর নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, হালাল, হারাম ইত্যাদি ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান এর চেয়ে কম মর্যাদার-সবই এর চেয়ে নিম্নস্তরের। যার কারণে এ মতবাদে বিশ্বাসী লোকদেরকে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতা গ্রহণের জন্য যতটা চেষ্টা-পরিশ্রম করতে এবং যত বেশি উদগ্রীব দেখা যায় তাওহীদ শিক্ষা, সুন্নাহর প্রতি ‘আমল, ‘আক্বিদার পরিশুদ্ধতা, শিরক ও বিদআত বর্জন, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণে সালাত, সিয়াম, হজ্জ ‘ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহ ও তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না।

আমরা বলব, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা করা নিঃসন্দেহে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু শুধু এই একটি বিষয়ের মধ্যে দ্বীন কায়েমকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া নিতান্ত বিভ্রান্তি মূলক এবং কুরআনের অপব্যাখ্যা-যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখিত তাফসীর কারকদের তাফসীর থেকে প্রতিয়মান হয়েছে।

কিভাবে সম্ভব দ্বীন কায়েম করা?

দ্বীন কায়েম সম্ভব একমাত্র রাসূল (ﷺ)-এর তরিকায়। এর বিকল্প কোনো থিওরি ও মতাদর্শ দ্বারা সম্ভব নয়।

যাহোক, এ ক্ষেত্রে তাঁর তরিকা ছিল, প্রথমতঃ আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের তাওহীদের আলোকে মানুষের চিন্তার পৃথিবীকে পরিবর্তন করা এবং শির্‌কী ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত করা। তাই তো তিনি মক্কী জীবনের **১৩**টি বছর কেবল কালিমাতুত তাওহীদ তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বাণীকে জনে জনে মানুষের কর্ণ কুহুরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। কারণ মানুষের মনে এই ‘আক্বীদাহ্-বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যতিরেকে কখনই প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব নয়। তারপর

[১৪৮] *তাইসীরিল কারীমির রাহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান (তাফসীরে বিন সা'দী নামে সুপরিচিত) লেখক : আব্দুর রহমান বিন নাসের ‘আস্ সা'দী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।*

[১৪৯] *‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রমূখ হতে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত হাদীস।*

পর্যায়ক্রমে তিনি ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন।

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব ছিল, তাওহীদ তথা এক মহান আল্লাহর 'ইবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বান করা এবং তাগুত থেকে মানুষকে সতর্ক করা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।"[১৫০]

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যত কিছুর 'ইবাদত করা হয় তাকেই তাগুত বলা হয়।

রাসূল (ﷺ) প্রখ্যাত সাহাবী মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় তিনি সর্বপ্রথম তাওহীদ দ্বারা দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তারপর পর্যায়ক্রমে সালাত, সাওম, যাকাত ইত্যাদি দ্বীনের বিধি-বিধানের দিকে আহ্বান করতে বলেছেন।

এই তাওহীদের জ্ঞানার্জন করাই প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের উপর সর্বপ্রথম ও সর্ব বৃহৎ ফরয। এর চেয়ে বড় ফরয অন্য কিছু নেই।

অতএব, 'আলেম-উলামা, দাঈ', প্রচারক, লেখক, গবেষক, সংগঠক সকলের উপর অপরিহার্য দায়িত্ব হলো, তাওহীদ ও বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করা। তাওহীদকে সব কিছুর আগে অগ্রাধিকার দেয়া; এর পরে অন্য কিছু। কেননা শির্কের পঙ্কিলতায় হাবুডুবু খাওয়া জাতির মননকে তাওহীদের আলোকে আলোকিত করা ছাড়া কখনোই প্রকৃত দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। যখন মানুষ তার তিন হাত শরীরের মধ্যে মহান আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে সক্ষম হবে তখন মহান আল্লাহর জমিনে মহান আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে। আর তাওহীদ বাদ দিয়ে যত কিছু করা হোক না কেন তা হবে প্রাসাদ তৈরির জন্য মূল ফাউন্ডেশন শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা না করে ঘরের দরজা-জানালা ও ডেকোরেশনের কাজে সময় নষ্ট করা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও বুজ দান করতঃ তদনুযায়ী 'আমল করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। –আল্লাহু আলাম। ❑

[১৫০] *সূরা আন্ নাহ্ল : ৩৬।*

কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতকারীর পিতা-মাতার রয়েছে বিশেষ মর্যাদা

[২৯ পৃষ্ঠার পর]

তার মাথায় পরিধান করানো হবে শান্তি এবং সম্মানের তাজ। আর তার পিতা মাতাকে দেয়া হবে দু'টি মূল্যবান পোশাক, যার বিপরীত পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু তুচ্ছ মনে হবে। কুরআন তিলাওয়াতকারীর পিতামাতা আবেদন করবে– হে আমার রব! এই সম্মান কোন 'আমলের কারণে? তাদেরকে উত্তরে বলা হবে তোমার সন্তানকে কুরআন শিখানোর কারণে। কুরআন তিলাওয়াতকারীকে কিয়ামতের দিন বলা হবে যেভাবে পৃথিবীতে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে এভাবে তিলাওয়াত করো এবং জান্নাতের স্তরসমূহে আরোহণ করতে থাকো তোমার সর্বশেষ স্তর ওখানে হবে যেখানে গিয়ে তুমি তিলাওয়াত করা বন্ধ করবে"।[১৫১]

সন্তানকে নেক এবং কুরআনের ধারক-বাহক বানালে এর সুফল মা-বাবা মৃত্যুর পরেও পাবেন যখন মানুষের সব ধরনের 'আমল বন্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় 'আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩টি 'আমল বন্ধ হয় না– **১.** সাদাকায়ে জারিয়া, **২.** এমন 'ইল্‌ম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় ও **৩.** এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।'[১৫২]

মা-বাবা মানুষের অমূল্য সম্পদ, যার মূল্য পরিশোধ করে শেষ করা যাবে না। পৃথিবীতে মা-বাবার চেয়ে বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি দ্বিতীয় আর কেউ নেই। শৈশবে সন্তানের পড়ালেখা ও বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মা-বাবার যেমন করণীয় রয়েছে, তেমনি মা-বাবার বৃদ্ধ বয়সে কিংবা অসুস্থ হলে তাদের জন্য সন্তানের অনেক করণীয় রয়েছে। তাদের ইন্তেকালের পরও সন্তানের অনেক করণীয় বিষয় থাকে। মৃত্যুর পর মানুষের নিজের 'আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির দুনিয়ায় রেখে যাওয়া সুসন্তানের দু'আ ও সাদাক্বায়ে জারিয়ার সওয়াবের দরজা বন্ধ হয় না। ❑

[১৫১] *তাবারানী।*
[১৫২] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৩১০।*

ক্যারিয়ার : শিক্ষক নিবন্ধনের প্রস্তুতির ধরন ও বিষয়াবলি

-ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ*

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অসীম ক্ষমতা দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যাতে সে নির্ভেজালভাবে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে জীবনের সর্বস্তরে স্বার্থকতার পদচিহ্ন এঁকে দিতে পারেন মানব সভ্যতার দেয়ালে দেয়ালে। স্রষ্টার অমীয় বাণী সাহসিকতার সাথে বিভিন্ন স্তরে পৌঁছাতে পারে নির্ভেজালভাবে। মানুষকে পরিচিত করতে পারে একত্ববাদি অনবদ্য শাশ্বত বিশ্বজনীন এক চেতনার সাথে। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এই ক্ষমতা কেউ পিতা-মাতা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বলয়ে এসে টের পান, কেউ জন্মগতভাবেই সচেতন হয়ে বেড়ে উঠেন। যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনে নেন বহুমাত্রিক পরিকল্পনা। কর্মজীবন নিয়ে আগাম প্রস্তুতি নেন। যারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে সময়কে কাজে লাগিয়েছে ও সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনা করে এগিয়েছে তারাই কিন্তু জীবনের স্তরে স্তরে সফল হয়েছে। আর পরিকল্পনা করতে হয় দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদি। অবিরাম কাজ করে যেতে হয় প্রতিদিন, চাই সেটা কম হোক বা বেশি হোক। কিছু কাজ নিজে করতে হয়, কিছু কাজ অন্যকে দিয়ে করাতে হয় এবং কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় কিছু কাজ আজ না করে অন্য সময়ের জন্য রেখে দিতে হয়। নিয়মিত কাজের বারাকাহ অসাধারণ, অতুলনীয়। আপনি আপনার নিজেকে কিভাবে দেখতে চান, কোন বিভাগে কিভাবে নিজের যোগ্যতার পরিস্ফুটন ঘটাতে চান এবং আজ থেকে পাঁচ/দশ বছর পর লোকজন আপনাকে কিভাবে দেখতে চায়, মানুষ আপনাকে কিভাবে ও কেন মূল্যায়ন করবে; তার একটি হাইপোথিসিসি কল্পলোকে আপনি তৈরি করুন। এইভাবে পরিকল্পিত জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়াই হলো ক্যারিয়ার সচেতনতা ও ক্যারিয়ার ভাবনা। সচেতন বা অবচেতনভাবে আমরা কিন্তু প্রতিটি মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজেরই একটি ছক আঁকি। আগাম এই চিন্তা-ভাবনা করে কাজকে ঘুছিয়ে রাখা ও পরবর্তিতে কাজকে সঠিকভাবে সম্পাদন করার এই প্রক্রিয়ায় কাজের শিখন ফল ও ফিডব্যাকের সাকসেস রেট বেশি নিশ্চিত করা যায়। সফল উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সফল লোকজন এইভাবেই কজে করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্র জীবন শেষে কর্মজীবন নিয়ে এই ভাবনা তাদের পড়াশোনায় মনোযোগী করে, করে বহুমাত্রিকভাবে উদ্যমশীল। আপনি যদি শিক্ষক হতে চান আপনাকে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (এনটিআরসিএ) পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। প্রিলিমিনারি বা প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষায় পাসের পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাস করলে কোনো টাকা খরচ ছাড়া আপনি চাকরি পাবেন। এ চাকরি পাওয়া খুবই সহজ; যদি নিয়মিত পরিকল্পিতভাবে আপনি একটু পড়াশুনা করেন। এ শিক্ষকতার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মাঝে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। বিদআত-শির্কের আস্তরে ঢাকা এ জনপদে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর নিবেদিত প্রাণ হিসেবে তরুণ প্রজন্মের মাঝে কাজ করার এ সুযোগ কেন আপনি হারাবেন?

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা, এ পেশার মাধ্যমে একজন শিক্ষক তার ওপর অর্পিত সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক দায়িত্বগুলো অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করতে পারেন। শিক্ষকতা পেশায় যারা ক্যারিয়ার শুরু করতে চান (বিশেষ করে বেসরকারি স্কুল, কলেজ মাদ্রাসা) তাদের জন্য শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন একটি স্কুলপর্যায়ে অন্যটি কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ের পরীক্ষা দিতে হয়। নতুন পদ্ধতিতে এই সনদ দিয়ে এনটিআরসিএ বরাবর অনলাইনে আবেদন করে মেধাতালিকার ভিত্তিতে যেকোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাওয়া যায়। সামনে আসছে শিক্ষক নিবন্ধন নিয়োগ পরীক্ষা। আপনারা নিশ্চয়ই আবেদনের চিন্তা করছেন এবং কেউ কেউ এখন পুরোদমে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আজকের আয়োজনে আছে পরীক্ষাপদ্ধতি ও বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা। চলুন আলোচনায় যাওয়া যাক-

পরীক্ষার নিয়ম বা পদ্ধতি

বিগত বছরের মতো সামনেও প্রার্থীদের এমসিকিউ পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার সময় থাকবে ১ ঘণ্টা। বিষয় থাকবে মোট ৪টি। বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান। প্রতিটি বিষয়ে ২৫টি করে মোট ১০০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ৫০ নম্বর কাটা হবে। তাই প্রতিটি উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে। এরপর

**সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা), সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।*

প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। উভয় পরীক্ষার পাস নম্বর ৪০। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবেন, শুধু তারাই লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পরবর্তী সময়ে এসএমএসের মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় জানিয়ে দেয়া হয়। তাই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে আপনিও পেতে পারেন শিক্ষক নিবন্ধনের সনদ।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য : বাংলা ব্যাকরণ অংশের প্রায় প্রতিটি অধ্যায় থেকে এক থেকে দু'টি প্রশ্ন আসে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে ভাষারীতি ও বিরাম চিহ্নের ব্যবহার, বাগধারা ও বাগবিধি, ভুল সংশোধন বা শুদ্ধকরণ, অনুবাদ, সন্ধি বিচ্ছেদ, কারক, বিভক্তি, সমাস ও প্রত্যয়, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ, বাক্য সংকোচন, লিঙ্গ পরিবর্তন অধ্যায়গুলো ভালোভাবে পড়লে প্রশ্ন কমন পাওয়া যাবে। আর সাহিত্য অংশের জন্য নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের সব লেখক পরিচিতি সম্পর্কে অধ্যয়নের পাশাপাশি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক সম্পর্কে জানতে হবে। এছাড়া বিগত বছরগুলোর শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রশ্ন ও পিএসসির ক্যাডার, নন-ক্যাডার পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান করলে পরীক্ষায় কমন পাওয়া যাবে।

গণিত : গণিতে ভালো করতে হলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির বইগুলো বারবার অনুশীলন করতে হবে। পাটিগণিত থেকে লসাগু, গসাগু, ঐকিক নিয়ম, শতকরা, সুদকষা, লাভ-ক্ষতি, অনুপাত-সমানুপাত এসব অধ্যায় ভালো করে অনুশীলন করলে প্রশ্ন কমন পাওয়া যাবে। আর বীজগণিতের জন্য করতে হবে উৎপাদক, বর্গ ও ঘনসংবলিত সূত্রগুলো ও প্রয়োগ, গসাগু, সূচক, লগারিদম এসব অধ্যায় থেকে প্রতি বছরই প্রশ্ন থাকে। জ্যামিতির জন্য রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ক্ষেত্রফল ও বৃত্ত অধ্যায়গুলো আয়ত্তে রাখা বিশেষ জরুরি। এছাড়া বিগত বছরগুলোর বিসিএস প্রশ্ন ও শিক্ষক নিবন্ধন প্রশ্নগুলো বারবার অনুশীলন করলেও পরীক্ষায় ভালো করা যাবে।

ইংরেজি : ইংরেজি বিষয়ে ভালো করতে হলে গ্রামারের খুঁটিনাটি বেশি করে জানতে হবে। অর্থাৎ- গ্রামার অংশকে গুরুত্ব দিয়েই এ অংশে ভালো করা সম্ভব। এই গ্রামার অংশ থেকেই স্কুল ও কলেজ উভয় পর্যায়েই প্রশ্ন আসে। Completing Sentences, Translation from Bengali to English, Change of parts of speech, Right forms of verb, Fill in the blanks with appropriate word, Transformation of sentences, Synonyms and Antonyms, Idioms and Phrases, Article এই অধ্যায়গুলো মনোযোগ সহকারে পড়লে প্রশ্ন কমন পাওয়া যাবে। এছাড়া বিগত বছরগুলোর প্রশ্নগুলো বারবার অনুশীলন করে পরীক্ষায় ভালো করা যাবে।

সাধারণ জ্ঞান : এ অংশে ভালো করতে হলে প্রয়োজন নিয়মিত পত্রিকা, ম্যাগাজিন পড়া এবং দেশি-বিদেশি সমসাময়িক খবরগুলো নিজের আয়ত্তে রাখা। বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং রোগব্যাধি সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। বাংলাদেশ অংশে বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, জলবায়ু, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, এবং অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত থাকা দরকার। আর আন্তর্জাতিক অংশের জন্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, দিবস, পুরস্কার ও সম্মাননা ইত্যাদি বিষয় জেনে রাখা আবশ্যক। সাম্প্রতিক বিষয়ের জন্য মাসিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও মাসিক জ্ঞানপত্র পড়তে পারেন। এছাড়া বাজারে প্রচলিত সাধারণ জ্ঞানের যেকোন একটি ভালো গাইড বই (যেমন- ক্যারিয়ার এইড সাধারণ জ্ঞান) পড়লে পরীক্ষায় ভালো করা যাবে।

লিখিত পরীক্ষা : প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ঐচ্ছিক বিষয়ের ওপর ১০০ নম্বরের ৩ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। লিখিত পরীক্ষার জন্য এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস এনটিআরসিএ-এর ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। পাশাপাশি স্কুল পর্যায়ের জন্য নবম-দশম শ্রেণির বইগুলো পড়তে হবে এবং কলেজপর্যায়ের লিখিত পরীক্ষায় ভালো করতে হলে প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স পর্যায়ের বইগুলো পড়লেই চলবে। এছাড়া বিগত বছরের প্রশ্ন থেকেও অনেক কমন পাওয়া যাবে। প্রতিটি প্রশ্নেরই বিকল্প প্রশ্ন থাকবে। তাই যে প্রশ্নটি ভালো পারবেন সেটির উত্তর দিবেন।

মৌখিক পরীক্ষা : লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিবে। ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রায় সকলেই উত্তীর্ণ হন। মৌখিক পরীক্ষার জন্য আপনাকে সংশ্লিষ্ট অনার্স বিষয়ের পাশাপাশি মৌলিক বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সাম্প্রতিক ঘটনাসহ সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে দক্ষ হতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি শিক্ষকতাকেও প্রভাবিত করেছে নানা মাত্রায়। যার অনিবার্যতায় শিক্ষকতা এখন আর নিছক ঐতিহাসিক সেবা নয়, চ্যালেঞ্জিং ক্যারিয়ারও বটে। নানা অবক্ষয়ের এদেশে এখন ক্রান্তিকাল চলছে। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে কাণ্ডারির বড় দরকার। একমাত্র আদর্শ দেশপ্রেমিক শিক্ষকরাই পারেন সেই কাণ্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। মানুষকে জাহিলিয়াতের অমানিশা থেকে উদ্ধার করতে। ❑

কিশোর ভুবন

হে যুবক! মহান আল্লাহকে ভয় করো

–আবু তাসনীম

অনেক সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সাহচর্য লাভ করে তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণকারী হাসান আল বাসরী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

তখন ছিল ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর যুগ।

সে যুগে এক যুবক ছিল। যিনি মসজিদমুখী ও ‘ইবাদতগুজার বান্দা।

সে সময়ের এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে যুবককে পছন্দ করত।

একদিন তাকে একাকী পেলে মেয়েটি পথ আটকায় এবং তার সাথে কথা বলে। শুধু কথাই হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্য কিছু নয়।

মেয়েটির সাথে কথা বলার পর থেকে যুবকের মনে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। হায় আমি কি করলাম একজন বেগানা নারীর সাথে কেনো কথা বললাম ইত্যাদি।

সে খুব কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে একসময় বেহুঁশও হয়ে পড়ল।

যুবকের চাচা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন। ভাতিজাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত ছুটে গেলেন এবং বাসায় নিয়ে আসলেন।

যুবকটার যখন হুঁশ ফিরল এবং তার চাচাকে বলল,

চাচাজান, আপনি আমার সালাম নিয়ে খলিফা ‘উমারের কাছে যান। তাঁকে জিজ্ঞেস করুন,

যে তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে, তার পুরস্কার কী?

ভাতিজার প্রশ্ন নিয়ে চাচা গেলেন খলিফার দরবারে।

‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) শুনলেন তার কথা। এরপর যুবককে দেখতে চাচার সাথে বাড়িতে গেলেন। গিয়ে দেখেন যুবক এখনও কাঁদছে। এত বেশি কাঁদছিল যে, এভাবেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। ‘উমার-এর কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তরটাও শুনা হলো না তার।

‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) নিথর দেহটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, হে যুবক!

যে তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে, তার জন্য দু’টো জান্নাত। এটাই তোমার উত্তর।

বি. দ্র. গ্রন্থ : যাম্মুল হাওয়া- ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ)।

‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর উত্তরটা ছিল সূরা আর্ রহ্মা-ন-এর আলোকে। যেখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾

“যে তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে, তার জন্য দু’টো জান্নাত।”[১৫৩]

হে যুবক! তোমরা যারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ইনবক্সে পর-নারী, পর-পুরুষদের সাথে কথা বলো, তাওবার প্রয়োজনবোধ মনে করো না।

ইসলামে বিবাহবহির্ভূত প্রেম, যৌন সম্পর্ক, আসক্তিমূলক আচরণ, সামাজিকতার নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ফাহেশা কথা-বার্তা বা চ্যাটিং সবই হারাম তথা নিষেধ।

যৌন সম্পর্ক, অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা তো দূরের কথা, বিবাহবহির্ভূত নারী-পুরুষরা কোমল বা নরম ভাষায় সরাসরি, মোবাইলে কিংবা চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে আসক্তিমূলক কথা-বার্তাও বলা যাবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে পাকে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا﴾

“হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নয়; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না– যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।”[১৫৪] ❑

---

[১৫৩] *সূরা আর্ রহ্মা-ন : ৪৬।*

[১৫৪] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৩২।*

কবিতা

নকীবের আহ্বান

মোল্লা মাজেদ*

দশ দিগন্তের বাঁধন টুটে
আয়রে ছুটে গেয়ে নতুন গান
আজ মরা গাঙের প্রান্ত সীমায়
ঐ দেখা যায় বান ডেকেছে বান।

নব রবির আলোক রেখা
পূব আকাশে যায়রে দেখা
রাত পোহাবার নেই বাঁকি আর
শোনরে ভোরের গান
বাঁধন টুটে আয়রে ছুটে
নতুনের ফরমান।

অকুলো পাথার নেই পারাপার
মাল্লা বিহীন তরী
ভরা দরিয়ায় প্রলয় দোলায়
নেই কেহ কাণ্ডারী।

ঊর্মি দোলায় ঊর্ধ্ব ফনায়
জলধি পূর্ণ কানায় কানায়
সব সংশয় যাবে নিশ্চয়
হও সবে আগুয়ান
কেটে যাবে রাত এসো এক সাথ
নকীবের আহ্বান।

একটু থাম

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

আমার লেখায় আগুন আছে
ধরবি না
ভণ্ডরা সব দূরে থাকিস্
পড়বি না!
পড়লে দেখবি ভণ্ডামি সব করছি
ফাঁস
কলম খোঁচায় তোদের আমি দিছি
বাঁশ!
আমার লেখায় পাতায় পাতায়
প্রতিবাদ
দূর্নীতিবাজ তোদের তরে
মরণফাঁদ!
আর কতকাল হারাম খাবি
ক
ফাঁদে পড়ার আগে মানুষ
হ।
পেট পূজারী বিদআতী ভণ্ড
হুজুর
তোদের তরে আমার কলম লোহার
মুগুর!
ব্যবসা তোদের বন্ধ হবে, ধরছে
আগুন
সময় থাকতে সঠিক দ্বীনে ফিরে
আসুন-
ছাড় ওসব, শির্ক, বিদআত ভ্রান্ত
মত
কুরআন সহীহ সুন্নাতই সঠিক
পথ।
আমার লেখা পড়লে নেতার শরীর
জ্বলে
দুর্নীতি কুকর্ম ফাঁস করেছি
বলে!
হারাম খেয়ে বিশাল ওদের হইছে
ভুঁড়ি
হাত কাঁপেনি কাঙালের ধন করতে
চুরি!
জাহান্নামে খেতে হবে পুঁজ, রক্ত,
ঘাম
মরার কথা স্মরণ করে একটুখানি
থাম।

কথার নিষ্ঠুরতা

মো. আনাস*

ওহে মানুষ বলোনা এমন কথা,
যে কথা শুধু মনে দেয় ব্যাথা।
তরবারির আঘাতে যেমন রক্ত ঝরে যায়,
কথার আঘাতে তেমন অন্তর জ্বলে যায়।
টারগেট করে মারো পাখি, নাহি লাগে তীরে,
এমন কথা বলোনা তুমি যা লাগে অন্তরে।
যদি কষ্ট পেয়ে থাকো কারো কথার কারণে,
তাহলে প্রতিশোধ নিয়ো তুমি ক্ষমা প্রতিদানে।

* রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।
* বামনাছড়া গয়নারঘাট, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
* অধ্যয়নরত, পাঁচরুখী মাদ্‌সারা দারুল হাদীস সালাফিইয়্যাহ।

শুব্বান সংবাদ

কেন্দ্রীয় শুব্বানের ১০ম সেশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ১০ম সেশনের মজলিসে শূরারের প্রথম সভা গত ৩১ আগস্ট বৃহস্পতিবার ঢাকার যাত্রাবাড়ীস্থ জমঈয়ত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক-এর সভাপতিত্বে এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন শুব্বানের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মো. আসাদুল ইসলাম (অসুস্থতার কারণে তিনি অনলাইনে যুক্ত হন)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদ্য বিদায়ি সভাপতি ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী। সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত শেষে তারই সঞ্চালনায় যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমাদ সূরা আল আহ্যা-ব থেকে দারস পেশ করেন। এরপর আল্লামা মুহাম্মদ সালেহ আল উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) রচিত الصحوة الإسلامية ضوابط و توجيهات (ইসলামী পুনর্জাগরণের পথ ও পদ্ধতি) শীর্ষক বইয়ের পাঠ্যচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বর্তমান সেশনের বিভাগীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ আগামী দুই বছরের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এছাড়া নীতি-নির্ধারণী বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, শুব্বানের অগ্রযাত্রায় আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে কবুল করে দায়িত্ব দিয়েছেন তাদের উচিত এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হলো, নিজ নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে এই সবুজ জমিনে ছাত্র ও যুবসমাজের মাঝে তাওহীদের প্রচারে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে শেরপুরে তাবলীগী সফর

গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে সংগঠনের সাবেক সভাপতি ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী নেতৃত্বে শেরপুর জেলার নকলা ও সদর এলাকায় দাওয়াহ ও তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়। জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের সহযোগিতায় উভয় এলাকার ১৮টি মসজিদে সফরকারী নেতৃবৃন্দ জুমুআর খুতবাহ প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় শুব্বানের পক্ষ থেকে ১৮টি মসজিদে সৌদি ছাপা কুরআনুল করীমের তাফসীর, দু'আর বই, ফেস্টুন, চাবির রিং প্রভৃতি উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।

বাদ আসর নকলা জোড়া ব্রিজপাড় আহলে হাদীস জামে মসজিদে স্থানীয় জমঈয়ত ও শুব্বান নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেরপুর জেলা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ মো. মাজহারুল আলম এতে সভাপতিত্ব করেন।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের কোষাধ্যক্ষ ইমাম হাসান মাদানী, ছাত্র সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ইবরাহিম খলিল, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মো. নাজিবুল্লাহ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবু লায়েছ ফাহিম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ গাজী, সুরিটোলা শুব্বান শাখার সভাপতি মো. রবিউল্লাহ, আহসান হাবিব, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন শেরপুর জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন এলাকার নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় শুব্বানের নিয়মিত মাসিক আলোচনা সভা

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছের সঞ্চালনায় গত ২৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় শুব্বানের নিয়মিত মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্‌রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়ার শিক্ষার্থী হাফেয আব্দুর রাজ্জাকের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুক্রবার বাদ মাগরিব আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) মিলনায়তনে "বাক স্বাধীনতা : ইসলামী পরিধি" শীর্ষক মাসিক আলোচনা সভার-৩১ তম পর্বে প্রধান আলোচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, কেন্দ্রীয় শুব্বানের দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ, পাঠাগার সম্পাদক তাকিউদ্দীন, জুনিয়র অফিস সহকারী মো. আনোয়ার হোসাইন প্রমুখ। মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া ও যাত্রাবাড়ি থানা শুব্বান শাখার

বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সুধীবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

মাদ্‌রাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবিয়া শাখা শুব্বানের বিশেষ সভা

ঢাকার যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী মাদ্‌রাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবিয়া শাখা শুব্বানের বিশেষ সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন এম. এম. আরাবিয়া শাখার যুগ্ম প্রচার সম্পাদক হাফেয নাসির উদ্দিন। ফরিদ সরকারের সভাপতিত্বে ও কোষাধ্যক্ষ রাকিবুল হাসান-এর সঞ্চালনায় বাদ আসর এম. এম. আরাবিয়ার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শুব্বানের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম. এম. আরাবিয়া শাখার প্রধান উপদেষ্টা ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রবাস ও বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালিম মাদানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মো. নাজিবুল্লাহ, দফতর সম্পাদক মো. হেদায়েতুল্লাহ প্রমুখ।

মাদ্‌রাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবিয়া শাখার পক্ষ থেকে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং সদ্য বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এ সভায় শাখার সভাপতির পদটি শূন্য থাকায় সহ-সভাপতি ফরিদ সরকারকে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

সিরাজগঞ্জ জেলা শুব্বানের উদ্যোগে তাবলীগী সফর

আদ-দাওয়াহ ও তাবলীগী কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিরাজগঞ্জ জেলা শুব্বানে উদ্যোগে গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার কামারখন্দ উপজেলার ১০টি মসজিদে জুমু‘আর খুতবাহ্ প্রদান করেন জেলা শুব্বানের প্রতিনিধিবৃন্দ। এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক হাফেজ আশিক বিন আশরাফ, সিরাজগঞ্জ জেলা শুব্বানের সহ-সভাপতি মো. শরিফুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসিবুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ সাইফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সোবহান, কামারখন্দ উপজেলার প্রচার সম্পাদক হাফেজ তৈয়ব আলী প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, সকাল ১০টায় কামারখন্দ ফাজিল মাদ্‌রাসায় জেলা শুব্বানের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মিরপুর শাখা শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা

গত ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার মিরপুর (ঢাকা) শাখা শুব্বানের উদ্যোগে মাসজিদ বায়তুল হাক্ব ও মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ কমপ্লেক্সে মাসিক আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব (৩৩) অনুষ্ঠিত হয়। হাসিবুল ইসলামের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ও সাধারণ সম্পাদক যুবায়ের আহমাদের সঞ্চালনায় বাদ মাগরিব প্রোগ্রাম শুরু হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শাখার সহ-সভাপতি ও মাজলিসে ক্বারার সদস্য শাইখ ইয়াসিন বিন ইদরীস। বিশেষ আলোচক হিসেবে ‘বিদআত ও তার ভয়াবহতা’ শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহীল হাদী।

প্রধান আলোচক হিসেবে “ঈদে মিলাদুন্নবী : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ” শীর্ষক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহর মুহাদ্দিস শাইখ আনিসুর রহমান মাদানী।

ঢাকা-মানিকগঞ্জ সাংগঠনিক জেলা শুব্বানের কার্যক্রম

গত ২০ সেপ্টেম্বর বুধবার ঢাকা-মানিকগঞ্জ সাংগঠনিক জেলাধীন বরাটিয়া ও জেঠাইল এলাকার ৫টি মসজিদ সফর করেন জেলা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হাসিবুর রহমান। সফরসূচিতে অংশগ্রহণ করে নেতৃবৃন্দ শুব্বান কর্মীদের নিকট সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম, পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। বাদ যোহর মহিষাশী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে শুব্বানের দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মহিষাশী জামিয়া ইসলামিয়া হাফিযিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ শাইখ জাহিদ হাসান। বৈঠক শেষে আরো ৪টি মসজিদে সফর করা হয়। এছাড়াও শুব্বান কর্মীদের নিকট ঢাকা-মানিকগঞ্জ সাংগঠনিক জেলা শুব্বানের অতীত ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়।

الفتاوى والمسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‘আত, প্রত্যেকটি বিদ্‘আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।
(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : *আল কুরআনের পরিচয়গত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রেফারেন্সসহ জানতে চাই।*

আব্দুল ফজল
ডোমার, নীলফামারী।

জবাব : কুরআনুল করীম-এর বৈশিষ্ট্যগত বহু পরিচয় রয়েছে। এটি মানবজাতির জন্য তাওহীদের পথে আহ্বানকারী– ***(সূরাতুল ফুরক্বা-ন : ১)***। বিগত আসমানী কিতাবসমূহের বিধান রহিতকারী– ***(সূরাহ্ আ-লি ‘ইমরান : ৮৫)***। হক্ব ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী– ***(সূরা আল বাকারাহ্ : ১৮৫)***। সর্ব বিষয়ের ব্যাখ্যাকারী পরিপূর্ণ বিধান– ***(সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল : ৮৯)***। অন্যের জন্য শ্রেষ্ঠ মু’জিযাহ্– ***(সূরাহ্ হূদ : ১৩)***। সহজ ও অনুধাবনযোগ্য আসমানী কিতাব– ***(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ১৭)*** এবং তিলাওয়াতের মাঝে বহু সাওয়াব রয়েছে– ***(সূরাহ্ আল ফা-ত্বির : ২৯-৩০; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৯৮)***। এভাবে লক্ষ্য করলে আল-কুরআনের অনেক বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার বিবিরণ দেখতে পাবো। এখানে বিস্তারিত আলোচনা সমীচিন মনে করছি না। –ওয়াল্লা-হু আ‘লা।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***মসজিদের গ্রাউন্ড ফ্লোরে দোকান নির্মাণ করে ভাড়া দেয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়িয হবে কি?***

মো. আরমান
সদরপুর, ফরিদপুর।

জবাব : মসজিদ মহান আল্লাহর ঘর। এটি কেবল ‘ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়– ***(তাফসীর আল কুরতুবী- দারুল কুতুব আল-মাসরিয়া ছাপা- ১৯৩৫, ২/৭৮)***। এখানে সাধারণতঃ কোনো প্রকার বেচা-কেনা করা উচত নয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِيْ الْمَسْجِدِ، فَقُوْلُوْا : لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ.

“যখন তোমরা কাউকে মসজিদে বেচা-কেনা করতে দেখবে, তখন তোমরা বলবে– তোমার ব্যবসায় আল্লাহ তা‘আলা বরকত না দিক!”– ***(সুনান আবূ দাউদ- হা. ১০৭৯)***। মসজিদের অর্থ-সম্পদ কেবল মসজিদের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে; অন্য কোনো খাতে ব্যয় করাও জায়িয নয়। মসজিদ পরিচালনার জন্য আয়ের স্থায়ী বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ভাড়া দেওয়ার জন্য দোকান নির্মাণ করা জায়িয– ***(ফাতওয়া আল-লাজনা আদ-দায়িমা- ফা. ২১৫৬)***। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনো প্রকার অবৈধ তথা হারাম বস্তু বিক্রয় কিংবা শরিয়ত বিরোধী কোনো কার্যকলাপ যেন সংঘটিত না হয়। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে চারটি কালিমার কোন কালিমাটি পাঠ করাতে হবে? না-কি চারটিই পাঠ করাতে হবে।***

আয়েশা আক্তার
ডেমরা, ঢাকা।

জবাব : কোনো অমুসলিম যখন ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন তাকে মূলতঃ ২টি বিষয়ের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। আর তা হচ্ছে তাওহীদ ও রিসালাত। আর এ দু’টি স্বীকৃতির মূল কালিমা হলো–

أَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই এবং (এ কথারও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,) মুহাম্মাদ

(ﷺ) তার বান্দা ও রাসূল”– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৩৫ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৮)***। এ কালিমাটি একাধিক শব্দে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে, এ দু’টির মাঝেই বাকী কালিমাসমূহের মর্মবাণী নিহিত রয়েছে। তাই তাকে আর অন্য কোনো কালিমা পড়তে হবে না। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***সালাতের শেষ বৈঠকে আমি আমার সন্তানের জন্য কোন কোন দু‘আ পাঠ করতে পারব?***

ফারজানা
বনশ্রী, ঢাকা।

জবাব : সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ ও দরূদে ইব্রাহীম-এর পর মাসনূন দু‘আ পাঠের পর যে কোনো দু‘আ করা যায়। এ ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে। সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ثُمَّ يَدْعُوْ لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ.

“তোমাদের কেউ যখন তাশাহ্হুদ পাঠ করবে, সে যেন ৪টি বিষয় হতে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে– (আর তা হচ্ছে) জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, জীবিত ও মৃতের ফিতনা এবং প্রতিশ্রুত দাজ্জালে অনিষ্ট হবে। অতঃপর তার জন্য যা ইচ্ছা তা দু‘আ করে”– ***(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১২৯৩)***। উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে আপনি সন্তানের কল্যাণ কামনা করে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত যে কোনো দু‘আ করতে পারেন। যেমন- সৎ সন্তান চেয়ে দু‘আ–

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾

“হে আমার রব! আমাকে আপনার পক্ষ হতে নেক সন্তান দিন! নিশ্চয়ই আপনি দু‘আ কবুলকারী”– ***(সূরাহ্ আ-লি ‘ইমরান : ৩৮)***। অন্যত্র এসেছে–

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন, যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয়। আর আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের নেতা বানিয়ে দিন!”– ***(সূরাহ্ আল ফুরক্বা-ন : ৭৪)***। এরূপ আরো কিছু দু‘আ কুরআন ও হাদীসে রয়েছে, যা দিয়ে আপনি আপনার সন্তানের জন্য দু‘আ করতে পারেন। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ)-এর ছেলে মেয়ে ও নাতি নাতনিদের পরিচয় জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।***

আব্দুল লতিফ
সাঘাটী, গাইবান্ধা।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ৩জন পুত্র সন্তান ছিলেন, যারা শিশু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁরা হলেন– ক্বাসেম, ‘আব্দুল্লাহ ও ইব্রাহীম– ***(রহমাতুল্লিল ‘আলামীন’- মুহাম্মাদ সালমান মনসূরপুরী, ৩৪৯-৩৫০; সহীহুল বুখারী- হা. ১৩০৩)***। আর কন্যা সন্তান ছিলেন ৪জন। তাঁরা হলেন– জয়নব, রুক্বাইয়্যা, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)– ***(আল লু‘লূ আল মাকনূন ফী সীরাতিন নাবিয়্যিল মা‘মূন- মূসা আল-আযেমী, হা. ৩৩১; হাকিম- হা. ৫৩)***। আর আমাদের নবী (ﷺ)-এর ২ জন নাতি যথাক্রমে– হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও ৩ জন নাতিন যথাক্রমে– যয়নব, উম্মে কলসুম ও উমামাহ্– ***(কিতাবু নাসবি কুরাইশিন- মুস‘আব আয্ যুবায়রী, হা. ৪০; আল-ইসাবাহ- ইবনু হাজর আল আসক্বালানী, ২৩-২৫, ১৬৬ ও ৪৬৫)***। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***আমি শুনেছি, আদ এর ছেলে সাদ্দাদ দুনিয়াতে জান্নাত বানিয়েছিল। এ কথার সত্যতা নিশ্চিত করে সংশয় দূর করবেন।***

সাইদুর রহমান
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

জবাব : কিছু কিছু তাফসীর ও সীরাত গ্রন্থে ইরাম জাতির ধ্বংসের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, আদ পুত্র শাদ্দাদ আদন নামক জান্নাতের বিবরণ শুনে ঐ আলোকে স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত বিশাল আয়তনের একটি বাগানবাড়ি তৈরি করেছিল। সে বাড়িতে সদলবলে প্রবেশের আগেই আল্লাহ তা‘আলা বিকট আওয়াজ দিয়ে তা ধ্বংস করে দেন। ফলে সে ঐ

বাগানবাড়িতে প্রবেশ করতে পারেনি। এটাকে অনেকে জান্নাত বলেছেন। কেননা, জান্নাত অর্থ বাগান। মূলত আল-কুরআনের সূরাতুল ফাজ্‌র-এ ইরাম বসতির আদ জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ হয়েছে। আর এ বর্ণনা করতে গিয়ে শাদ্দাদের কথিত জান্নাত প্রসঙ্গে অতিকথন করা হয়েছে, যার কোনো দালিলিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "যেরূপ বিবরণ ধারণা করে, তা মিথ্যা, বানোয়াট ও অপবাদ মাত্র। ওদের বর্ণনার বাইরে কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা প্রমাণিত নয়"– ***(তাফসীর ইবনু কাসীর- ৮/৩৯৫-৩৯৬)***। ঐতিহাসিক ইবনু খালদূন বলেন : সূরাতুল ফাজ্‌র-এ উল্লেখিত ইরম জাতির ধ্বংসের বর্ণনা দিতে গিয়ে (শাদ্দাদের জান্নাত সম্পর্কে) যা বলা হয়েছে, তার সত্যতার দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই– ***(তারীখে ইবনু খালদূন- ১/১৮-১৯)***। অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায়– শাদ্দাদের জান্নাত তৈরির ঘটনা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৭) : মানুষের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা জিন্ জাতি সৃষ্টি করেছেন। এর পূর্বে কোনো জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল কি? আর কিয়ামতের পর কোনো জাতিকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 'ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করবেন কি?

দেলোয়ার হোসেন
মিরপুর, ঢাকা।

জবাব : মানুষের পূর্বে পৃথিবীতে বিচরণশীল কোনো প্রাণী ছিল কি না তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। একদল মনে করেন– আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পূর্বে জিন্ জাতি পৃথিবীবে বসবাস করত। আর অপর দল মনে করেন, জিন্ মানুষের সমসাময়িক সৃষ্টি। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পূর্বে কোনো জাতি পৃথিবীতে বসবাস করেনি। যাঁরা জিন্ জাতির বিচরণের কথা বলেছেন, তারা এরও আগে হিন-বিন জাতি নামক আরেক শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা কিছু আসার ও মুফাস্‌সিরগণের উক্তি মাত্র। সাহাবী ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : নিশ্চয় প্রথমে জমিনে জিন্ জাতি বসবাস করতো। তারা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করলো। রক্তপাত ঘটালো এবং একে অন্যকে হত্যা করলো"– ***(তাফসীরে তাবারী- ১/২৩২)***। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বুধবারে ফেরেশ্‌তাগণকে, বৃহস্পতিবারে জিন্ জাতিকে এবং জুমু'আবার আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেন। জিন্‌দের একশ্রেণি কুফ্‌রী করলো। ফেরেশ্‌তাগণ জমিনে নেমে এসে তাদেরকে হত্যা করলো। ফলে জমিনে রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো– ***(প্রাগুক্ত)***। দীর্ঘ আলোচনার পর ইমাম ত্বাবারী উপরোক্ত বর্ণনা খণ্ডন কল্পে আব্দুর রহমান বিন ইয়াযিদ সূত্র উদ্ধৃত করেন। যাতে বলা হয়– আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্‌তাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন : আমি জমিনে এমন এক জাতি সৃষ্টি করতে চাই, যাদেরকে তথায় আমি প্রতিনিধি করবো। আর সে সময় ফেরেশ্‌তা ছাড়া মহান আল্লাহর আর কোনো সৃষ্টি ছিল না। এমনকি সে সময়ে জমিনে কোনো সৃষ্টি ছিল না– ***(প্রাগুক্ত- ১/২৩২)***। পক্ষান্তরে ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) জিন্ জাতির আগে জমিনে হিন ও বিন নামে একশ্রেণির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন– ***(আল-বিদায়া ওয়ান নেহায়া- ১/৫৫)***। মূলত এ বিষয়ে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না যা দিয়ে দলিল সাব্যস্ত হবে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : আমি এক আলেমের কাছে শুনেছি, রাতে থালা বাসন অপরিষ্কার রেখে ঘুমাতে গেলে বরকত নষ্ট হয়ে যায়। এটা হাদীসসম্মত কথা?

আহসান কবীর
কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

জবাব : "থালা-বাসন অপরিষ্কার রেখে ঘুমালে বরকত নষ্ট হয়ে যাবে" মর্মে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। যে পাত্রে কোনো খাবার বা পানীয় থাকবে, তা খোলা রেখে ঘুমাতে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«غَطُّوْا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوْا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِيْ السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذٰلِكَ الْوَبَاءِ».

"তোমরা থালা-বাসন ঢেকে রাখো এবং পানপাত্র উল্টিয়ে রাখো! কেননা বৎসরে একটি রাত রয়েছে যাতে রোগব্যাধি নেমে আসে। কোনো ঢাকনাবিহীন

থালা অথবা পানপাত্র পেলে তাতে ঐ রোগব্যাধি পতিত হয়"– *(সহীহ মুসলিম- হা. ২০১৪)*। কাজেই যে থালা-বাসনে খাদ্য থাকবে এবং যে পাত্রে পানীয় থাকবে তা ঢেকে রাখা জরুরি। নতুবা তাতে অনিষ্টের সম্ভাবনা থেকে যাবে। কিন্তু বরকত নষ্ট হয়ে যাবে –একথাটি হাদীসের ভাষ্য নয়। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৯) : ফরয গোসলের সঠিক পদ্ধতি জানতে চাই। সঠিক পদ্ধতিতে ফরয গোসল না করে সালাত আদায় করলে তা কবুল হবে কি?

মো. লাবীব
নেপাল প্রবাসী।

জবাব : ফরয গোসলের পূর্বে ভালো করে ইস্তেঞ্জা করে নেওয়া। অতঃপর **(১)** পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাত করা, **(২)** নাকের ভেতরে পানি প্রবেশ করিয়ে নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করা এবং গড়গড়ার সাথে কুলি করা, **(৩)** সমস্ত শরীরে ৩ বার করে পানি ঢেলে দেওয়া– *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৮, ৩৪৯; সহীহ মুসলিম- হা. ৩১৬, ৩১৭)*। উপরোক্ত পদ্ধতিতে সুন্দরভাবে গোসল করতে হবে। যদি শরীরের কোনো অংশ শুকনো থাকে, তাহলে শরীর অপবিত্র থেকে যাবে। আর অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করলে তা কবুল হবে না; বরং বাত্বিল বলে গণ্য হবে। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১০) : মেহেরবানী করে জানাবেন, মৃত ব্যক্তির নামের আগে মরহুম লেখা যাবে কি? মৃত্যু বুঝানোর জন্য আমরা কোন শব্দ ব্যবহার করতে পারি?

মোজাম্মেল হক
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : কোনো মৃত মুসলিম ব্যক্তির নাম নেওয়ার সময় 'মারহুম' বলার রীতি আমাদের মাঝে আছে। বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষ 'রাহিমাহুল্লা-হ' বলেন। আর এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত এবং নিরাপদ। কেননা 'মরহুম' কর্মবাচ্য বিশেষ্য পদ। যার অর্থ : রহম বা ক্ষমা প্রাপ্ত ব্যক্তি। মানুষ মৃত্যুর পর যে জগতে থাকে, তাকে বারযাখি জগত বলা হয়। আর বারযাখি জগত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেন না। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত 'ইল্‌ম অনুযায়ী রাসূল (ﷺ) যাঁদের ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন, কেবল তাঁদেরকেই জান্নাতী তথা রহমপ্রাপ্ত বলা যায়। না জেনে অন্য কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করা কোনোভাবে উচিত নয়; বরং সেটি হারাম। এ জন্য শাইখ ইবনু 'উসাইমীন (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

إذا قال قائل، وهو يتحدث عن الميت : المرحوم أو "المغفور له"، أو ما أشبه ذلك، إذا قالها خبرًا، فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يدري، هل حصلت له الرحمة أم لم تحصل له، والشيء المجهول لا يجوز للإنسان الجزم به، ولأن هذا شهادةٌ له بالرحمة، أو المغفرة من غير علم، والشهادة من غير علم محرمة، وأما إذا قال ذلك على وجه الدعاء والرجاء بأن الله تعالى يغفر له ويرحمه؛ فإن ذلك لا بأس به.

"যদি কেউ মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'মারহুম' তথা ক্ষমা প্রাপ্ত বা অনুরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ বলে এবং এর দ্বারা মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেটি জায়িয হবে না। কেননা, সে জানে না তার জন্য রাহমত অর্জিত হয়েছে কি না। আর অজ্ঞাত বিষয়ে দৃঢ়তার সাথে কথা বলা মানুষের জন্য জায়িয নয়। কেননা, এটি জ্ঞান ছাড়া রহমত বা মাগফিরাত লাভের সাক্ষী দেওয়া। আর 'ইল্‌ম বা জ্ঞান ছাড়া সাক্ষ্য দেওয়া হরাম। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন বা তার প্রতি রহমত নাযিল করবেন –এ আশায় বা দু'আ অর্থে বলাতে কোনো অসুবিধা নেই"– *(ফাতওয়া নূরুন 'আলাদ্দারবি- ক্যাসেট নং- ২৬৫)*। পক্ষান্তরে শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লা-হ) 'মারহুম' বলা জায়িয বলেননি– *(ফাতওয়া ওয়া মাক্বালাত- শাইখ বিন বায, ৫/৩৫৫)*।

অতএব 'মারহুম' শব্দের দু'টি অর্থ ও উদ্দেশ্য বহন করায় সতর্কতাস্বরূপ 'মারহুম' না বলে দু'আর বাক্য 'রাহিমাহুল্লা-হ' বলাই অধিক শ্রেয় ও নিরাপদ। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১১) : গাইরে মাহরাম নারী পুরুষ পরস্পর ফেসবুক ফ্রেন্ড হতে কোনো আপত্তি আছে কি?

খলিলুর রহমান
পিরোজপুর।

জবাব : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর উপকারিতা আছে এবং অপকারিতাও আছে। বেগানা

নারী-পুরুষ পরস্পরে বিনা প্রয়োজনে কথা বলা বা খুদে বার্তা আদাত-প্রদান করা জায়িয নয়। কেননা এতে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অন্যায় করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান সমাজে ঘটে যাওয়া পরকিয়া, বেশি বেশি বিবাহ বিচ্ছেদ ও নৈতিক স্খলন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ইসলাম নারীদের ফিতনা হতে কঠোরভাবে সতর্ক করেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ».

“আমার পর পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিতনা ছেড়ে আসিনি”– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫০৯৬; সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৪০)*। অপর হাদীসে বলেন :

«إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِيْ النِّسَاءِ».

“নিশ্চয়ই দুনিয়া মিষ্ট সবুজ। আর আমি সেথায় তোমাদেরকে প্রতিনিধিকারী। কাজেই তিনি দেখবেন– তোমরা কেমন করে কাজ করো। তোমরা দুনিয়া থেকে সাবধান! আর নারী থেকে সাবধান! কেননা বানী ইস্‌রা-ঈলের মাঝে প্রথম ফিতনা নারী সংক্রান্ত ছিল”– *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৪২)*। তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা শয়তান সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পথসমূহের অনুসরণ করো না। আর যে ব্যক্তি শয়তানের পথসমূহের অনুসরণ করবে– নিশ্চয়ই সে অশ্লীল ও মন্দ কাজের আদেশ করবে...”– *(সূরাহ্ আন্ নূর : ২১)*। উপরোক্ত দলিল-প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, এসব যোগাযোগ মাধ্যম নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ। সুতরাং এর মাধ্যমে কথা বলা বা খুদে বার্তা আদান-প্রদান করা সাধারনত জায়িয নয়। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (১২) : ইসলাম ভঙ্গের কারণগুলো দলিলসহ জানালে উপকৃত হতাম। আশাকরি সংক্ষেপে হলেও এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পাবো।

নূর জাহান বেগম
ঝিকরগাছা, যশোর।

জবাব : এক নযরে ইসলাম ভঙ্গের দশটি (১০) কারণ নিম্নরূপ–

১. মহান আল্লাহর সাথে শির্‌ক করা : আর এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে মৃতদের কে ডাকা, তাদের নামে আশ্রায় প্রার্থনা করা। মানত করা, তাদের সন্তুষ্টির জন্য পশু যবেহ করা ইত্যাদি। এ ধরনের শির্‌ক মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় এবং স্থায়ী জাহান্নামী করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

“নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্‌ক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম। আর অত্যাচারিদের কোনো সাহায্যকারী নেই।” *(সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ : ৭২)*

২. বান্দা ও মহান আল্লাহর মাঝে উসিলা ধরা : আরব মুশরিকগণ মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের উসিলা মানার কারণে মুশরিকই থেকে গেল, মুসলিম হতে পারল না। কাজেই এ ধরনের উসিলা ইসলাম বিধ্বংসী। আল্লাহ তা‘আলা এ প্রসঙ্গে বলেন :

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾

অর্থ : “যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, তারা বলে– আমরা তাদের ‘ইবাদত একমাত্র এ উদ্দেশ্যে করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে...।” *(সূরাহ্ আয্ যুমার : ৩)*

৩. মুশরিকদেরকে কাফির না জানা : অথবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা কিংবা তাদের দ্বীনকে সহীহ মনে করা। এটি বর্তমান সমাজের কিছু নামধারী মুসলিমের আদর্শে পরিণত হতে দেখা যায়। তারা কাফিরকে কাফির বলতে রাজি না। অথচ আল্লাহ

তা'আলা কাফিরকে আল-কুরআনে কাফির বলেই অভিহিত করেছেন। *(সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ : ১৭, ৭২ ও ৭৩)*

৪. মহান আল্লাহর নবীর তরীকা হতে অন্য কারো কোনো তরীকাকে অধিক পরিপূর্ণ মনে করা : অথবা তাগুতের ন্যায় অন্যের বিধানকে অধিক উত্তম মনে করা। এটি প্রকাশ্য কুফ্রীর। যেমন- সূফী বা পীরপন্থীরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ত্বরীকা হতে নিজেদের গুরুজনের পথ ও পদ্ধতিকে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র নাজাতের পথ বলে বিশ্বাস করে।

৫. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক আনীত বিধানের অংশ বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা : যদিও তার উপর 'আমল করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ﴾

"এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব আল্লাহ তাদের 'আমলসমূহ বতিল বা ধ্বংস করে দেবেন।" *(সূরাহ্ মুহাম্মাদ : ৯)*

৬. রাসূল (ﷺ)-এর বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দ্বীনের কোনো অংশ নিয়ে অথবা কোনো 'আমলের সাওয়াব কিংবা শাস্তি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা কুফ্রী। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ○ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾

"বলুন! তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা যে ঈমান গ্রহণের পর কাফির হয়ে গেছ।" *(সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ : ৬৫-৬৬)*

৭. যাদু-টোনা করা : যাদু করা বা যাদু মেনে নেওয়া ও যাদু শিক্ষা করা সবই কুফ্রী। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ﴾

"আর সুলাইমান কুফ্রী করেনি; শয়তানরাই কুফ্রী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত।" *(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ১০২)*

৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরের পক্ষে অবস্থান নেওয়া : মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সাহায্য সহযোগিতা করা ও তাদের পক্ষাবলম্বন করাও কুফ্রী। যারা এমনটি করবে, তারা মুশরিকদের মধ্যেই গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" *(সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ : ৫১)*

৯. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শরিয়তের বিকল্প শরিয়তে বিশ্বাস করা : কোনো কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শরিয়ত হতে বেরিয়ে যাওয়ার অবকাশ আছে এরূপ ধারণা করাও কুফ্রী। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন চায়, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না। আর পরিণামে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" *(সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান : ৮৫)*

১০. মহান আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া : দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ না করা ও দ্বীনের উপর 'আমল না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾

"ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালেম কে (?) যে তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়,

অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অবশ্যই আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।" ***(সূরাহ্ আস্ সাজদাহ্ : ২২)***

উপরোক্ত তাওহীদ ও ঈমান ধ্বংসকারী দশটি (১০) বিষয় সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকা দরকার। যাতে সহজে আমাদের দ্বারা তাওহীদ ও ঈমানের দাবির বিপরীত কোনো কাজ বা বিশ্বাস প্রকাশ না পায়। আর আমরা যেন এসব বিষয়ে কোনো প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন না করি। কেননা এগুলো ইসলাম ও কুফ্রীর মাঝে পার্থক্য নির্ধারণী পরিষ্কার বিষয়। এ ব্যাপারে অবহেলা করা কোনো মু'মিনের জন্য উচিত নয়।

জিজ্ঞাসা (১৩) : আমার পিতার কবর তার অসিয়ত ও আবেগবশত আমাদের বসতভিটার পাশেই দেওয়া হয়েছে। এতে বর্তমানে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমার পিতার কবর আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে স্থানান্তর করা যাবে কি?

আ. কাইয়ুম
রহনপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ।

জবাব : কবরকে মু'মিন ব্যক্তির বাড়ি বলা হয়েছে– ***(সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৯; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩২৩৭, সহীহ)***। কাজেই এমন একটি নিরাপদ স্থানে কবর দেওয়া উচিত, যাতে মু'মিন তাঁর বারযাখি বাড়িতে নিরাপদ থাকতে পারেন। ইসলামে আবেগের চেয়ে দলিলের প্রাধান্য বেশি। তাই আবেগতাড়িত হয়ে এমন কাজ করা ঠিক না, যা নিয়ে পরে আফসোস করতে হয়। মনে রাখবেন, সাধারণভাবে কবর স্থানান্তর করা বিধিসম্মত নয়। যদি সামাজিক বা জাতীয় বৃহৎ কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জড়িত থাকে, তাহলে কবর পুনঃখনন করে মৃতের দেহাবশেষের যা কিছু পাওয়া যায়, তা সসম্মানে মুসলিম কবরস্থানে স্থানান্তর করা জায়িয। অনুরূপ একটি প্রেক্ষিতে সাহাবী মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কবর স্থানান্তর করেছিলেন। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৪) : আমার দাদা বলেছেন, দাবা, ক্যারাম লুডো ইত্যাদি খেলা হারাম। তিনি কি সঠিক বলেছেন?

মো. ইলিয়াস
সাভার, ঢাকা।

জবাব : দাদা সঠিক বলেছেন। যেসব খেলায় শরিয়াতের শর্ত লঙ্ঘন করা হয়, সেসব খেলা এবং জুয়া, লটারি, দাবা ও কেরামবোর্ড ইত্যাদি খেলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সহীহ হাদীসে সুস্পষ্ট দলিল বিদ্যমান। তছাড়া যেসব খেলা সালাত আদায়ে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ বিমুখ রাখে, তা সবই হারাম। শরিয়তের শর্ত লজ্ঘন যেমন-পর্দা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা, বাজি ধরা কিংবা বেফায়দা খেলা, যাতে শারীরিক কোনো কষরত নেই-এসবও হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ﴾

"হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ও বেদী এবং শুভ-অশুভ নির্ণয়ের তীর, এসব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো"– ***(সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯০)***। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ﴾

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর পথ হতে মানুষকে বিচ্যুত করবার জন্যে অবান্তর কথাবার্তা (গান-বাজনা) ক্রয় কওে এবং এই পথটিকেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে; তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" ***(সূরাহ্ লুক্বমা-ন : ৬)***

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে– যারা এমন করবে (উদাসীন হবে) তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" ***(সূরাহ্ আল মুনাফিকূন : ৯)***

সফলকাম মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ﴾

"যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে।" *(সূরাহ্ আল মু'মিনূন : ৩)*

এ মর্মে আরও বলেন :

﴿وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا﴾

"আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় সম্মানের সাথে তা পরিহার করে চলে।" *(সূরাহ্ আল ফুরক্বা-ন : ৭২)*

রাসূল (ﷺ) বলেন :

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

"যে দাবা খেললো, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করল।" *(মুয়াত্ত্বা মালিক- হা. ২০১৫)*

অপর বর্ণনায় আসছে–

«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ».

"যে দাবা খেললো, সে যেন শুকরের গোশ্‌ত ও রক্ত দ্বারা তার হাতকে রঞ্জিত করল।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ২২৬০)*

আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ এবং সহীহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, শরঈ শর্ত লঙ্ঘিত সকল প্রকার খেলা বা গেম্‌স হারাম। আর প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীসের সহীহ অংশটিও গেম্‌স হারাম হওয়ার সমর্থন করে। –আল্লা-হু তা'আলা আ'লাম। ❑

জমঈয়ত সংবাদ

রাজশাহী পশ্চিম জেলার মোহনপুর উপজেলা শাখা সাধারণ সভা

গত ৩০ সেপ্টেম্বর/২০২৩ শনিবার বাদ মাগরিব রাজশাহী পশ্চিম জেলার মোহনপুর উপজেলা শাখা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উদ্যোগে সিন্দুরী জামে মসজিদে মোহনপুর উপজেলার বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ ও শাখার দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন, কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য মাওলানা ইসরাঈল হোসেন। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি প্রফেসর ড. মতিউর রহমান। প্রধান আলোচক, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শায়খ আব্দুল মাতীন। বিশেষ অতিথি জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি শায়খ আব্দুর রহমান কারামী, জেলা জমঈয়তে সেক্রেটারি মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ ফারুক, দাওয়াহ ও তাবলীগ বিষয়ক সম্পাদক শায়খ আব্দুল গফুর মাদানী ও উপজেলা সহ-সভাপতি মাওলানা রওশন আলী। এছাড়া আরো শাখা দায়িত্বশীলদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ডা. নঈম উদ্দিন, সারোয়ার হোসেন, আব্দুল ওয়াহাব প্রমূখ। সভায় সাংগঠনিক বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং আরো মসজিদ গ্রাম ভিত্তিক শাখা গঠনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সেই সাথে সিন্দুরী গ্রামে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট শুব্বানে আহলে হাদিস-এর একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস মোহনপুর উপজেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি মো. আব্দুল কাদের মীর।

দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অন্যতম উপদেষ্টা, বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্জ এম. এ সবুর-এর সহধর্মিণী গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পক্ষ থেকে মুহতারামা'র সুস্থতার জন্য সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন।

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء عاجلا غير آجل.

মৃত্যু সংবাদ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ-এর শ্বশুর আলহাজ্জ মো. সিরাজুল ইসলাম গত ২২ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার আনুমানিক সকাল সাড়ে ১১টায় মৃত্যুবরণ করেন– "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। পরিবারের পক্ষ থেকে মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য সকল মুসলিম দু'আ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রচ্ছদ রচনা

আল-জামিয়া-তুস-সালাফিয়া, বারাণসী

-আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

আল-জামিয়া-তুস-সালাফিয়া (মার্কাজি দারুল-উলূম) হলো ভারতের মাটিতে আহলে হাদীসদের প্রতিষ্ঠিত সর্ববৃহৎ একটি আরবি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যা ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের আধ্যাত্মিক রাজধানী খ্যাত বারানসী শহরে অবস্থিত।

তৎকালীন অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্স আন্দোলনের অধীনে সৌদি আরবের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত ইউসুফ আল-ফাউযান দ্বারা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্য দিয়ে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরব সরকারের অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের আল-মদিনা আল-মুনাওয়ারাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আব্দুল আজিজ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ)'র প্রতিনিধি আল্লামা আব্দুল কাদির শাইবাতুল হামদ বিশ্ববিদ্যালয়টি উদ্বোধন করেন এবং উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের সহায়তায় পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাজের সূচনা করেন।

আল-জামিয়া-তুস-সালাফিয়ার মূল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় এক লাখ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট ভূমিতে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে রয়েছে এক হাজার লোকের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মসজিদ। জামিয়ার ক্যাম্পাসের দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে ৪৭০ বর্গ মিটার আয়তনের তিন তলা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবন, যার নিচতলাটি সেমিনার হল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জামিয়ার গ্রন্থাগারটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে হাজার হাজার বই রয়েছে। অনুকূল পরিবেশে আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে সুসজ্জিত সেমিনার হলে প্রতি পাক্ষিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিভিন্ন গবেষক এবং শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। গবেষণা, সংকলন ও অনুবাদের জন্য রয়েছে আল-জামিয়া-তুস-সালাফিয়ার একটি পৃথক বিভাগ যা দেশে ও বিদেশে আরবি, উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় চার শতাধিক বই এবং মুহাদ্দিস বেনারস (উর্দু) ও সাউতুল উম্মাহ (আরবি) দু'টি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রচার ও প্রকাশ করছে। তাছাড়া ভারতীয় মুসলিমদের পক্ষ থেকে আগত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জামিয়ার রয়েছে ফাতাওয়া ও নির্দেশনা বিভাগ, যার দায়িত্ব পালন করছে জামিয়ার শিক্ষকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত পাঁচ সদস্যের কমিটি। এই কমিটির সদস্যগণ ইসলামী আইনের উপর বিশেষজ্ঞ এবং তারা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তাদের দ্বীনী জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে। আল-জামিয়া-তুস-সালাফিয়াতে অধিভুক্ত রয়েছে সাতাশটিরও বেশি মাদ্রাসা। জামিয়াতে মুসলিম ছেলে ও মেয়েদের জন্য মাওলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের (MANUU) একটি কেন্দ্রও চালু করা হয়েছে, যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা B.A., B.Com, M.A. এবং ইংরেজি ভাষা, খাদ্য ও পুষ্টি এবং গণযোগাযোগে ডিপ্লোমা অর্জন করতে পারে। বর্তমানে আল-জামিয়া-তুস-সালাফিয়া প্রতিষ্ঠার ষাট বছর পেরিয়ে গেছে এবং মহান আল্লাহর রহমতে এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর কীর্তি সম্পাদন করেছে; প্রতিনিয়ত লেখক ও গবেষকদের দল কাজ করে যাচ্ছে দ্বীনের উন্নয়নের জন্য। আল-জামিয়া-তুস-সালাফিয়ার শিক্ষার্থীরা নিজের জন্য এবং জামিয়ার জন্যও খ্যাতি অর্জন করছে। তাদের মধ্যে কিছু শিক্ষার্থী ভারত, বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সাথে অধ্যাপনা করছেন। অন্যরা সরকারি শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগসহ বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছেন। আল-জামিয়া-তুস-সালাফিয়া তার পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে; একই সাথে জামিয়ার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ❑

* *শিক্ষার্থী*, *কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও সালাত টাইম-এর সময় সমন্বয়ে ঢাকা জেলার

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

অক্টোবর

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪:৩০	০৫:৪৯	১১:৪৯	০৩:১২	০৫:৪৭	০৭:১৭
০২	০৪:৩১	০৫:৫০	১১:৪৯	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:১৬
০৩	০৪:৩১	০৫:৫০	১১:৪৮	০৩:১১	০৫:৪৫	০৭:১৫
০৪	০৪:৩১	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:১১	০৫:৪৪	০৭:১৪
০৫	০৪:৩২	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:১০	০৫:৪৩	০৭:১৩
০৬	০৪:৩২	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:০৯	০৫:৪২	০৭:১২
০৭	০৪:৩২	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:০৯	০৫:৪১	০৭:১১
০৮	০৪:৩৩	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:০৮	০৫:৪০	০৭:১০
০৯	০৪:৩৩	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:০৮	০৫:৩৯	০৭:০৯
১০	০৪:৩৪	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৭	০৫:৩৮	০৭:০৮
১১	০৪:৩৪	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৬	০৫:৩৭	০৭:০৭
১২	০৪:৩৪	০৫:৫৪	১১:৪৬	০৩:০৬	০৫:৩৬	০৭:০৬
১৩	০৪:৩৫	০৫:৫৪	১১:৪৬	০৩:০৫	০৫:৩৫	০৭:০৫
১৪	০৪:৩৫	০৫:৫৫	১১:৪৫	০৩:০৫	০৫:৩৪	০৭:০৪
১৫	০৪:৩৬	০৫:৫৫	১১:৪৫	০৩:০৪	০৫:৩৪	০৭:০৪
১৬	০৪:৩৬	০৫:৫৫	১১:৪৫	০৩:০৪	০৫:৩৩	০৭:০৩
১৭	০৪:৩৬	০৫:৫৬	১১:৪৫	০৩:০৩	০৫:৩২	০৭:০২
১৮	০৪:৩৭	০৫:৫৬	১১:৪৫	০৩:০৩	০৫:৩১	০৭:০১
১৯	০৪:৩৭	০৫:৫৭	১১:৪৪	০৩:০২	০৫:৩০	০৭:০০
২০	০৪:৩৮	০৫:৫৭	১১:৪৪	০৩:০১	০৫:২৯	০৬:৫৯
২১	০৪:৩৮	০৫:৫৮	১১:৪৪	০৩:০১	০৫:২৮	০৬:৫৮
২২	০৪:৩৮	০৫:৫৮	১১:৪৪	০৩:০০	০৫:২৮	০৬:৫৮
২৩	০৪:৩৯	০৫:৫৯	১১:৪৪	০৩:০০	০৫:২৭	০৬:৫৭
২৪	০৪:৩৯	০৫:৫৯	১১:৪৪	০২:৫৯	০৫:২৬	০৬:৫৬
২৫	০৪:৪০	০৬:০০	১১:৪৩	০২:৫৯	০৫:২৫	০৬:৫৫
২৬	০৪:৪০	০৬:০০	১১:৪৩	০২:৫৮	০৫:২৫	০৬:৫৫
২৭	০৪:৪০	০৬:০১	১১:৪৩	০২:৫৮	০৫:২৪	০৬:৫৪
২৮	০৪:৪১	০৬:০১	১১:৪৩	০২:৫৭	০৫:২৩	০৬:৫৩
২৯	০৪:৪১	০৬:০২	১১:৪৩	০২:৫৭	০৫:২৩	০৬:৫৩
৩০	০৪:৪২	০৬:০২	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২২	০৬:৫২
৩১	০৪:৪২	০৬:০৩	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২১	০৬:৫১

লাব্বাইক আল্লা-হুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারিকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা
লাকা ওয়াল মুলক্ লা-শারীকালাক্

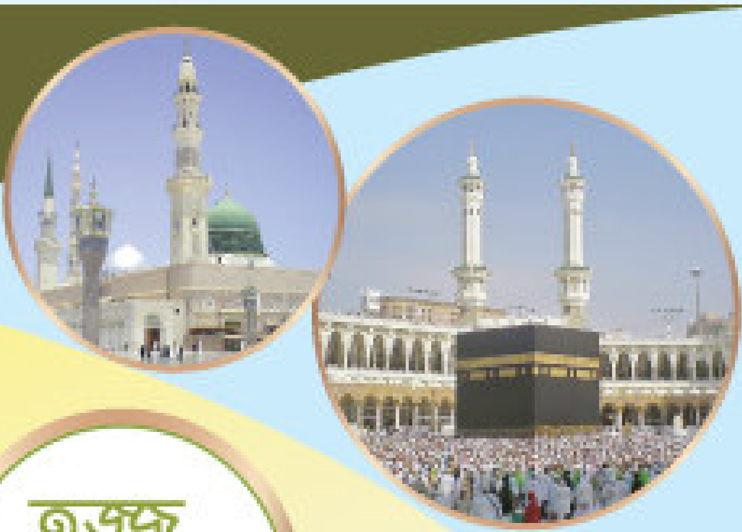

সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং

সকল দেশের টিকেটিং

দীর্ঘ ১৪ বছরের
অভিজ্ঞতার আলোকে
সর্বোচ্চ সেবা
প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ

হজ্জ
উমরাহ
বুকিং
চলছে

আমাদের সেবাসমূহ:

* বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে হজ্জ সম্পাদনের ব্যবস্থাকরণ;
* অভিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে সার্বক্ষণিক হজ্জ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল প্রদান;
* হজ্জ ফ্লাইট চালু হওয়ার প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ;
* কাবা শরিফের সন্নিকটে প্যাকেজভেদে ফাইভ স্টার, ফোর স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা;
* মক্কা-মদীনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা;
* রুচিশীল, স্বাস্থ্যসম্মত এবং মানসম্পন্ন খাবারের সুব্যবস্থা।

তাকওয়া ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত
হজ্জ ও উমরা পালনের এক বিশুদ্ধ নাম

রিহাবুল হারামাইন হজ্জ কাফেলা

সত্ত্বাধিকারী: শাইখ মুহাম্মদ রায়হান উদ্দীন

ব্যবস্থাপনায়: দেশ ভ্রমণ (প্রা:) লিমিটেড [লাইসেন্স নং: ০০৫১]
মোবাইল: ০১৭২০-১২৮১৬০, ০১৮১৯-৯৯৩৯৩০

হেড অফিস :
রুপায়ন তাজ টাওয়ার (লিফটের ৬)
স্যুইট # এফ/৬, ১ এন্ড ১/১ নয়াপল্টন
কালভার্ট রোড, ঢাকা-১০০০

যোগাযোগ:

গাজীপুর অফিস :
৩৬ নং ওয়ার্ড, কামারজুরী
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর মহানগর, গাজীপুর

মাওলানা মো. রাকিবুল হাসান
মোবাইল: ০১৭১৬-৭৯৫১৬৩ সৌদি নম্বর: ০০৯৬৬-৫৬০৪৭১৩৫৪

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. 25.00

সুখবর সুখবর

كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

বিশুদ্ধ ধারার একটি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান
ভিশন : দক্ষ মুখলিস আলেম গঠন।

“মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে”

ভর্তি চলছে

আবাসিক/অনাবাসিক

সম্পূর্ণ অ্যারাবিক মিডিয়ামে সানাবিয়্যাহ-তে (আলিম)

আলিম সাধারণ বিভাগ

শুধু বালক

সানাবিয়্যাহ (উচ্চ মাধ্যমিক) শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য :

- মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ডক্টরেট/ মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত স্কলার দ্বারা পাঠদান।
- আলিমের সিলেবাসের সাথে সমন্বয় করে সানাবিয়্যার সিলেবাস তৈরি ।
- আরবি ভাষায় পড়া, লেখা ও বলার পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
- মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা।
- কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

প্রতিষ্ঠাতা:
ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
পি এইচ ডি, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

যোগাযোগ
৯ ও ১৭, রোড: ৬/এ, সেক্টর: ৫, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
০১৮৩৪ ১৭৭৭৬৫ / ০৯৬১০ ৯৯১৯৯
kulliyatulquran.com kulliyatulquran

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত